সন্ধান

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৪৩
১৬ সরকার লেন
কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার দোষ, ত্রুটী, ভুল, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা লইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তের আশা নিরাশা ও সুখ দুঃখের নির্ম্মম আঘাতে আহত হইয়া, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ, যে মানুষ এই পৃথিবীর বুকে নিরন্তর সন্ধানী হইয়া ফিরিতেছে, সর্ব্বদেশের, সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বধর্ম্মের সেই মানুষের নামেই 'সন্ধান' উৎসর্গ করিলাম।

বিশ্বমানব স্বজয়ের মধ্য দিয়া যাঁহার
সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে তাঁহার
উদ্দেশ্যে নমস্কার করি।

সন্ধান

নভেল পড়িতে আগে আরম্ভ করিয়াছিল, কি প্রেমে পড়িতে আগে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আজ এই চব্বিশ বৎসর বয়সে বলা সুজয়ের পক্ষে খুবই সুকঠিন। তবে একথা ঠিক যে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে বসিয়া সে যখন অঙ্কের দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল ব্যথার কবিতা লিখিয়া যাইতেছিল, তখনও তাহার বেশ স্মরণ ছিল যে বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে এবং সেইজন্যই শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপ ও শৈবলিনীর মিলন এ জগতে আর ঘটিয়া উঠিল না।

জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া নানারঙের জলছবি, সেফ্‌টীপিন, ব্রূচ্ প্রভৃতি বহু উপহারই সে মায়াকে দিতেছিল কিন্তু পাড়ার ঠান্‌দির মুখে সে যখন শুনিল যে, "আহারে, গোত্তরে যদি না আটকাতো! নয়তো দুটীতে মানিয়েছিল বেশ!" তখন হইতেই সে মায়াদের বাড়িতে যাতায়াত ও খেলাধূলার মাত্রাটা যথেষ্টই কমাইয়া ফেলিল

মানাইয়াছিল যে বেশ, সুজয় তাহা বিলক্ষণই জানিত। আয়নাতে সে নিজের মুখ ও দেখিয়াছিল এবং আপনার দুটী চক্ষু দিয়া দুইবেলা মায়ার ঢলঢলে মুখখানিও যে সে না দেখিয়াছিল তাহা নয়। তবু গোত্রে আটক হইল। সে করিবে কি?

সমাজকে আক্রমণ করিয়া কিছুদিন সে বন্ধুবান্ধবের নিকট মহা আক্রোশে তর্ক জুড়িয়া দিল। জাতিভেদ, সমাজভেদ, গোত্রভেদ, এসকল যে সমগ্র হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, এবং এই ভেদাভেদতত্ত্ব লইয়াই যে আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সর্ব্বমার্গে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি, ইহা সে মহা উৎসাহে প্রমাণ করিয়া দিল। সহপাঠিগণ আসল ব্যাপার না বুঝিয়া তাহার বক্তৃতার বিক্রমে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িল।

কিন্তু এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সুজয় একদিন কলিকাতায় বসিয়া শুনিল যে, গোত্র বাঁচাইয়া মায়ার যথারীতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া সে বহু কবিতা লিখিয়া ফেলিল এবং মূর্খ সম্পাদকগণের আবর্জ্জনার ঝুড়িতে সেগুলি অবলীলাক্রমে পাঠাইয়া দিল।

মায়ার বিবাহের পরও কিছুদিন যাবৎ সুজয় কতকগুলি দুঃসাহসিক মতলব মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়াছিল এবং তজ্জন্য মায়ার শ্বশুরবাটীর ঠিকানাটাও বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই সে করিয়া উঠিতে পারিল না। কারণ শরৎ চাটুজ্যের দেবদাস হইতে হইলে অবশেষে গোযানে মৃত্যু অনিবার্য্য। চরিত্রহীনের সতীশ হইলে মিলনের আশা সুদূর-পরাহত,

নাই বলিলেই চলে; তাহাও আবার সাবিত্রীর সহিত মায়ার কোনও অংশেই মিল হয় না। রবিবাবুর মক্ষিরাণী স্বামীর কাছেই ফিরিয়া গিয়াছিল। গোরার সহিত সুজয়ের কোন তুলনাও সম্ভব নয়। শেষের কবিতার শেষাংশ নিছক কবিতায় ভরা; সেখানে অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর ভাবগতিক ঠিক বুঝাও যায় না, পছন্দও হয় না। মায়ার সহিত রাজলক্ষ্মীর সাদৃশ্যই বা কোথায়? বঙ্কিমবাবুর প্রতাপ হইতে পারিলে আর কোন কথাই ছিল না; কিন্তু এখন সে মুসলমান সাম্রাজ্যও আর নাই এবং এই থানা-পুলিশ বেষ্টিত কলিকাতার সহরে সেরূপ যুদ্ধক্ষেত্রও দুষ্প্রাপ্য: অতএব মায়ার কথা সুজয়কে ভুলিতেই হইল।

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়িবার সময় একটী দেশীয় ক্রিশ্চান্ পরিবারের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল। নীলিমা মায়ার মত সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত ছিল না। সুজয় বহুবারই তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত চা তৃপ্তির সহিত পান করিযাছে; তাহার সুশিক্ষিত কণ্ঠের "কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা—" আগ্রহের সহিত শুনিয়াছে; বড়দিনের ছুটিতে একত্রে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়া মহোল্লাসে পিক্নিক্ করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে পিতা তাহার বাদ সাধিলেন। হঠাৎ একদিন সুজয়কে লইয়া তিনি দেওঘর যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে সে যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল তখন নীলিমাকে লইয়া তাহার পিতাও দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। সেই দেশান্তরের ঠিকানাটী সুজয় বহুচেষ্টাতেও সংগ্রহ করিয়া

উঠিতে পারিল না। কাজেই নীলিমা-অধ্যায় এইখানেই সমাপ্তি লাভ করিল।

বহুদিন পরে সুজয় শুনিয়াছিল যে নীলিমা নাকি আর বিবাহ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। শুনিয়া সুজয় সখেদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল। কারণ তখন সুযোগ সুবিধার যোগাযোগ আর এমন ছিল না যাহাতে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে পারে।

আই-এ ক্লাশে পড়িবার সময় সে একটী তরুণীকে পুস্তক-হস্তে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তাহার কলেজের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সুজয়ের মস্তিষ্কে তখন শরৎ, বঙ্কিম, রবিঠাকুর ছাড়াও আরও অনেক চলাফেরা করিতেছে; সেলি, কীট্‌স্, রম্যা-রঁল্যা, গর্কী তখন তাহার কল্পনারাজ্যে দীপালীর উৎসব আরম্ভ করিয়াছে। তরুণীর মুখশ্রীও অপূর্ব্ব। অতএব প্রথম চাহনিতেই যে প্রেমের পত্তন হয় ইহা সে সত্য বলিয়াই অনুভব করিল। ক্লাশে প্রক্সির বন্দোবস্ত করিয়া সুজয় তাহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সে জানিতে পারিল, তরুণীটী বেথুন কলেজের ছাত্রী, নাম নমিতা। সুজয়ের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। ছাত্রীটীকে অনুসরণ করিয়া ক্রমে তাহার বাটীর ঠিকানাটীও সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। শেষে এমন হইয়া পড়িল যে, নমিতাকে কলেজে পহুঁছাইয়া দেওয়া এবং ছুটীর শেষে গৃহে ফিরাইয়া আনা সুজয়ের দৈনন্দিন কর্ম্মে পরিণত হইল।

নিত্য একটী অপরিচিত যুবককে পিছু লইতে দেখিয়া নমিতারও

বিশেষ যে কোন ভাবান্তর ঘটিল, তাহাও নয়। সুজয় আশা করিয়াছিল যে, নমিতার দিক হইতে একটা আপত্তির ইঙ্গিত অথবা অনুমোদনের অস্পষ্ট আভাস সে একটু না একটু লাভ করিবেই। কিন্তু দুইটীর কোনটীই না ঘটায় সে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল।

একদিন সে কলেজের ছুটী হইলে কিঞ্চিৎ দূরে আত্মগোপন করিয়া রহিল। সে দেখিবে—নমিতা তাহার অভাব বোধ করে কিনা!

তা করিল বলিয়াই মনে হয়।

নমিতা যথানিয়মে কলেজের বাহিরে আসিয়া প্রথমেই সুজয়ের অপেক্ষা করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীর দিকে লক্ষ্য করিল এবং সেখানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিমেষের জন্য ইতস্ততঃ চাহিয়া গৃহে ফিরিবার পথে অগ্রসর হইল।

সুজয়ের বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল। ইহাই দেখিবার জন্যই তো সে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল! অবিলম্বে সে নমিতার সঙ্গ ধরিল।

সমস্ত ব্যাপারটী বুঝিয়া লইতে নমিতার বিলম্ব হইল না। গণ্ডদ্বয় তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। সে কোনও ক্রমে বাটীতে গিয়া উঠিল।

ইহার পর সমস্যা দাঁড়াইল—সুজয় করিবে কি?

সমস্যার সমাধান সেই রাত্রেই হইল। সুজয় নমিতার উদ্দেশ্যে এতখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া ফেলিল যে, পরদিন সেখানি ডাকে পাঠাইতে পোষ্ট-আফিসে তাহাকে দেড়া মাশুল গণিয়া দিতে হইল।

পরদিন কম্পিতবক্ষে সে পথের ধারে নমিতার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পুস্তক-হস্তে নমিতা যখন বাটীর বাহির হইল, তখন বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও সুজয় তাহার মুখে পত্রপ্রাপ্তির কোন প্রমাণই খুঁজিয়া পাইল না।

দিন দুই পরে নমিতা একবার সুজয়ের মুখের প্রতি বারকয়েক চাহিয়া দেখিল। তবে কি এতদিন পরে সে তাহার পত্রখানি পাইয়াছে ?

সেদিন রাত্রে সুজয়ের আর নিদ্রা হইল না। সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য যত প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহারই একটা সদুত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অবশেষে সে স্থির করিল যে, এভাবে আর চলিতে পারে না ; যে কোনও উপায়েই হউক, নমিতার পিতার সহিত আলাপ করিয়া লইতেই হইবে।

সেইদিন সন্ধ্যা হইতেই সে নমিতার বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ ঘন ঘন পায়চারি আরম্ভ করিল।

কিন্তু ইহার ফল হইল অন্যরূপ। একদিন আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নমিতার পিতা সুজয়কে দরজার নিকট দেখিয়া মহা চটিয়া উঠিলেন।

তিনি সুজয়কে ডাকিয়া বলিলেন—ওহে ছোক্‌রা শোন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সুজয় নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রোধকম্পিতস্বরে তিনি কহিলেন—আমার বাড়ির সামনে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াও কেন হে বাপু ?

সুজয় আমতা আমতা করিয়া বলিল—আজ্ঞে।

তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—আবার আজ্ঞে? দেখ্‌ছি তো ভদ্রলোকের ছেলে। এমন চাল চলন কেন?

সুজয় শুধু আর একবার অতিকষ্টে কহিল—আজ্ঞে।

তিনি সপ্তকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—রেখে দাও তোমার আজ্ঞে। এই বারণ করে দিচ্ছি; ফের যদি তোমায় আমার বাড়ির সামনে দেখি তো পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দোব। লজ্জাও করে না! আবার আজ্ঞে—

বলিতে বলিতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাহার পর যে সুজয় কি করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল সে কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। তবে এই ঘটনার পর বহুদিন যাবৎ সে আর বাটীর বাহির হইল না।

নমিতার কথা ভুলিতে ভুলিতে সুজয় বি, এ ক্লাশে উঠিল ও কণ্বমুনির আশ্রমে বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলার মুগ্ধদৃষ্টিতে আপন মানস-প্রতিমাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

২

এইরূপে বাল্যকাল হইতে প্রেমের সৌখীন রিহার্সেল দিতে দিতে সুজয়ের মনটা কাল্পনিক জগতের রাজপুত্র সাজিয়াই বসিয়া রহিল। বাহিরে যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল সেটা সুজয়ের মনের গুপ্তচর—দেহের ক্ষুধা।

জ্ঞান হওয়া অবধি, ধরিতে গেলে, এই যে বৎসরান্তর গড়ে একটী করিয়া বালিকাকে সে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, সে কি সত্য সত্যই ভালবাসা? প্রকৃত ভালবাসা হইলে সে কি আজ পর্য্যন্ত একটী বালিকাকেও লাভ করিতে পারিত না? সে তো ভীরু বা কাপুরুষ নয়? দামোদরের বন্যার সময় নিজের জীবনকে যেভাবে বিপন্ন করিয়া সে শত শত নরনারীকে উদ্ধার করিয়াছিল তাহা দেখিলে অতিবড় শত্রুতেও তাহাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলিতে পারিত না। সে যখন স্কুলে পড়ে, তখন বিদ্যালয়বাটীর সম্মুখে একটী গৃহে আগুন লাগে। গৃহের পরিবারবর্গ বাহিরে পলাইয়া আসিবার সময় একটী শিশুকে ভুলিয়া ভিতরে ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই ভয়াবহ বিপদে সকলে এত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাহিরে আসিবার সময় কাহারও আর তাহার কথা স্মরণই ছিল না।

বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র বাহিরে আসিয়া ভিড় করিয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল; ভিতর হইতে শিশুটীর আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার শুনিয়া কেহও একপদ অগ্রসর হইল না। একমাত্র সুজয়ই সে সময় সকলের শত নিষেধ সত্ত্বেও সেই অগ্নিকুণ্ডে লাফাইয়া পড়িল এবং অর্দ্ধদগ্ধদেহে শিশুটীকে বক্ষে লইয়া অবিলম্বে বাহিরে ফিরিয়া আসিল।

সেই সুজয়কে ভীরু অপবাদ কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে? সে যদি আজ পর্য্যন্ত একটি বালিকাকেও সত্য ভালবাসিত তাহা হইলে সহস্র বিঘ্নও তাহার গতিরোধ করিতে পারিত না। সে এতদিন শুধু ভালবাসার অভিনয় করিয়া আসিতেছিল। কল্পিত শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় সে প্রস্তুত হইতেছিল মাত্র। এই চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রকৃত ভালবাসা সে কাহাকেও বাসে নাই।

ভগ্নী রেবা একদিন আসিয়া বলিল—দাদা, যোগেশবাবু এসে যে আধঘণ্টা ধরে তোমায় ডাকাডাকি কর্চ্ছেন্।

সুজয় পাঠ্যপুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

রেবা বলিল—তা আমি কি করে জান্‌বো?

সুজয় বলিল—আচ্ছা ডেকে নিয়ে আয়।

রেবা বলিল—ডাক্‌লুম তো! আসেন্ কৈ?

বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—কি জানি বাপু, তোমাদের কি গোপন কথা আছে, তোমরাই জান।

"গোপন কথা আবার কি আছে" বলিয়া সুজয় পাঞ্জাবীটা স্কন্ধে ফেলিয়া বাহিরে আসিল।

যোগেশ ডাকিল—শীগ্‌গির্ আয়।

সুজয় তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া অবাক্ হইয়া কহিল—মানে ?

যোগেশ বলিল—মানে বল্‌বার সময় এখন নেই, শীগ্‌গির্ আয়।

বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। ব্যাপার কিছু না বুঝিয়া অগত্যা সুজয় তাহার অনুসরণ করিল। মিনিট দশেক হাঁটিবার পর একটী অপরিচিত গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোগেশ বলিল—নে, জামাটা গায়ে দিয়ে নে।

পাঞ্জাবীটা পরিতে পরিতে সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে বল্‌তো ?

'বল্‌ছি' বলিয়া যোগেশ ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুজয়কে ডাকিল—আয়।

সুজয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল, তাহাকে মেয়ে দেখাইবার ব্যবস্থা। আর ফিরিবার যখন উপায় নাই, তখন সে মেয়ে দেখিতেই বসিয়া পড়িল। জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া যোগেশ বলিল—কেমন দেখ্‌লি বল্ ?

সুজয় বলিল—মন্দ নয়।

যোগেশ বলিল—ভালমন্দর কথা বল্‌ছি না ; বে কর্‌তে ইচ্ছে হয় ?

সুজয় কহিল—দূর্।

*   *   *   *   *

ইহার কিছুদিন পরে একদিন সুজয় বসিয়া রাণী এলিজাবেথের সহিত দ্বিতীয় ফিলিপের বিবাহ না হইবার কারণগুলি একে একে অন্বেষণ করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে রেবা বলিয়া উঠিল—দাদা, দেখ তো চিন্‌তে পার কিনা ?

সুজয় পিছনে ফিরিয়া দেখিল, একটী অপরিচিতা কিশোরী মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুজয় শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইতে গেল। বাহির হইতে কাহারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দরজা বন্ধ !

সুজয় চকিতে একবার মেয়েটিকে দেখিয়া লইল। কুৎসিত নয় ; তবে যেটুকু রূপ ছিল, তাহা পাউডার, হেজেলিন্ ও নানাবিধ অলঙ্কারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মেয়েটীকে বসিতে বলিতেও সুজয়ের সাহস হইল না ; কি জানি, বাহিরে যে সকল কৌতূহল-দৃষ্টি অপেক্ষা করিতেছে, মুহূর্ত্তে তাহাকে ও সঙ্গে সঙ্গে এই মেয়েটীকে হাসি ও বিদ্রূপে অস্থির করিয়া তুলিবে !

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সুজয় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলা পাইয়া মেয়েটী পলাইয়া বাঁচিল।

এইরূপে, বি-এ ক্লাশে পড়িবার সময় নিত্য নব উৎপাত ঘটিতে লাগিল। এই সকল ছোটখাট ব্যাপারগুলি সুজয়ের যে খুব মন্দ

লাগিত তাহা নয়; তবে ইহাতে তাহার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে আরম্ভ করিল। শুধু তাহাই নয়। তাহার কৌমার অবস্থাটা ক্রমে পাঁচজনের নিকট এতই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল যে, আর আত্মীয়স্বজনেরও সহিত দেখা করা নিরাপদ রহিল না।

চন্দননগরে সুজয়ের এক মামাত ভগ্নীর শ্বশুরালয়। তাহারা বড় গরীব। ভগ্নীটিকে সে অনেকদিন দেখে নাই। সেও বহুদিন হইতে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সুজয়কে যাইবার জন্য পত্র লিখিতেছিল।

রবিবার দেখিয়া সুজয় একদিন চন্দননগরে গিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন পরে সুজয়কে দেখিয়া ভগ্নীটী যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে তাহাকে কোথায় বসাইবে কি খাওয়াইবে যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সারাদিন দুইটী ভাইভগ্নীতে কত গল্প করিল, কত পুরাণ কথা কহিল, কত হাসি হাসিল। সমস্তদিনটা হাল্কা মেঘের মত কোথায় দিয়া চলিয়া গেল, বুঝা গেল না।

কিন্তু ফিরিবার সময় ঘটিল এক বিপরীত ঘটনা। সুজয় ভগ্নীটীর শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইতেই তিনি তাঁহার সুসজ্জিতা অনূঢ়া কন্যার হাতদুইখানি তাহার হস্তে দিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিলেন—বাবা, তোমার গুণের কথা অনেক শুনেছি; আমি গরীব বিধবা; অরুণাকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিলুম্। আমার এই দুঃসাহসের জন্যে ওকে তুমি পায়ে ঠেল না!

সুজয় আকাশ হইতে পড়িল! এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের

জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারপর স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কি যে কতকগুলা অর্থহীন অসম্বদ্ধ বাক্য বলিয়া ব্যস্তসমস্তে সে পথে আসিয়া পড়িল তাহা তাহার স্মরণও রহিল না।

বাটী ফিরিয়া সেদিন রাত্রে তাহার আর নিদ্রা হইল না। একি অদ্ভুত কাণ্ড! বৃদ্ধা পাগল নয়তো? তাহাকে চন্দননগরে যাইবার জন্য তাহার ভগ্নীর যে অত কাতরোক্তি করিয়া পত্র লেখা, সেও কি তবে একটা হীন চক্রান্ত মাত্র? ভদ্রতা বলিয়াও একটা কথা আছে। অতর্কিতে কোন ব্যক্তিকে কেহ যে এরূপভাবে বিপন্ন করিতে পারে, ইহা তাহার ধারণার অতীত।

বহুচেষ্টা করিয়াও সুজয় অরুণাকে মনে করিয়া রাখিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। রূপ তাহার ছিল না বলিলেই হয়।

একি অশিষ্ট আচরণ ঐ বৃদ্ধার! সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে সে যতই পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল, ততই কিন্তু তাহার অন্তর যেন বলিতে লাগিল—যাহাই হউক্, অরুণাকে সে তোমারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছে।

কয়েকদিন সুজয়ের বড় কষ্টে কাটিল। সে না পারিল মনের গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে, না পারিল লজ্জায় একথা কাহাকেও বলিতে।

তবে ইহাও সে স্থির জানিয়া রাখিল যে, একদিন হয়তো ঐ বৃদ্ধার অসহায় অভিশাপই তাহাকে স্পর্শ করিবে।

৩

এইভাবে অনেকগুলি মেয়েকেই সুজয় দেখিল ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাহাকে সে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, তাহাকে পছন্দ করিলেন সুজয়ের পিতা, বিবাহ করিল সুজয় এবং বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিবার সুযোগও বেচারার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

মেয়েটীর নাম মাধবী। সুজয় শুনিয়াছিল, তাহার বয়স তের কি চৌদ্দ বৎসর। কিন্তু দেখিয়া বুঝিল, ষোল কি সতের। কুৎসিত নয় ; তবে খুব সুন্দরীও নয়। আগুল্‌ফ-কুঞ্চিত-কেশদাম না থাকিলেও আজানুলম্বিত কেশ তাহার ছিল। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন না থাকিলেও যে দুটী চক্ষু মেয়েটীর ছিল, তাহা অপছন্দের নয়। গোলাপের রং না হইলেও, যে রং তাহার ছিল তাহাকে কাল বলা চলে না।

ফুলশয্যার রাত্রে নবপরিণীতা স্ত্রীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া সুজয়ের শুধু একটা কথা বারবার নানাবিধ প্রশ্নের আকারে মনে হইতে লাগিল যে, অবশেষে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। তাহার কপালের চন্দন, তাহার হাতের দুর্ব্বা, তাহার কণ্ঠের মাল্য বারবার

তাহাকে বুঝাইতে চাহিল যে, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ক্রন্দন-নিরত বায়না-ধরা অবুঝ শিশুর মত তাহার মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ কথা সত্য। কি আশ্চর্য্য! এইমাত্র যাহাকে সে বলিয়া আসিল—যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—তাহাকে সে চক্ষে দেখিয়াও তো চিনিতে পারে না?

অকূল সমুদ্রে নিমজ্জমান্ ব্যক্তি ভাসমান্ তৃণটীকেও যেমন ধরিবার ব্যগ্র প্রয়াস পায়, সুজয়ও সেইরূপ আগ্রহে উঠিয়া বসিল; এই তো সেই মাধবী, যাহাকে সে বিবাহমন্ত্র পাঠ করিয়া লইয়া আসিল; এই তো তাহার নবপরিণীতা বধূ; এই তো তাহার স্ত্রী, জীবন-সঙ্গিনী!

সুজয় ধীরে ধীরে মাধবীর অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিল; মাধবী বিস্মিতভাবে তাহার প্রতি চাহিল; সুজয়ের স্পষ্ট মনে হইল মাধবী প্রশ্ন করিতেছে—তুমি কে?

সুজয়ের মন হাততালি দিয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিল—কেমন! দেখিলে তো?

আহত হইয়া সুজয় চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কি জানি মাধবীর দৃষ্টিতে তাহার নিজের যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল, তাহা যদি ধরা পড়িয়া যায়!

মিলনের প্রথম রাত্রে এই যে বিয়োগান্ত নাটকের সূচনা হইল, ইহা সে ঐ মেয়েটীকে জানাইতে সাহস করিল না। দরিদ্র বিধবা তাহার একমাত্র সন্তানের জন্য বহুকষ্টে সংগৃহীত কোনও দুষ্প্রাপ্য

উপাদেয় যেমন অঞ্চলে সযত্নে বাঁধিয়া রাখে, সেইরূপ সুজয়ও তাহার এই দুঃখ মাধবীর নিকট হইতে সাবধানে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু কাহার জন্য? মাধবীকে দিয়া আজ সে যাহাকে জীবনের মত হারাইল তাহাকে শতচেষ্টাতেও সুজয় কি আর খুঁজিয়া পাইবে? যাহাকে সে এতদিন সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে, যাহাকে সে ভবিষ্যতে একদিন পাইলেও পাইতে পারিত, তাহার স্থান মাধবী আসিয়া আজ জোর করিয়া দখল করিয়াছে! সুজয় আর কি তাহাকে ফিরিয়া পাইবে?

সুজয় ভাল সেতার বাজাইতে পারিত। দেওয়ালসংলগ্ন সেতারখানিকে সে নামাইয়া লইল। বহুক্ষণ ধরিয়া সে তাহার সুর বাঁধিল। কিন্তু প্রথম আঘাতেই সেতারটী এমন বেসুরা বাজিয়া উঠিল যে, সুজয় মুখবিকৃত করিয়া তাহা পার্শ্বে সরাইয়া রাখিল।

"এই শেষ" সুজয়ের বারংবার মনে হইতে লাগিল "তাহার জীবনের এই শেষ!"

মাধবী এতক্ষণ উঠিয়া বসিয়া সুজয়ের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। সুজয় তাহার নিকটে গিয়া বসিল। বহুক্ষণ তাহার অবনত মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। পরে আস্তে আস্তে তাহার হাতদুইখানি আপন হাতের মধ্যে লইল।

কেন লইবে না? জগতে কি একমাত্র সুজয়ই বিবাহ করিয়া আসিয়াছে? এমন কত শত মাধবী কত শত সুজয়ের আজীবনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে? জ্ঞান হওয়া

অবধি তিলে তিলে গঠিত সাধের রঙিন্ কল্পনালোক যে, এমন কত শত সুজয়ের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা কে জানে ? কিন্তু তাহারাও তো শেষে সুখে ঘরসংসার করিতে থাকে, দেখা যায় ? তবে সুজয়ই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন ?

সুজয় সাদরে ডাকিল—মাধবী।

মাধবী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

সুজয় কোমলকণ্ঠে কহিল—কাছে এস।

মাধবী নিকটে সরিয়া আসিল।

সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—তুমি লেখাপড়া কর্‌তে ?

মাধবী চুপ্ করিয়া রহিল।

সুজয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কতদূর পড়েছ ?

মাধবী কহিল—পড়িনি।

সুজয়ের সন্দেহ হইল। সে বলিল—একেবারেই না ?

—না।

—বাংলাও না ?

—না।

—প্রথম ভাগও না ?

—না।

তথাপি সুজয়ের সন্দেহ গেল না। সে উঠিয়া টেবিল হইতে একখানি কাগজ আনিয়া তাহাতে নিজের নাম বড় বড় অক্ষরে বাংলায় লিখিল। পরে সেখানি মাধবীর হাতে দিয়া বলিল—বল দেখি, কি লিখ্‌লুম্ ?

মাধবী কাগজখানি দেখিতে লাগিল ; কোনও কথা বলিল না।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সুজয় কহিল—পড়্‌তে পার্‌লে না?

মাধবী বলিল—না।

এই ক্ষুদ্র 'না' টুকুর মধ্যে তামাসার ছলেও এতটুকু 'হাঁ' সুজয় খুঁজিয়া পাইল না। সুজয়ের অজ্ঞাতসারে সুজয়ের মনে যে প্রকাণ্ড সৌধ গড়িয়া উঠিতেছিল নিমেষে যেন তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এখন কি লইয়া তবে সে মাধবীর সম্মুখীন্ হইবে? কি দিয়া তবে সে মাধবীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিবে? মাধবীর মনের সিংহদ্বারে সে কি দিয়া আঘাত করিবে? পুত্র ও পিণ্ডের জন্যই যাহারা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাদের যুগে এই ক্ষুদ্র 'না' টুকুতে হয়তো বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। কিন্তু, এখন যিনি যতই কেন 'সমাজ' 'সমাজ' করিয়া চীৎকার করুন না, মানুষের মূল্য যে সমাজের আবশ্যকতাকে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সে কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু দেহটা হইলেই যদি মানুষের চলিয়া যাইত, তাহা হইলে উন্মাদ ও মৃতের জন্য সংসার ও লোকালয়ের বাহিরে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না।

মাধবী মানুষ। শুধু দেহের পূজায় তো তাহার অন্তরের ধ্যান ভঙ্গ হইবে না!

সুজয় আহত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। মহা অপরাধিনীর ন্যায় মাধবী দৃষ্টি নত করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া সুজয়ের মন কিন্তু সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল।

ঐ যে দশটার সময় দলে দলে মেয়েরা পাঁচসিকার নাগ্‌রা পায়ে, কেহবা পৃষ্ঠে বেণী দুলাইয়া, কেহবা বাব্‌রি-কাটা-চুলে, বিলাতি মেমের অনুকরণে পুস্তকের বোঝা হাতে লইয়া বিদ্যালয়ে যাইতে থাকে, একমাত্র উহারাই কি জীবনটাকে প্রকৃত আস্বাদন করিবে? যাহারা নিজেদের বৈশিষ্ঠ্য ভুলিয়া শিক্ষাটাকে করিয়া ফেলিল গৌণ এবং হীন অনুকরণটাকেই করিয়া লইল মুখ্য, তাহাদের অপেক্ষা নিরক্ষরা মাধবী কি শতগুণে শ্রেষ্ঠা নয়? যাহাদের শিক্ষায় প্রগতি অর্থে ব্যাকরণের লিঙ্গানুশাসনের পাতা কয়খানা ছিঁড়িয়া ফেলা বুঝায়, যাহাদের অভিধানে স্বাধীনতা অর্থে শুধু বাসে ও ট্রামে চলাফেরা অথচ বালিগঞ্জের নির্জ্জন অঞ্চলে আত্মরক্ষায় সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অভাব বুঝায়, তাহাদের তুলনায় মাধবী কি সহস্রগুণে আদরনীয়া নয়?

সুজয় ডাকিল—মাধবী?

মাধবী ভয়ে ভয়ে কহিল—কি?

সুজয় আগ্রহসূচক স্বরে কহিল—তুমি লেখাপড়া শিখ্‌বে?

মাধবী বলিল—শিখ্‌ব।

সুজয় সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল—রোজ রাত্রে আমার কাছে পড়্‌তে তোমার লজ্জা করবে না?

মাধবী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—না।

সুজয় মাধবীকে বক্ষে টানিয়া লইল।

* * * * *

সুজয়ের মনের গুপ্তচর জাগিয়া উঠিয়াছে।

৪

পরদিনই সুজয় একখানি নূতন বর্ণপরিচয় ও একখানি ফার্ষ্ট বুক কিনিয়া আনিল। রাত্রে বাটীর সকলে যখন নিদ্রিত হইল তখন সে আস্তে আস্তে মাধবীকে ডাকিয়া কাছে বসাইল। পরে প্রথমভাগখানি খুলিয়া বলিল—এই যে অক্ষরটা দেখ্‌ছ, একে 'অ' বলে।

মাধবী অক্ষরটী দেখিতে লাগিল।

সুজয় কহিল—বল 'অ'।

মাধবী চুপ্ করিয়া রহিল।

সুজয় বলিল—ও কি? চুপ্ করে রইলে কেন?

—ও আমি জানি।

—কি জান?

—ঐ—অ আ ই ঈ।

—তারপর?

—উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ।

সুজয় সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—তবে যে বল্লে পড়াশোনা করনি?

মাধবী কহিল—আমার ভাই পড়্‌তো, আমি শুনে শুনে শিখেছি।

সুজয় আশ্বস্ত হইয়া কহিল—ও ! অক্ষর চেন না ?

মাধবী বলিল—না।

সুজয় মাধবীকে পড়াইতে বসিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে অক্ষরগুলির সহিত মাধবীর পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে যখন তাহার ধারণা হইল যে, মাধবী অক্ষরগুলিকে চিনিয়াছে, তখন সে জিজ্ঞাসা সুরু করিল। বার বার ঐ কয়টা হরফ্‌কে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শেষে ঘণ্টা দুই পরে এমন ব্যাপার দাঁড়াইল যে, সুজয়ের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম হইল।

মাধবী বিনা সঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় ক্রমান্বয়ে 'অ' কে হ্রস্বই, হ্রস্বইকে ৯ কার, ৯ কারকে ঐ কার, ঐ কারকে দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ ঈকে আকার বলিয়া যাইতে লাগিল।

সুজয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাধবী পড়িতেছে না তামাসা করিতেছে ? সুজয় মুখভার করিয়া পুস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আর কোন কথা বলিল না। মাধবীর নিজের যদি আগ্রহ না থাকে, তবে শুধু সুজয় পরিশ্রম করিয়া কি করিবে ? কতদূর অগ্রসর হইতে পারিবে ? মাধবীকে অশিক্ষিতা জানিতে পারিয়া সুজয় এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, রীতিমত শিক্ষা দিয়া সে তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। নারীকে শিক্ষিতা করা যে কতখানি আবশ্যক সুজয় তাহা বুঝিত ; সে শুধু

আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিকে কোনরূপেই অনুমোদন করিতে পারিত না। যে শিক্ষায় নারীকে নারীত্ব ভুলাইয়া দিবে, যে শিক্ষায় গৃহস্থের বধূকে বেলা নয়টায় চায়ের পেয়ালা হাতে শয্যাত্যাগ করাইবে ও আপন সন্তানকে স্তন্যদান করাইবার জন্য আয়া নিযুক্ত করিতে হইবে, সে শিক্ষাকে সুজয় মনে মনে ঘৃণাই করিত। দুইহস্তপরিমিত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যে স্ত্রীলোক লুকাইয়া থাকিবে, ইহা অবশ্য সে কোন দিনই যুক্তিকর মনে করে নাই; কিন্তু পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনের কেরানীকে যে সাড়ে চব্বিশ টাকা মূল্যের শিল্কের ছাপাসাড়ী কিনিয়া আনিয়া স্ত্রীকে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনবার বায়স্কোপ দেখাইতেই হইবে, ইহা কিরূপ শিক্ষা তাহা সে বুঝিতে পারে না।

নারী—নারী। সহস্র সহস্র বৎসর সে যদি পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবু সে নারীই থাকিয়া যাইবে। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া সে যদি পুরুষ হইবার চেষ্টা করে, তথাপি সে নারীই থাকিবে। তাহার শারীরিক গঠন, তাহার মানসিক বৃত্তি, তাহার পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযানকে চিরকালই মিথ্যা করিয়া রাখিবে। সুজয়ের মতে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যাহাতে তাহার নারীত্ব সহজ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া ওঠে; যাহাতে সে কন্যা হইতে পারে, মা হইতে পারে, গৃহিণী হইতে পারে, সহধর্ম্মিনী, জীবনসঙ্গিনী হইতে পারে।

সুজয় সেই শিক্ষা দিবার কল্পনা করিয়াই মাধবীকে অ আ পড়াইতে বসিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা এমনি যে, মাধবীর

ব্যবহারে সুজয় তাহার আগ্রহের অভাব বোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে চুপ্ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাধবী অনেকক্ষণ অপরাধিনীর ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে সুজয়ের পার্শ্বে শয়ন করিল। সে বেশ বুঝিল যে, তাহার অপরাধের সীমা নাই। ভুল যে সে করিয়াছে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ; এবং এত ভুল করাও যে ঠিক হয় নাই, তাহাও নিশ্চিত।

গতরাত্রির সুজয়ের সহিত আজিকার সুজয়কে মিলাইয়া লইতে গিয়া মাধবী দেখিল, যেন সুজয় তাহার নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া যাইতেছে। সুজয়কে নিকটে আসিতে দেখিয়া গত রজনীতে যে-মাধবী সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহাকে গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে সরিয়া যাইতে দেখিয়া সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর সে উঠিয়া বসিয়া সুজয়ের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

বিরক্তি ও আনন্দে সুজয় পা দুইখানা টানিয়া লইল। একটা জীবন্ত মানুষ তাহার অতটুকু গাম্ভীর্য্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিবে, ইহা যেন তাহার অসহ্য বোধ হইল। যে মানুষ এত শীঘ্র আপন পরাভব স্বীকার করিয়া লয়, তাহার একটা বিশিষ্ট সত্তা অনুমান করাও যে সুকঠিন হইয়া পড়ে!

সে মুখে বলিল—আ—ছিঃ—! ও কি কর?

মাধবী কহিল—তুমি রাগ করলে কেন?

সুজয় বলিল—রাগ কিসের?

মাধবী হাসিল।

এই হাসিতে কিন্তু সুজয় খুসী হইল। সে বলিল—তোমাকে যে পড়্‌তেই হবে, একথা তো বলিনি ?

মাধবী ঈষদ্ধাস্যে কহিল—তবে পড়ালে কেন ?

সুজয় বলিল—মনে হয়েছিল, তোমার পড়্‌তে ইচ্ছে হয়।

মাধবী চুপ্‌ করিয়া রহিল।

সুজয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—হয় না ?

মাধবী বলিল—এখন হয়।

সুজয় প্রশ্ন করিল—আগে হোত না ?

মাধবী বলিল—না।

সুজয় উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে এখন হয় কেন ?

মাধবী আবার চুপ্‌ করিয়া রহিল।

সুজয় ডাকিল—মাধবী !

মাধবী চাহিল।

সুজয় কহিল—কেন, বল্‌লে না ?

মাধবী সুজয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল ; কিছু বলিল না।

সুজয় বলিল—চুপ্‌ করে রইলে যে ?

মাধবী কহিল—আমি যে মুখ্যু !

'মূর্খ' বলিয়া মাধবী আপনাব যে নিঃসহায় অবস্থাটা সুজয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল, তাহাতে সে মাধবীর নগ্ন বুভুক্ষাটাই প্রত্যক্ষ করিল। একি শুধু দান করিতেই আসিয়াছে ? জোর করিয়া চাহিবার, দাবী করিবার কি ইহার কিছুই নাই ? সুজয়

তো এখনও মাধবীকে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে নাই! তবে শুধু শুধু সে কেন আপনা হইতে ধরা দিতে চাহিতেছে? আজও কি সে আপন স্বাধীন সত্তা বা স্বাধীন ইচ্ছার সন্ধানটুকুও পায় নাই? অন্যের বিনানুরোধেও তাহাকে যে দান করিতেই হইবে এ কোন্ কথা? তাহার প্রাপ্য কি কিছুই নাই? সমাজের একি বিসদৃশ শিক্ষা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে? এ দানের মাধুর্য্য কোথায়?

সুজয় বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ'লেই বা?

মাধবী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—যদি না নাও?

সুজয় বলিল—কা'কে?

মাধবী কহিল—আমাকে?

সুজয় ব্যথাভরা দৃষ্টিতে মাধবীর মুখখানি দুইহাতে তুলিয়া বহুক্ষণ তাহার প্রতি অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল; তাহারপর সে তাহার অধর চুম্বন করিল।

*　*　*　*　*

এই একটীমাত্র চুম্বনে সুজয় মাধবীর নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল।

সংসারে অযাচিত, অপ্রার্থিত হইয়া যেই আসিয়াছে, সেই শ্রদ্ধার আসনখানি হারাইয়াছে। অতর্কিত আগমনের জন্য আজ পর্যান্ত আমরা কাহাকেও ক্ষমা করি নাই, বরং অবহেলাই দিয়া আসিয়াছি। কারণ, আমার অন্তর্নিহিত শক্তির অপমান আমি কখনই সহ্য করিতে প্রস্তুত নই। সুজয়ের মন শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে; মাধবীকে সে অবহেলা দিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে তাহাকে যাহা দিতে উদ্যত হইল তাহাকে দয়া ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

অতঃপর সুজয় যে, মাধবীকে প্রতিরাত্রে কাছে বসাইয়া পড়াইতে লাগিল সে শুধু ঐ অসহায়া মেয়েটীর উপর দয়াপরবশ হইয়া। কাজেই, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে ব্যবধান স্বাভাবিক তাহা ক্রমে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সুজয়ের সংসারে ও তৎসঙ্গে তাহার জীবনেও আচম্বিতে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বাল্যাবধিই সে মাতৃহীন। দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে তাহার 'মেজখুড়ি'কেই জননী বলিয়া জানিত। 'মেজখুড়ি'র মৃত্যুর পর সংসারে রহিলেন, সুজয়ের পিতা

ও খুল্লতাত। কলিকাতার সহরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা। একান্নবর্ত্তী সংসারে বৃহৎ পরিবার; একদিকে, বিপত্নীক খুল্লতাত, তাহার তিন কন্যা ও পাঁচপুত্র : একয়টীর মধ্যে তিনজন বিবাহিত এবং প্রত্যেকেরই কয়েকটী করিয়া সন্তানাদি হইয়াছে; অন্যদিকে তাহার পিতা, সে নিজে ও তাহার পিতার শেষবয়সের একমাত্র কন্যা রেবা। ভগ্নীটীর আজমীরে বিবাহ হইবার পরও প্রায়সময়ই সে পিত্রালয়েই থাকিত। ইহার উপর উভয়পক্ষের দাস, দাসী, পাচক, দ্বারবান্ প্রভৃতি আছে। উভয়পক্ষের পৈতৃক সম্পত্তি বলিতে, ঐ অট্টালিকাখানি ও কয়েক বস্তা কোম্পানীর কাগজ। তাহার মোটা সুদ এই বৃহৎ পরিবারটীর যাবতীয় আবশ্যক অতি সচ্ছলতার সহিতই মিটাইয়া থাকে। স্বোপার্জ্জিত অর্থে কেবলমাত্র সুজয়ের পিতাই একটী লৌহের ব্যবসায় করিয়া কলিকাতার একজন বিখ্যাত হার্ড্ওয়ার মার্চেন্ট্ (Hardware Merchant) বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কারবারটীর বহুল আয় তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের শুভ্রকেশের সৌন্দর্য্য বিশেষ পরিমাণেই বৃদ্ধি করিয়াছে।

সুজয়ের বিবাহ দিয়া, শেষ কয়টা দিন ভগবৎনাম করিয়া কাটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সুজয়কে ব্যবসায়-সংক্রান্ত যাবতীয় উপদেশ ও পরামর্শ দান করিয়া তিনি কাশীধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অল্পদিন কাশীবাসের পরই কিন্তু সংবাদ আসিল যে, সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তীর্থেই তাহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

অশৌচ শেষ হইতে না হইতেই পৈতৃক কোম্পানীর কাগজের দুইটা ভাগ হইয়া গেল; অট্টালিকার মধ্যে প্রাচীর গাঁথা না হইলেও

রন্ধনগৃহ দুইটায় দাঁড়াইল এবং খুল্লতাত আসিয়া সুজয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহাই হইল সুব্যবস্থা; কারণ দাদার আচরণে তিনিও নিজের পরমায়ুঃ সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তিনি থাকিতে থাকিতে যদি না করিয়া যান, পরে অশান্তির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়।

মোটের উপর সুজয় এইটুকু বুঝিল যে, ঐ বৃহৎ বসতবাটীর অর্দ্ধাংশ, কোম্পানীর কাগজের অর্দ্ধভাগ ও পিতার লৌহের কারবারটীর উপর এখন হইতে সেই হইল একমাত্র মালিক।

শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে দুই একমাসের মধ্যে রেবা শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিল। সুজয়ের সংসারে রহিল, সে ও মাধবী; এবং এই যুগ্মদম্পতীর সাংসারিক সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতে লাগিল, দাসদাসী ও পাচকব্রাহ্মণ।

সুজয়ের বাটীতে বিংশ শতাব্দীর আলোক প্রবেশ করে নাই। সেইজন্য এত ভাগ বাঁটোয়ারা সত্ত্বেও সারা দিবসের মধ্যে মাধবীর সহিত তাহার বড় একটা সাক্ষাতের সুবিধা হইত না। যদি বা দৈবাৎ নানারূপ সাংসারিক কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে দেখা হইয়া যাইত, তবুও কোনরূপ বাক্যালাপ ঘটিয়া উঠিত না। রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সুজয় দেখিত, মাধবী হয় খাতা পেন্‌সিল লইয়া হাতের লেখা করিতেছে, নতুবা আপন মনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পাঠ মুখস্থ করিয়া যাইতেছে। সুজয় সন্তুষ্টচিত্তে মাধবীকে অধ্যয়ন করাইতে বসিয়া যাইত; এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া পাঠ লওয়া ও পাঠ দিবার পর মাধবীকে শয়ন করিতে বলিয়া নিজে একখানি পুস্তক

লইয়া শুইয়া পড়িত। পড়িতে পড়িতে অধিক রাত্রি হইয়া গেলে পুস্তক বন্ধ করিয়া নিদ্রিত হইত।

মাধবী কোনও দিন ঘুমাইয়া পড়িত, কোনও দিন ব্যথিত দৃষ্টিতে নিদ্রা ভুলিয়া তাহার পাঠ দেখিয়া যাইত ও সুজয় নিদ্রিত হইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপন মনে কত কি চিন্তা করিত। কি যে চিন্তা করিত তাহা সে নিজেই সকল সময় বুঝিতে পারিত না। কখনও যেন মনে হইত—সে কোন্ এক স্বপ্নপুরীতে গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে চতুর্দ্দিকে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়াছে; তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরকুল ইতস্বতঃ গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে; স্বচ্ছতোয়া সরোবরে রাজহংস স্বচ্ছন্দ ক্রীড়া করিতেছে; পূর্ণচন্দ্রের শুভ্রশীতল হাস্যে দিগ্বিদিক্ উচ্ছ্বসিত; স্বর্ণ-দেউলে উৎসবের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে; চতুর্দ্দিক্ হইতে নূপুরের রিনি-ঝিনি শোনা যাইতেছে; কিন্তু পুরমধ্যে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী পুরনারীগণ বিষন্নমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কাহারও মুখে কোনও কথা নাই; কাহারও মুখে হাসি নাই; সকলেই যেন অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে ইতস্ততঃ পা ফেলিয়া চলিতেছে, যেন নিদ্রিতপুরী না জাগিয়া ওঠে; মাধবী সভয়ে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে সুবর্ণ-সিংহাসন—শূন্য পড়িয়া! রাজপুত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে; আজও কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই!

সুজয় জাগিয়া থাকিলে মাধবীর দীর্ঘনিঃশ্বাস অবশ্যই শুনিতে পাইত।

কখনও তাহার মনে হইত, সে যেন এক ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে

গিয়া পড়িয়াছে ; চতুর্দ্দিক্ চন্দ্রালোকে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে ; কোথা হইতে অপূর্ব্ব অশ্রুত সঙ্গীতসুরলহরী ভাসিয়া আসিতেছে ; সে সুরের মধ্য দিয়া মাধবীর অন্তর-বেদনা যেন শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে ; মাধবী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে ; কে সে সুরশিল্পী ? কোথায় বসিয়া সে তাহারই মর্ম্মবেদনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে ? কোথায় সে ? মাধবী জ্ঞানশূন্যা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু পথ আর ফুরায় না—প্রান্তর আর শেষ হয় না— !

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া মাধবী সবিস্ময়ে দেখিত, সুজয় কখন্ উঠিয়া বসিয়া তাহার সেতারখানি লইয়া একান্ত তন্ময়তার সহিত সুরালাপ করিতেছে। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে কখনও সে সুর ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, কখনও রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া উঠিতেছে, কখনও বিপুল অভিমানে আপনাকে আপনি সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কখনও কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে—সে কান্নার আর শেষ হয় না— !

মাধবী অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া বসিয়া থাকে। বহুক্ষণ পরে সুজয়ের চৈতন্য হইলে সে মাধবীকে দেখিয়া লজ্জার সহিত বলে—তাইতো, ঘুম্‌টা ভাঙ্গিয়ে দিলুম্ !

মাধবী বলে—দিলেই বা ?

সুজয় বলে—না, না, রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়।

বলিয়া সে সেতারখানি রাখিয়া নিজেই শুইয়া পড়ে ও অনতিবিলম্বে নিদ্রায় বেহুঁশ হইয়া যায়।

সুজয় নিদ্রিত হইলে মাধবী তাহার মুখখানিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে দেখে; দেখিতে দেখিতে এলোমেলো চিন্তার সূত্র ধরিয়া সে যে কোথায় গিয়া আপনাতে আপনি হারাইয়া ফেলে তাহা আর তাহার জ্ঞান থাকে না; তাহারপর সারাঅন্তরখানিকে মথিত করিয়া যখন তাহার সমস্ত চিন্তার ক্লান্তি একটীমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, তখন সে চমকিত হইয়া আবার সুজয়ের পার্শ্বে শুইয়া পড়ে।

ওই যে একটী লোক তাহার অত নিকটে রহিয়াছে, যাহার প্রতিনিঃশ্বাস তাহার সভযৌবনোদ্বেলিত অঙ্গের প্রতি রোমকূপে পুলকের শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে, যাহার চকিতস্পর্শে তাহার সারাদেহখানি ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টির ক্ষুধায় ক্ষুধিত হইয়া উঠিতেছে, যাহার অঙ্গ-আঘ্রাণে তাহার সুপ্ত-চৈতন্যের মাঝে সৃষ্টির আদিযুগের প্রথমা নারী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছে—মাধবী কেন কোনপ্রকারেই তাহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতেছে না?

কথা দিয়া মানুষ চিন্তা করে। মাধবী তো অত কথা জানে না! সে হয়তো শুইয়া শুইয়া ঐরূপই কিছু অনুভব করে; আর তাহারই প্রতিধ্বনি ওঠে অশিক্ষিতা মাধবীর ভাষাসম্পৎশূন্য একটী মাত্র সহজ সরল চিন্তায়—আমার স্বামী অমন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর সুজয় তাহাকে দিল না। যোগেশের স্ত্রী নিভাননী একদিন বেড়াইতে আসিয়া দিয়া গেল। সে তাহার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া গেল—তোর বরের তোকে হয়তো মনে ধরেনি রে বৌ!

বর্ণপরিচয় শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাধবী একবার পিত্রালয়ে গেল। সুজয়ও যেন বহুদিন পরে ছুটি পাইয়া বাঁচিল। আপনার ঘরে আপনাকে লুকাইয়া রাখা যে কি কষ্টের তাহা সে যেন এতদিন পরে একবার বুঝিবার সুযোগ পাইল। মাধবীর নিকট সদাসর্ব্বদা আত্মগোপন করিতে করিতে তাহার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক্ষণে, মাধবী নাই, মনে করিতে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাঁধনগুলা যেন নিমেষে আপনা আপনিই খুলিয়া পড়িল। তাহার এই মহামূল্য মুক্তির অবসরটাকে সে যে কি করিয়া উপভোগ করিবে তাহা আর সে খুঁজিয়া পাইল না।

কয়েকদিন সে মহা উৎসাহের সহিত বায়স্কোপ দেখিল। তাহারপর সে প্রতিসপ্তাহে থিয়েটার দেখিতে আরম্ভ করিল। প্রতিসপ্তাহে থিয়েটার দেখিতে দেখিতে শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রত্যেক নাটকখানিই তাহার চার পাঁচবার করিয়া দেখা হইয়া গেল। এক চিত্রাঙ্গদা নাটকখানিই তাহার ছয়বার দেখা হইল। সপ্তমবারে যোগেশ সুজয়ের

সহিত অভিনয় দেখিতে গেল। নামভূমিকায় যে মেয়েটী অভিনয় করিতেছিল, তাহার নাম চপলা।

প্রথমাঙ্ক শেষ হইলে যোগেশ বলিল—একই নাটক কি করে যে তুই সাত আটবার—

যোগেশ বলিতে বলিতে থামিয়া গেল।

সুজয় কহিল—নূতন নাটক আর হয় না যে?

যোগেশ বলিল—তবু গল্পটা তো পুরাণো হয়ে—

সুজয় বলিয়া উঠিল—তা' হোক্। সময়টা তো কাটে?

একটা দীর্ঘ "ও" বলিয়া যোগেশ একটী হ্রস্ব হাসি চাপিয়া গেল।

সুজয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—কিন্তু মন্দ কাটে না।

যোগেশ সাশ্চর্য্যে কহিল—বটে!

দ্বিতীয়াঙ্কের শেষে সুজয় চপলার মহাপ্রশংসা জুড়িয়া দিল। মেয়েটীর নাকি একটী বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা এদেশের অভিনেত্রীদের মধ্যে বিরল বলিলেই হয়। বাংলাদেশে আজ পর্য্যন্ত একখানি নাটকও ঠিকমত লেখা হইল না, একটীও প্রকৃত নাট্যকার জন্মাইল না; নতুবা চিত্রাঙ্গদার মধ্যে যথার্থ নাটকীয় উপাদান থাকিলে চপলার অভিনয় নাকি আরও উপভোগ্য হইত।

সবিস্ময়ে যোগেশ কহিল—ক্ষেপে উঠ্‌লি নাকি?

—কেন?

—যা বক্তৃতা আরম্ভ করিছিস্, পাশের কেউ শুন্‌তে পেলে—

বাক্য সমাপ্ত না করিয়া যোগেশ এদিক ওদিক চাহিয়া একটা বিশেষ ইঙ্গিত করিল।

সুজয় তাহা বুঝিয়া কহিল—বড় জোর ঠেঙ্গিয়ে দেবে, এই তো? দেশের মূর্খতা থাকলেই সেটা হয়।

"ওগো পণ্ডিত" বলিয়া যোগেশ তাহাকে থামিবার ইঙ্গিত করিল।

চটিয়া গিয়া সুজয় বলিল—অর্থাৎ তোরও সত্যি কথাটা হজম্ কর্‌বার্ শক্তি আর হ'ল না।

—সত্যি কথা কোন্‌টা হ'ল? আমাদের দেশে আসল নাটক নেই—?

জিজ্ঞাসার সুরে যোগেশ থামিয়া গেল।

সুজয় বিদ্রূপ করিয়া কহিল—কেন থাক্‌বে না? মুদ্রারাক্ষস আছে, রত্নাবলী আছে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল আছে। তারপর 'বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ' থেকে সুরু করে 'বঙ্গেবর্গী', 'মহানিশা' এমন কি 'কেদার রায়' পর্য্যন্ত আছে!

যোগেশ বলিল—শকুন্তলা পড়ে গেটে (Goethe) যা' বলেছিলেন, আর নীলদর্পণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিদ্যাসাগর ম'শায়ের চটী ছোড়া, তারপর গিরীশবাবুকে যে পরমহংসঠাকুর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন্, সেটা—? সেটা কি মিথ্যে কথা? তারপর 'সীতা'কে নিয়ে শিশিরবাবু আমেরিকায় যেতে সাহস্‌টাও তো—? তা'রা না হয়—

যোগেশ তাহার কোনও কথাটাই ব্যাকরণ-সম্মত-ভাবে শেষ করিতে না পারিয়া অবশেষে চুপ্ করিয়া গেল। সুজয় কিন্তু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে সে যোগেশের কথাটার পাদপূরণ করিল—বুঝ্‌লে না? কেমন?

পরে বলিল—আচ্ছা যোগেশ, এম্-এ'টা কি শুধু মুখস্থ করেই

দিলি রে? গেটের সুপারিশ, বিদ্যেসাগরের চটী আর পরমহংস-ঠাকুরের কোলাকুলি দিয়ে, তোর বাংলা নাটকগুলোর আজ পর্য্যন্ত যত লম্বা লম্বা স্বগতোক্তি লেখা হয়েছে, তা'রই একটা সজ্ঞানে মানে কর্ দেখি? তারপর অন্য দোষগুলোর কথা পরে হবে। সত্যি বল্‌ছি, আমি যদি বিল্বমঙ্গল হতুম্ তাহ'লে চোখে কাঁটা ফুটোবার আগে, লাখ্‌টাকা দিলেও তো অমন দেড় ঘণ্টা ধরে চীৎকার করে চিন্তা কর্‌তে পার্‌তুম্ না ভাই?

যোগেশ বলিল—কেন? সেক্স্‌পীয়ারে কি স্বগতোক্তি—

সুজয় তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল—তাহ'লে আয়, দু'জনে মিলে রবিবাবুর চোখ্ দুটোকে অন্ধ করে দি, যেহেতু ওদের দেশেরও একজন কবি অন্ধ ছিলেন্।

যোগেশ পরাভব মানিয়া চুপ্ করিয়া গেল।

সুজয় বলিল—আমাদের দেশে তিনটী জিনিষের এখনও অভাব আছে যোগেশ। প্রথম, নাটক; দ্বিতীয়, অভিনেতা; আর তৃতীয়, প্রযোজক। এখন আর সময় নেই, নয়তো সত্যিই প্রমাণ করে দিতুম্।

তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। চপলার গান শুনিতে শুনিতে সুজয় বলিল—নাটক নেই, প্রযোজক নেই, তবু এত লোক যে টিকিট কিনে চিত্রাঙ্গদা দেখ্‌তে আসে, সে ঐ চপলার জন্যে।

যোগেশ রহস্য করিয়া কহিল—তুইও কি ঐ জন্যেই—?

সুজয় যোগেশের বিদ্রূপকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিল—তা নয়তো কি?

যোগেশ ঈষদ্ধাস্যে কহিল—দেখিস্! প্রেমে—

তাহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সুজয় বলিল—পড়্লে তো নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে কর্তুম্।

যোগেশ সাশ্চর্য্যে কহিল—এঁ্যা!

—অবাক্ হচ্ছিস্ যে? বেশ্যা বলে তুই ওদের মানুষ্ বলেই মনে করিস্ না নাকি?

—কেন কর্ব না? তবে সব মানুষের সঙ্গে সব মানুষের মেলামেশাটা তো সুখের—, আর বেশ্যা ছাড়াও আরও কতকগুলা লোক আছে, তা'রাও মানুষ, তবু চোর ডাকাত্ বলে তাদের কাছ্ থেকে আমাদের তো দূরে—

বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া সুজয় বলিল—সুখ সুবিধার কথাটা তো আমার? প্রেমে পড়িতো আমিই পড়্বো। চপলার ওপর নারাজ্ হচ্ছিস্ কেন?

আম্তা আম্তা করিয়া যোগেশ বলিল—ও যে—

সুজয় বলিয়া উঠিল—বেশ্যা। তা' হ'লেই বা? ভালবাস্তে পারাটা নিয়ে কথা। ভালবাসা পাওয়াটা নিয়ে তো নয়? আজ ঐ চপলাকে ভালবাস্তে পার্লে আমি কতখানি বেঁচে যেতুম্ জানিস্?

সুজয়ের কণ্ঠস্বরে যে ব্যথার সুর বাজিয়া উঠিল তাহাতে যোগেশ বিচলিত হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—সুজয়!

সুজয় কোনও উত্তর না দিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিল।

যোগেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল।

৭

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সুজয়ের একটু বিলম্ব হইয়া গেল। চক্ষু চাহিতেই সে দেখিল, মাথার বালিশের কাছে খামে আঁটা একখানি চিঠি। সেখানি খুলিয়া প্রথমেই সুজয়ের নজরে পড়িল, "শ্রীচরণ কমলেষু"। নীচের দিকে লেখা—"আপনার দাসী"। মুক্তার অক্ষরে আধুনিক বাংলায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র।

সুজয়ের নিকট হইতে পত্র পাইবার আশায় একটী একটী করিয়া অনেকদিনই কাটিয়া গেল; কিন্তু পত্র আসিল না। যাহাকে দুঃখ জানাইবার, সে যদি দুঃখ বুঝিত তাহা হইলে দাম্পত্য-জীবনের প্রথম পত্র সুজয়ের পরিবর্ত্তে মাধবীকে লিখিতে হইত না। মাধবীকে সুজয় সহজেই ভুলিতে পারে; কারণ সে পুরুষ মানুষ। কিন্তু মাধবী তো ভুলিতে পারে না? সুজয় ভিন্ন তাহার আর কে আছে? সুজয় যদি তাহাকে বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে মাধবী আর কাহার কাছে দাঁড়াইবে?

ইত্যাকার বহুবিধ শব্দের সাহায্যে কে একজন অপরিচিতা মাধবীর দুঃখ ও অভিমান সুজয়কে জানাইবার জন্য অনেক প্রয়াসই পাইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যত্ন সফল হয় নাই। সুজয় যখনই

বুঝিল, ইহা মাধবীর হস্তাক্ষর নয়, মাধবীর ভাষা নয়, তখনই তাহার মন বিরূপ হইয়া বসিল এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ন্যায় লাইনের পর লাইন কাটিয়া শেষ পর্য্যন্ত লেখিকার অন্তরালে প্রকৃত মাধবী কতখানি হৃদয় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পত্র রচনার সূত্র ধরিয়া অনুমানের সাহায্যে সুজয় যে-মাধবীকে আবিষ্কার করিল, তাহার সহিত তাহার দেখা মাধবীর কোনও সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাইল না।

সুজয় উত্তর লিখিতে বসিল।

কিন্তু মাধবীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে ইহা সে কোনমতেই স্থির করিতে পারিল না। সম্বোধন করিবার যে কয়টী শব্দই তাহার মনে পড়িল, তাহার প্রত্যেকটীই সুজয়ের নিকট এরূপ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল যে, তাহার কোনটাই সে সাহস করিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না।

বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রণয়পত্র লিখিতে বসিয়া সুজয় স্পষ্ট দেখিল, মাধবীকে তাহার বলিবার কিছুই নাই, লিখিবার কিছুই নাই।

বিবাহের পূর্ব্বে কত রাত্রি শুইয়া শুইয়া নিদ্রা ভুলিয়া তাহার কল্পিতা স্ত্রীকে সে কত কথাই শুনাইয়াছে, কত ব্যথা জানাইয়াছে! যাহাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লইবে, তাহাকে তাহার কত কথাই বলিবার ছিল, কত অন্তরের রহস্য জানাইবার ছিল!

কিন্তু মাধবীকে আজ সে লিখিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। সে তো তাহার কল্পনা-রাজ্যের রাজরাণী হইয়া আসিতে পারে নাই? তাহাকে সুজয় বলিবে কি?

সুজয় কোনও সম্বোধন করিল না। দুইটী লাইনে শুধু ইহাই লিখিয়া দিল যে, মাধবীর নাম লইয়া সুজয়কে যে-অপরিচিতাটী আক্ষেপ ও অভিমান জানাইয়াছে, তাহার ফাঁকী সুজয় বুঝে; মাধবী নিজে দুইটী ছত্রও লিখিবার চেষ্টা করিলে ভালই করিত; তাহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইত না।

নিম্নে সম্বন্ধ প্রকাশ না করিয়া সুজয় নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র সমাপ্ত করিল ও পরে তাহা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল।

নামটুকু স্বাক্ষর না করিলেও চলিত। কারণ সুজয়ের নামের উপর নজর পড়িবার পূর্ব্বেই চিঠির কথা কয়টা পড়িতেই মাধবীর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সে অতিকষ্টে লজ্জার মাথা খাইয়া অমলাকে দিয়া পত্রখানি লিখাইয়াছিল। অমলা তাহার বাল্যের সখী, লেখাপড়া জানা মেয়ে। মাধবীর ধারণা ছিল, অমলা তাহার মনের কথাগুলা যেমনটী গুছাইয়া লিখিতে পারিবে তেমনটী সে নিজে কখনই পারিবে না। অমলা যখন পত্রখানি লিখিয়া মাধবীকে শুনাইয়াছিল তখন সে অবাক্ হইয়াছিল ইহাই ভাবিয়া যে, অত কথা অমলা কোথা হইতে আবিষ্কার করিল ও তাহা অমন করিয়া পরের পর সাজাইলই বা কিরূপে?

তাই অমলা যখন চিঠিখানি শুনাইয়া মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেমন রে মাধী, ঠিক্ হয়েছে তো?

তখন মাধবী সাশ্চর্য্যে বলিয়াছিল—বেশ্ হয়েছে!

যেহেতু চিঠি—চিঠি। তাহাতে আবার ঠিক বেঠিকের কথা

কি থাকিতে পারে? যাহা হয় কিছু লিখিয়া পাঠাইলেই তো হইল? চিঠির কথাগুলা লইয়া তো আসল কথা নয়, যাহার চিঠি তাহাকে লইয়াই তো কথা?

কতকগুলা কালির আঁচড় ও কাল কাল হরফ্ যে, মাধবীর অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ হইয়া উঠিবে, ইহা বেচারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই।

এক্ষণে মাধবী সুজয়ের উত্তর পড়িয়া এইটুকু বুঝিল যে, আর যাহাই হউক অমলাকে দিয়া আর কখনও চিঠি লিখাইয়া লওয়া চলিবে না।

রাত্রে শয়নকক্ষের দ্বার সাবধানে বন্ধ করিয়া মাধবী নিজেই পত্র রচনা করিতে বসিল। অনেক কাগজ ছিঁড়িয়া ও অনেক নিব্ ভাঙ্গিয়া বেচারী যতখানি কালি হাতে মাখিল, ততখানি তাহার পত্রে লাগাইতে পারিল না। দুইতিন ঘণ্টার প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে যাহা দাঁড়াইল, তাহা পঞ্চকোণবিশিষ্ট একটুকরা ছিন্ন-কাগজ; তাহার উপর সাড়ে চারিটি লাইন, বড় বড় অসমান হরফ্ লইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গিয়াছে; দেখিলেই মনে হয়, প্রত্যেকটী অক্ষরই যেন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া কাগজের উপর বসাইয়া দেওয়ায়, মারমুখী হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে; কাগজখানিও যেন তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিতে দিতে শেষে হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া আপনার সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। বানান্ ভুল লক্ষ্য না করিয়া, চক্ষু ও অনুমানের সাহায্যে বিশেষ মনযোগের সহিত পত্রখানি পাঠ করিবার চেষ্টা

করিলে যে ভাবার্থ সংগ্রহ হয় তাহা এই যে, অমলার পরিবর্ত্তে মাধবীই চিঠি লিখিতেছে, সুজয়ের বাটীর খবর ভাল, শুধু মাধবীর কুশলসংবাদ লাভ করিলেই সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হয় এবং সুজয় যেন রাগ না করে।

মাধবী একটী সুবুদ্ধির কার্য্য করিল। খামের উপর ঠিকানাটী সে নিজে লিখিল না।

৮

কিন্তু এত কষ্টে লেখা চিঠিখানি যখন সুজয়ের ঠিকানায় আসিয়া উপস্থিত হইল, সুজয় তখন একটী বারবনিতার আলয়ে বসিয়া রীতিমত গৃহস্থালী জুড়িয়া দিয়াছে।

ঘটনাটী ঘটিয়াছিল এইরূপ।

ইদানিং কয়েকদিন যাবৎ সুজয় প্রাতর্ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। রাত্রি জাগরণ করিয়া থিয়েটার দেখার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালীন ভ্রমণে যে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান হয়, যোগেশের নিকট ইহা শুনা অবধি, সে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বড় রাস্তায় পায়চারী সুরু করিয়া দিয়াছিল। উপর্য্যুপরি থিয়েটার দেখিতে দেখিতে সেও যেন বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে যোগেশের নিকট সময় কাটাইবার নূতন একটী পথ খুঁজিয়া পাইয়া সে মহা উদ্যমে তাহারই অনুসরণ করিল।

একদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘুরিতে ঘুরিতে সে ভবানীপুরের বড়রাস্তায় উপস্থিত হইতেই ফুটপাথের ধারে একটী ক্ষুদ্র জনতা দেখিতে পাইল। কৌতূহলবশতঃ সুজয় অগ্রসর হইয়া দেখিল, কলিকাতা কর্পোরেশনের আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানটীতে দুই একটী

রক্তরঞ্জিত ছিন্নবস্ত্রের পুলিন্দা পড়িয়া রহিয়াছে ও তাহারই একপার্শ্বে সহরের উচ্ছিষ্ট ও আবর্জ্জনার মধ্যে একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশু একান্তঃ নিঃসহায় অবস্থায় শুইয়া আছে। সুজয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, শিশুটী জীবিত। জগতের অবহেলাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জীবটী আপনমনে ক্রীড়া করিতেছে ও তাহার নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালনদ্বারা আপনার জীবিতাবস্থাটা সকলের নিকট নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

ভদ্র অভদ্র অনেকেই স্থানটীতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সরস ভাষায় কলিকালের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আলোচনা করিতেছিলেন। কেহ কেহ পুলিশে যে ফাঁকী দিয়া সরকারের নিকট বেতন খাইতেছে, ইহাও সখেদে পাঁচজনকে জানাইয়া দিতেছিলেন।

সুজয় ভাবিতেছিল, ইহার উপায় কি? কোমল-কুসুম-কোরক-তুল্য শিশুটী কি ঐ ভাবেই পথের ধূলায় পড়িয়া থাকিবে? কে জীবনের একটী দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হয়তো একটী অনিচ্ছাকৃত ভুল করিয়া বসিল, আর তাহার মূল্য দিতে হইবে ঐ নিষ্পাপ, অজ্ঞান শিশুটীকে? যাহার জীবনের প্রথম পৃষ্ঠাটীও এখন লিখিত হইল না, যাহার জীবনে ন্যায়, অন্যায় করিবার অবসরটুকুও এখন ঘটিয়া উঠিল না?

উপস্থিত দর্শকবৃন্দ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। কেহ বলিলেন—উহার প্রাক্তন। কেহ বলিলেন—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলও যা, প্রাক্তনও তাই।

অতএব আর সন্দেহ রহিল না যে, ঐ কুলপরিচয়বিহীন শিশুটীর ঐ ভাবে পড়িয়া থাকাটাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

"মাগো!"

সকলেই চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, যাহার কণ্ঠ হইতে ঐ ব্যথিত শব্দটী নির্গত হইল সে একটী আঠার কি উনিশ বৎসরের সুন্দরী যুবতী। তাহার হাতে সিক্তবস্ত্র ও গামছা। সম্ভবতঃ গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে ঐ অনাথ শিশুটীকে দেখিয়া তাহার নারী-হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। কাহারও কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে গিয়া শিশুটীকে সাগ্রহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল; পরে সম্মুখে সুজয়কে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটীকে আমি নোব?

সুজয় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—কেন নেবেন্ না?

মেয়েটী ভীতকণ্ঠে কহিল—যদি পুলিশে ধরে?

সুজয় বলিল—না।

মেয়েটী অনেকখানি আশ্বস্ত হইল বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভয় তাহার গেল না। সে এদিক ওদিক চাহিয়া সন্দিগ্ধস্বরে অনুনয় করিয়া কহিল—তবে আমাকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিন্।

সুজয় ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—চলুন্।

শিশুটীকে বক্ষে লইয়া মেয়েটী অগ্রসর হইল; সুজয় তাহার অনুসরণ করিল। কয়েকজন উৎসুক লোক কিছুদূর পর্য্যন্ত সুজয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া পরে পথশ্রমে উৎসাহভঙ্গ হইয়া আপন আপন কর্ম্মে প্রস্থান করিল।

মিনিট কুড়ি হাঁটিবার পর একটা বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়েটী সুজয়কে বলিল—একটু গরম দুধ, একটা ফিডিং বোতল আর গোটাকতক ছোট ছোট জামা আন্‌তে পারেন্? আমি ততক্ষণ ভিতরে যাই?

'আন্‌ছি' বলিয়া সুজয় প্রস্থান করিল ও কিছুক্ষণ পরে জিনিষগুলি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া মহাচিন্তিত হইয়া পড়িল। এখন সে কাহাকে ডাকিবে? কি বলিয়া ডাকিবে?

বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না; মেয়েটী দ্বার খুলিয়া ডাকিল—ভিতরে আসুন্।

সুজয় ইতস্ততঃ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত কক্ষে উপনীত হইল। মেয়েটী একটী একটী করিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি সুজয়ের হস্ত হইতে লইয়া বলিল—বসুন্।

সুজয় বলিল—আর কিছু দরকার আছে কি?

মেয়েটী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আছে। একটু বসুন্।

বলিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

সুজয় দেখিল, কক্ষটীর দুইটী দেওয়ালে দুইটী বৃহৎ আয়না, সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড কারুকার্য্যখচিত আলমারী, চতুর্দ্দিকে বহুবিধ অশ্লীলচিত্র নরনারীর নগ্নসৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; একপার্শ্বে একখানি মূল্যবান্ খাট; তাহাতে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিছান আছে।

স্থানটী যে ভাল নয় সুজয় তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিয়া লইল এবং অবিলম্বেই প্রস্থান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এমন সময় মেয়েটী ফিরিয়া আসিল; তাহার একহস্তে এক গ্লাস জল ও অন্য হস্তে একটী রেকাবীতে কিছু ফলমূল ও কিছু মিষ্ট। সুজয়কে তখনও তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল—ওকি! দাঁড়িয়ে আছেন্ যে?

সুজয় ভদ্রতা রক্ষা করিবার মত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে একটী চাকর আসিয়া আসন পাতিয়া জলযোগের স্থান করিয়া দিয়া গেল।

মেয়েটী জলের গ্লাস ও রেকাবীখানি মেঝেয় রাখিয়া বলিল—আপনাকে কত কষ্ট দিলুম্। একটু মিষ্টিমুখ না করে গেলে ভারি কষ্ট পাব।

সুজয় মহাবিপদে পড়িল। সে জীবনে কখনও বেশ্যালয়ে পদার্পণ করে নাই। ঘটনাচক্রে না জানিয়া সে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র। তাই বলিয়া, বারবনিতার গৃহে বসিয়া তাহার আতিথ্য স্বীকার করিতে তাহার যেন কেমন বোধ হইতে লাগিল। অথচ মেয়েটী যেভাবে তাহাকে অনুরোধ করিল, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেও তাহার ক্লেশ বোধ হইল। সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—এমন কি আর করেছি, যা'র জন্যে আপনি এত কষ্ট করতে গেলেন্?

তাহারপর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—আর তা ছাড়া, বাড়ী ফিরে মুখহাত না ধুয়ে কিছু মুখে দেওয়া আমার অভ্যাস নেই।

মেয়েটী বলিল—এটা আপনার বাড়ী না হ'লেও, এখানে মুখ হাত ধোবার জায়গা তো আছে ?

কথাটা অস্বীকার করিতে না পারিয়া সুজয় মনে মনে বিলক্ষণ রাগিয়া গেল ও এই অবুঝ মেয়েটীকে আর কি বলিয়া বুঝাইবে তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া অগত্যা আসনে বসিয়া পড়িল।

সাশ্চর্য্যে মেয়েটী কহিল—ওকি ? হাতমুখ ধুলেন্ না ?

সুজয় গম্ভীরভাবে 'না' বলিয়া একটী ফলের টুক্‌রা মুখে দিল।

মেয়েটী কিছুক্ষণ পরে বলিল—আপনি হোটেলে খান্ না ?

সুজয় মস্তক নত করিয়া আহার করিতে করিতে বলিল—খাই।

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল—তবে ?

সুজয় মুখ তুলিয়া চাহিল। তবে কি ?

কি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ ! সুজয় এতক্ষণ লক্ষ্যও করে নাই যে, মেয়েটী এত সুন্দরী। তাহার সদ্যঃস্নাত মুখখানি যেন শিশিরধৌত পদ্মের মত টল্ টল্ করিতেছে। নিটোল যৌবনের অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যলাবণ্য তাহার দেহের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার টানা টানা চক্ষু দুইটীতে সর্ব্বক্ষণই যেন কিসের আবেশ লাগিয়া রহিয়াছে; ওই রহস্যময় দৃষ্টির ভাষা না বুঝা পর্য্যন্ত যেন সমস্ত মনটা অতৃপ্তিতে ভরিয়া ওঠে, চক্ষু আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। মেয়েটীর সাজ নাই; এলায়িতকেশে মাত্র একখানি শাড়ী পরিয়া সম্মুখে বসিয়া কথা কহিতেছে। অথচ তাহার রূপে ঘরখানি যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। সুজয় অবাক্ দৃষ্টিতে মেয়েটীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি হাসিয়া কহিল—এত রাগ কিসের ?

সুজয় মন্ত্রমুগ্ধের মত কহিল—রাগ? কার ওপর?

মেয়েটী বলিল—আমার ওপর?

সুজয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কৈ? না?

মেয়েটী বলিল—না কি রকম্? এতক্ষণ তো না খেয়েই চলে যাচ্ছিলেন্?

সুজয় অপ্রস্তুত হইয়া একটী সন্দেশ মুখে তুলিল। কোনও জবাব দিল না।

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল—একটা কথা বলবেন্?

সুজয় কহিল—কি?

—আমাদের আপনি ঘেন্না করেন্। না?

—আমি কি তা বলেছি?

—সব কথা কি বল্‌তে হয়?

—না বল্‌লেই কি সব ঠিক্ বোঝা যায়?

—কেন? আমাকে কি এত বোকা মনে করেন্?

সুজয় একটু রহস্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; হাসিয়া বলিল—পুলিশের অতখানি ভয় দেখে প্রথমে কিন্তু তাই মনে হয়েছিল।

মেয়েটী বলিল—তা ভয়টা কি মিথ্যে করেছিলুম্?

—নেহাৎ মিথ্যে বল্‌তে পারি না; তবে তা' কাটাবার জন্যে রাস্তার লোকের মত নেবারও দরকার ছিল না।

—যাই বলুন্, আপনি না থাক্‌লে কিন্তু মেয়েটীকে আমি সাহস করে নিতে পারতুম্ না।

সুজয় উঠিয়া বলিল—তাহ'লে এবার যেতে পারি ?

মেয়েটী সপ্রতিভ ভাবে বলিল—আপনাকে তো আমি ধরে রাখ্‌তে পারি না। অনেক কষ্ট দিলুম্। কিছু মনে করবেন্ না।

"বেশ বল্‌লেন তো আপনি" বলিয়া সুজয় যাইতে উদ্যত হইতেই মেয়েটী বলিল—কিন্তু একটা কথা—।

সুজয় বলিল—কি ?

—আপনাকে আবার কিন্তু আস্‌তে হবে।

—কেন ?

—আপনি যাই কেন বলুন্ না, আমার কিন্তু এখনও পুলিশের ভয়টা যাচ্ছে না। যদি তা'রা এসে কেড়ে নিয়ে যায় ?

সুজয় সাহস দিয়া কহিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্। কেড়ে নিয়ে যাবে না। তবে তা'দের ঘটনাটা জানিয়ে একটা অনুমতি নিয়ে রাখ্‌লে হয়।

মেয়েটীর মুখ শুখাইয়া গেল। তবু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—বেশ লোক তো আপনি ! এসব কথা না বলেই চলে যাচ্ছিলেন্ ? তারপর আমার কি হোত বলুন্ তো ?

হাসিয়া সুজয় বলিল—আপনার কিছুই হোত না।

—ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও আমার কিছু হোত না, একথা আপনারা পুরুষ মানুষ, আপনারাই বল্‌তে পারেন্।

—ছিনিয়ে নেবার কথা বলিনি। আসল কথা, এটুকু কাজ করে দেবার মত লোকও যে আপনার নেই একথা তো আমি মনেই করিনি।

মেয়েটী ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—আপনি মনে করতে পারেন্ না বলে কথাটা তো আর মিথ্যে নয় ?

ইহারা যে এতখানি অসহায় ইহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর আজ পর্য্যন্ত সুজয়ের হয় নাই। এক্ষণে মেয়েটীর কথা কয়টীর মধ্য দিয়া তাহার যে নিঃসহায় অবস্থাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে সুজয় বিচলিত না হইয়া পারিল না।

সে সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিল—আচ্ছা সে জন্যে ভাব্‌বেন্ না। কাল এসে আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব'খন্।

সুজয়কে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মেয়েটী বলিল—এ বাড়ীতে অনেকগুলি ভাড়াটে আছে দেখ্‌ছেন্ তো ? আপনি এসে চঞ্চল্ বলে ডাক্‌বেন্।

"আচ্ছা" বলিয়া সুজয় প্রস্থান করিল।

৯

সারাদিন সুজয়ের মনের মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন সুর পথ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। দিবসের নানাবিধ কর্ম্মের মাঝখানে সে এমন এতটুকু ফাঁক্ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, যেখান দিয়া সে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারে। সুজয় এটুকু বেশ অনুভব করিতেছিল যে, তাহার মনে কিসের একটা আমেজ্ লাগিয়াছে। সমস্ত দিনটা সে যাহা কিছু করিয়াছে, যাহা কিছু দেখিয়াছে, যাহা কিছু শুনিয়াছে, সকলই তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আজ যে সে কোনও কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া, আর তাহা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা যে ক্লান্তি, অবসাদ বা অনিচ্ছার জন্য তাহা নহে; সে যে কোনও কর্ম্ম করিতে গিয়াছে, তাহা তাহার এত ভাল লাগিয়াছে যে, প্রারম্ভেই অতিরিক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সে কোনটাতেই আর সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিতে পারে নাই।

এক কথায়, সমস্তদিনটা সুজয়ের অন্যমনস্কভাবেই কাটিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে যখন নিজকক্ষে বসিয়া সেতারখানিতে সুর বাঁধিতে লাগিল তখন যোগেশ আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া শুধু বলিল—বাঃ বেশ।

সুজয় সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল! ইহা লক্ষ্য করিয়া যোগেশ যেন গণিয়া গণিয়া দ্বাদশটী শব্দ উচ্চারণ করিল—ম'শায়ের আজ গরীবের বাড়ী যাবার কথাটা কি আর স্মরণই হয় না, নাকি?

সত্যই তো? সুজয়ের মনে পড়িয়া গেল, আজ যোগেশের জন্মতিথি। প্রতি বৎসরের মত আজও তাহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; কিন্তু কথাটা তাহার আদৌ মনে ছিল না। এক্ষণে ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া সে সেতারখানিকে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেখিয়া যোগেশ সহাস্যে বলিল—তবু ভাল।

সুজয় বলিল—কিছু মনে করিস্‌নে ভাই। ভেবেছিলুম্ একটু দেরি করেই যাব।

মিথ্যাটা সুজয় ইচ্ছা করিয়াই বলিল। যেহেতু যোগেশের ঐরূপ অভিমানোক্তির পর এইরূপ কিছু না বলিলে শোভা পায় না।

যোগেশের সহিত আজ তাহার বহুবর্ষের আলাপ। বিদ্যালয়ে সুজয় তাহার সহিত একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছে। কলেজ হইতে দুই দুইটা পাশ উভয়েই একসঙ্গে করিয়াছে। তাহারপর যোগেশ এম এ পড়িতে আরম্ভ করিল ও সুজয় ল' কলেজে ভর্ত্তি হইল। এক্ষণে যোগেশ এম এ পাশ করিয়া একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেলের আফিসে কর্ম্ম করিতেছে এবং সুজয় আইনের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে বটে, কিন্তু উভয়ের সোহার্দ্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হইতেছে।

যোগেশ মানুষটী এত নিরীহ, সরল এবং সাধাসিধা যে অনেক সময়ে তাহাকে বুদ্ধিহীন বলিয়া ভ্রম হয়। কথা সে যথাসাধ্য কম বলিয়া থাকে। তাহার যদি পঞ্চাশটি কথা বলিবার থাকে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার একটী সংক্ষিপ্তসার করিয়া লইয়া তিনটী কথায় সে সমুদয় বক্তব্যটী শেষ করিয়া ফেলিবে। ইহাতে এই হয় যে, অনেক সময়ে তাহার বাক্যে ব্যাকরণের কর্ত্তাকর্ম্মগুলা উহ্যই থাকিয়া যায় এবং তাহার বক্তব্য থামিয়া যাইবার পরও মনে হয় যে, তাহার আরও যেন কিছু বলিবার আছে, কিন্তু বলিতেছে না। এইজন্য সুজয়ের সহিত যোগেশের কোনও আলোচনা আরম্ভ হইলে অবিলম্বেই দেখা যায় যে, সুজয়ই মুখ্যবক্তার আসনটী গ্রহণ করিয়াছে এবং যোগেশ হইয়া পড়িয়াছে শ্রোতা ও জিজ্ঞাসু।

যোগেশের একটী দোষ বা গুণের কথা এই যে সে ব্যক্তিমাত্রকেই অতিরিক্ত বিশ্বাস করে; এবং সে বিশ্বাসটী এতখানি নিঃসংশয় ও ব্যাপক যে মধ্যে মধ্যে ভয় হয়, বুঝি জগতের নিকট হইতে তাহার দাবী করিবার আর কিছুই নাই।

হটাৎ একটী অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া যোগেশের সম্মুখ হইতে যদি টেবিলটী উঠাইয়া লইয়া যায়, যোগেশ তাহা অম্লানবদনে বসিয়া দেখিয়াই যাইবে; কোনও প্রতিবাদ করিবে না; বরং কিছু বলিতে গেলে হাসিয়া বলিবে যে, ঐ ব্যক্তিটীর অত্যাবশ্যক না হইলে উহা সে লইয়া যাইত না; এবং আবশ্যক ফুরাইয়া গেলে অবশ্যই সে ঐরূপ অযাচিতরূপে আসিয়াই পুনরায় টেবিলটী ফিরাইয়া দিয়া যাইবে।

এ হেন যোগেশের বিবাহ হইল। নিভাননীর সহিত। যখন সে বি এ পাশ করে তখন। নিভাকে একযোগে সুন্দরী এবং কুৎসিত দুইই বলা যায়। সে কুৎসিত, যেহেতু সে কালো এবং অতিরিক্ত শীর্ণদেহা। সে সুন্দরী, যেহেতু তাহার চক্ষে ছিল, প্রতিভার তীব্র দীপ্তি; যে জন্য দূর হইতে তাহাকে কুৎসিত বলিয়া ধারণা হইলেও, তাহার নিকটে আসিয়া একবার দাঁড়াইলে, সে ভ্রম তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যাইত। সে সুন্দরী, যেহেতু তাহার মুখের প্রতি চাহিলে সে কালো কি ফর্সা একথা আর মনেই থাকে না। পৃথিবীতে এমন মুখও আছে, যাহাকে দেখিলে সহসা বিনা কারণে একটী সজোরে চপেটাঘাত করিবার স্পৃহা মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে। আবার এমন মুখও দৃষ্টিতে পড়ে, যাহাকে দেখিলেই মনে হয়, এ আমার অতি আপনার জন, এ যদি আমার নিকট একটু বসিয়া আলাপ করে, আমি কৃতার্থ হইয়া যাই।

নিভার মুখশ্রীতে শেষের ঐরূপ একটা কিছু ছিল, যাহার জন্য তাহাকে কুৎসিত বলা শক্ত হইয়া পড়ে। সে অশিক্ষিতাও নয়। বেথুন কলেজ হইতে বৃত্তি লইয়া ম্যাট্রিকুলেসন ও আই এ পাশ করিযাছে। সে যদি বৃত্তি না পাইত তাহা হইলে বোধ হয় তাহার শিক্ষা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারিত; কিন্তু পাশের প্রশংসাই তাহাকে ত্বরিতগতিতে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিল, একরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায়।

যোগেশের বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীর পাণ্ডা হইয়াছিল সুজয়। নিভা প্রথম ঘর করিতে আসিলে, সুজয় প্রথমেই আপনা হইতে

তাহার সহিত জোর করিয়া আলাপ করিয়া লইল এবং এই জবরদস্তি-আলাপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে 'আপনি' বলিয়া নিভাকে যোগেশ অপেক্ষাও সম্মানের উচ্চ আসন ধরিয়া দিল। এখন যোগেশের সংসার বলিতে তিনটীমাত্র প্রাণীকে বুঝায়; প্রথম যোগেশ, দ্বিতীয় নিভা, তৃতীয় সুজয়। বলা বাহুল্য, বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত যোগেশের সন্তানাদি হয় নাই।

সেই যোগেশের আজ জন্মতিথি! অথচ সুজয় তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছে! ইহা সুজয়ের পক্ষে শুধু অশোভনীয় নহে, বিশেষ অস্বাভাবিক।

সে অবিলম্বে পাঞ্জাবিটী গায়ে দিয়া যোগেশের সহিত তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের সহিত নামমাত্র দুই একটী কথা বলিয়া প্রায় সময়েই সে মৌনগাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে সকলে প্রস্থান করিলে যোগেশ তাহাকে ডাকিল—আয়, ঠাঁই হয়েছে।

বিনাবাক্যব্যয়ে সুজয় যোগেশের অনুসরণ করিল। উভয়ে আহার করিতে বসিলে লুচির থালাহস্তে নিভা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজকাল যে ঠাকুরপোর বড় পায়া ভারী দেখ্ছি?

সুজয় একটুক্রা লুচি মুখে দিয়া কহিল—হুঁ।

—গিন্নীর চিঠি-পত্তর কিছু এল নাকি?

—হুঁ।

—ক'খানা?

—হুঁ।

নিভা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সুজয় তেমন কিছুই আহার করিতেছে না ; তাহার মুখের অপেক্ষা হাতখানাই যেন বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সাশ্চর্য্যে নিভা কহিল—আজ হ'ল কি ঠাকুরপো ?

—কেন ?

যোগেশ এতক্ষণ নিবিষ্টমনে আহার করিয়া যাইতেছিল। এক্ষণে সুজয়ের উত্তরটী তাহার কর্ণদেশ স্পর্শ করায় সুজয়ের থালার দিকে চাহিয়া সে কহিল—আজ তাহ'লে নিভার সারাদিনের খাটুনিটা দেখ্‌ছি···

বলিয়া পুনরায় সে আহারে প্রবৃত্ত হইল।

নিভা কহিল—ঠাকুরপো কি খেয়ে এসেছ ?

সুজয় বলিল—কৈ ? না ?

—না বৈকি ? আজ তোমার খাওয়া নূতন দেখ্‌ছি কিনা ?

—খুব যে পুরাতনভাবে দেখ্‌ছেন্, তা'ও বলা যায় না।

—কেন ?

—কারণ আপনি এখানে ঘর কর্‌তে এসেছেন্ মাত্র তিনটি কি চারটী বছর ; আর আমার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হ'তে চল্ল। হিসাবে দেখা যায়, বাইশ তেইশ বছরের গর্‌মিল্।

নিভা কহিল—কথায় হারিয়ে, জবাব্‌টা ফাঁকী দিয়ে গেলে।

সুজয় নিভার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিতে গিয়া কিন্তু থামিয়া গেল। নিভার মুখে পরিহাসের চিহ্নই নাই। দৃষ্টিতে একটী সতেজ প্রশ্ন যেন তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। সুজয়

তাড়াতাড়ি একখানা আস্তলুচি তরকারিসমেত সজোরে মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

যোগেশ ধমক্ দিয়া উঠিল—এই

সুজয় ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কি ?

যোগেশ বলিল—আস্তে খা'।

এইবার নিভা মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি মুখের বস্তুটী গলাধঃকরণ করিয়া রাগতভাবে সুজয় বলিল—হাস্‌ছেন্ কেন ?

হাসিতে হাসিতে নিভা কহিল—তবে কি কাঁদ্‌ব নাকি ?

সুজয় বলিল—আমি তো তাই ভেবেছিলুম্।

'দায় পড়েছে আমার' বলিয়া গম্ভীরমুখে নিভা প্রস্থান করিল।

যোগেশ বলিল—মাংস নিবিনে ?

সুজয় কহিল—কেন ?

—বেশ হয়েছে।

—তবে নিজেই নে।

১০

আহারাদির পর অনেকটা হাল্কামনে সুজয় গৃহে ফিরিল। চিরঅভ্যাসমত শয়নের পূর্ব্বে একখানি পুস্তক লইবার নিমিত্ত সে পাঠকক্ষটীতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই নজরে পড়িল, টেবিলের উপর তাহার নামের একখানি পত্র।

আবার সেই শ্রীচরণকমলেষু!

সুজয় মুখ বিকৃত করিয়া চিঠিখানি মেঝেয় ফেলিয়া দিল। পরে একখানি পুস্তক আলমারী হইতে বাহির করিয়া লইয়া, কি ভাবিয়া পুনরায় পত্রখানি ভূমি হইতে তুলিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

ভুল করিয়া কি ইচ্ছা করিয়া ঠিক বলা যায় না, তবে শয়ন করিয়া পুস্তকটীর পরিবর্ত্তে সুজয় পত্রখানিই খুলিয়া ফেলিল। হস্তাক্ষর মাধবীরই বটে। এবার মাধবী স্বহস্তেই পত্ররচনা করিয়াছে; অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

সুজয় পাঠোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। মাধবীর কথা পড়িতে গিয়া মাধবীর মুখ মনে পড়িয়া গেল; তাহার সেই করুণনেত্রের বিষাদভরা দৃষ্টি,

তাহার সেই নগ্ন কাতরতা, সেই বুভুক্ষু অতৃপ্তি, সেই স্বেচ্ছাগৃহীত হীনতা, সেই সদা-অপরাধীর চিরদৈন্য, একে একে সেই সবই তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাধবীর চক্ষুদুইটী কিসের আবেশে অর্দ্ধমুদিত হইয়া আসিল; দৃষ্টিতে রহিল, উচ্ছ্বসিত হাসির তীব্র একটী রেশ; কুঞ্চিত কেশের দুইটী ঘনকৃষ্ণ গুচ্ছ তাহার কপোলদেশে নামিয়া আসিল; তাহাতে ঈষৎ অশ্বস্তির অতৃপ্তি লইয়া ললাটে হাসিয়া উঠিল, একটী সূক্ষ্ম সুন্দর রেখা। সমস্ত মুখখানিতে তাহার একটী অপূর্ব্ব মাদকতা, সমস্ত দেহে তাহার এক অনুপম লাবণ্য জাগিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে তাহার সুবঙ্কিম ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল—আমাকে চঞ্চল্ বলে ডাকবেন্।

একি! সুজয় চমকিত হইল। এতো মাধবী নয়? এযে চঞ্চল! এ কোথা হইতে আসিল? ইহার কথা সে তো আদৌ চিন্তা করে নাই? সে যে মাধবীর কথা চিন্তা করিতেছিল?

সুজয় আশ্চর্য্য বোধ করিল ইহাই মনে করিয়া যে, সারা দিবসের মধ্যে সে যাহার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও স্মরণ করে নাই, সে কেমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া মাধবীর আসনখানি স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইল? সুজয় কি তবে ঐ বারবনিতার রূপে সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছে? এবং চঞ্চল বেশ্যা বলিয়া সুজয়ের তথাকথিত ভদ্রমন তাহা অকপটে স্বীকার করিয়া লইতে সাহস করে নাই?

রূপ অবশ্যই চঞ্চলের আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সুজয়, একজন বেশ্যা—যে রূপের বেসাতি লইয়া মানুষের মনের সহিত

নির্দ্দয় ব্যবসায় সুরু করিয়াছে—তাহার মাত্র দৈহিক সৌন্দর্য্যে আসক্ত হইয়া পড়িবে? শুধু দৈহিক সৌন্দর্য্য? যাহার বহু অন্তরালে আসল মানুষটী আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে? মাত্র দৈহিক সৌন্দর্য্য?

সুজয়ের মন আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেল। সে আপনাকে এতখানি হীন জানিতে পারিয়া মনে মনে নিজেকে বহু ধিক্‌কার দিল।

না। সে চঞ্চলের কথা চিন্তা করিবে না। একটা বারবনিতার দেহের লাবণ্যে আত্মবিক্রয় করিতে সুজয় কখনও প্রস্তুত নয়। সে অতদূর উৎসন্ন যায় নাই।

সুজয় পাশ ফিরিয়া শুইল।

আচ্ছা, সৌন্দর্য্য জিনিষটা কি সত্যই অগ্রাহ্য? উহার কি কোনও মূল্যই নাই? নিশ্চয়ই আছে। একটী সুন্দর গোলাপের সৌন্দর্য্য কি অস্বীকার করিবার? সুজয়ের মনে হইল, সুন্দরকে সুন্দর বলিতে কোনও পাপ হয় না। বরং না বলাতেই পাপ হয়। মাধবী কি কুৎসিত? না। মাধবী কুৎসিতও নয়, বিশেষ সুন্দরীও নয়। চঞ্চল সুন্দরী। তাই তাহার কথাটাই মনে পড়িয়া গিয়াছে।

কেন মনে পড়িল? সে কি শুধু সুন্দর বলিয়াই? সুজয় কি চঞ্চলকে শুধু সুন্দর বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে? তাহার অতিরিক্ত একটী না-বলা-কিছু কি থাকিয়া যাইতেছে না? দিনের আলোয় কত সুন্দর গোলাপই তো সে কতবার দেখিয়াছে; কিন্তু রাত্রে তাহাদের কথা মনে করিয়া কবে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে?

সুজয় আবার পাশ ফিরিল।

বেশ তো। যেটা পাওয়া যাইতেছে, সেইটাই তো যথেষ্ট? যাহা পাওয়া যাইতেছে না, তাহার জন্য মাথা কুটিয়া লাভ কি? এই যে মাধবীর কাছে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত দুইটার একটাও সে পাইল না। চঞ্চল তো সেস্থলে তাহাকে অন্ততঃ একটাও দান করিতে পারে? কিন্তু ঐ একটাকে লইয়া সে কতখানি অগ্রসর হইতে পারিবে, ইহা চিন্তা করিতে গিয়া সুজয় শিহরিয়া উঠিল।

সুজয় উঠিয়া একনিঃশ্বাসে একগ্লাস জল পান করিয়া ফেলিল।

নাঃ। সে ভদ্রমনের সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ছিঃ ছিঃ। কি কুক্ষণে সে ঐ মেয়েটাকেই না জানি দেখিয়াছে?

গোলাপ দেখিলেই তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া তুলিয়া লইবার বাসনা হয়; তুলিয়া লইলেই উহার সৌন্দর্য্য অল্পক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়; উহার শ্রী ও সুগন্ধ বিনষ্ট হইলে, আর উহাকে রাখা চলে না; ফেলিয়া দিতে হয়। এমন কত গোলাপই তাহা হইলে মানুষকে চয়ন করিতে হয়, ভোগ করিতে হয়, ত্যাগ করিতে হয়! ইহার কি শেষ আছে?

তাই কি উপমাটাই সঠিক হইতেছে? ঐটুকু লইয়াই কি সুজয় তৃপ্ত হইতে পারিবে? কোনও মানুষই কি পারে?

সুজয় মুখে ও চোখে জলমার্জ্জনা করিয়া এবার শয়ন করিল। ঘুমাইতে হইবেই। নতুবা মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

অল্পক্ষণেই তন্দ্রাকর্ষণ হইল। নেত্র স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। যত কিছু চিন্তা একে একে মুছিয়া যাইতেছে; শরীর, মন

সম্পূর্ণ বিশ্রামের অভিমুখে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে; হটাৎ কল্পনার দুয়ারে একটু আলোকসম্পাৎ হইল, আর সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল—এলায়িতকেশে একখানি লাল শাড়ী পরিয়া সদ্যঃস্নাত চঞ্চল!

কোথা হইতে একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন আসিয়া সুজয়ের কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিল। চঞ্চল······চঞ্চল! আমি তোমাকে ফেলিয়া থাকিতে পারিতেছি না······তুমি অতদূরে কেন? নিকটে এসো······আরো নিকটে······আরও নিকটে······কই তুমি কোথায়?

সুজয় ধড়্মড়্ উঠিয়া বসিল।

একি? চঞ্চলকে ছাড়িয়া সে তিলমাত্রও থাকিতে পারিতেছে না কেন?

হাঁ। হাঁ। সুজয় একটা লইয়াই দৌড় দিবে। অনেকে তো আজ পর্য্যন্ত অন্যটার পিছুই এতদিন লইয়াছে ও লইতেছে। সুজয় এই একটা লইয়াই ছুটিবে। সে দেখিবে, মুক্তি এদিকেও আছে কি না! ওদিকের কথা তো কেহই জানে না। সুজয়ও না। চঞ্চলও না। কেহই না। তবে এদিকের অভিজ্ঞতা হইতে সে বঞ্চিত হইবে কেন? ছুটিতে যদি তাহার পায়ে আঘাত্ব লাগে, উপায় নাই। কিন্তু সে ছুটিতে ছাড়িবে না।

সুজয়ের মনে হইল, সে এখনই চঞ্চলের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। কেন সে মরিতে 'কাল অসিব' বলিয়া আসিল? কালরাত্রিও তো প্রভাত হইতে চায় না? ওঃ—রাত্রি কি দীর্ঘ!

ঘণ্টা ও মিনিটের ব্যাপকতা যে এতখানি নিষ্ঠুররূপে দীর্ঘ তাহা সে কখনও জানিত না। এখন সে করে কি?

সুজয় অস্থিরপদে কক্ষমধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি কতক্ষণে প্রভাত হইবে?

বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল।

অবসন্নদেহে সুজয় আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। হা ভগবান! এই মুহূর্ত্তে চঞ্চলকে সুজয়ের কতখানি আবশ্যক, তাহা কেহই বুঝিবে না। এমন কি হয়তো চঞ্চলও না।

চঞ্চলও নয়? সুজয়ের এতখানি কষ্ট চঞ্চলও বুঝিতে পারিতেছে না?

চিন্তা করিতেও ক্লেশ হয়। আমি যাহার জন্য এতখানি যাতনা ভোগ করিতেছি, সে তাহার কিছুমাত্রও বুঝিতে পারিতেছে না? যদি পারিত······যদি পারিত······

সুজয় চক্ষু মেলিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিক অরুণাভ হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে বায়সের কে কা ঈষৎ ঈষৎ শ্রুত হইতেছে। নিদ্রিত পুরী কাহার মন্ত্রঃপূত দণ্ডস্পর্শে ক্রমেই জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। কোথায় সে নিস্তব্ধতা? কোথায় সে তমসাচ্ছন্ন সুষুপ্তির ভাবাবেশ!

জগতের বিশ্রাম শেষ হইয়াছে! কিন্তু সুজয়ের বিশ্রাম কোথায়?

সুজয় উঠিয়া জামাটী হস্তে লইয়া পথে বাহির হইল। সকলেই নবোদ্যমে পুনরায় দিবসের উত্তেজনা লইয়া অগ্রসর হইতেছে। কোথায়?······

সুজয় তাহা জানে না। কিন্তু তাহারা হয়তো জানে, কোথায় তাহাদের গন্তব্যস্থান।

পাইবে কি······?

এইতো সুজয়ও চলিয়াছে। কিন্তু সেও কি পাইবে? ঈশ্বর জানেন!

পথে দুইতিনবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সে আর অগ্রসর হইবে কি? আর একটু বিলম্ব করিলে কি ভাল হয় না? লোকে কি মনে করিবে?

লোকের কথার ধার সে বড় একটা ধারে না। লোক বলিতে সে চঞ্চলকেই ভাবিতেছে। আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার কাছে মাত্র একটী প্রাণী, একটীমাত্র মৌলিকমান্! সে চঞ্চল! চঞ্চলকে বাদ দিলে, আর সব আজ তাহার নিকট শূন্য হইয়া যায়; এমন কি, নিজের অস্তিত্বও বুঝি আর তাহার নিকট থাকে না।

একি হইল? সুজয়ের একি হইল?

সাহস চাই। জগতের সকলে আজ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। সুজয়ের পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। তাহার সাহস চাই! বিপুল সাহস!

"কা'কে চান্ মশাই?"

তীব্র বামাকণ্ঠে প্রশ্নটি উচ্চারিত হইল।

সাশ্চর্য্যে সুজয় চাহিয়া দেখিল, সে চঞ্চলের বাটীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে।

সে কি ভাষায় 'চঞ্চল' শব্দটী ব্যবহার করিবে চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সুমধুরকণ্ঠে উপর হইতে শোনা গেল—আসুন্।

শেষের স্বরবর্ণটী একটু দীর্ঘ করিয়াই উচ্চারিত হইল।

উপর দিকে চাহিতেই সুজয়ের মন রঙিন্ উত্তেজনায় ভরিয়া গেল। কিন্তু মুখে সে তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করিয়া, বরং ঈষৎমাত্র স্মিতহাস্যে তাহার উত্তর জানাইয়া, সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল।

কক্ষে প্রবেশ করিতে চঞ্চল বলিল—আপনি খুব ভোরে ওঠেন্ বুঝি ?

সুজয় দেখিল ঘড়িতে পৌনে ছয়টা। বলিল—হুঁ।

—তবে বসুন্, আমি চা'টা করে আনি। খান্ তো ?

সুজয় চঞ্চলের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বেশ বুঝা গেল চঞ্চলের তাহা দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

চঞ্চল প্রস্থান করিল। সুজয় খাটে শুইয়া পড়িল।

চঞ্চলের শয্যায় শয়ন করিতে আজ আর সুজয়ের কোনও দ্বিধাবোধ হইল না ; বরং তৃপ্তি বোধ হইল। পাশের বালিশটী দুইহাতের মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া সে দিব্য আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার সারারাত্রির অবসাদ চঞ্চলের শয্যা যেন নিমেষে মুছিয়া নিল।

সুজয় অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে চঞ্চল এক পেয়ালা চা নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু সুজয়কে নিদ্রিত দেখিয়া সে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল। সুজয় ঘুমাইতে লাগিল।

চঞ্চল স্নানাদি করিয়া কিছু ফল আপনহস্তে কাটিল, আর এককাপ চা প্রস্তুত করিল, পরে একখানি রেকাবীতে কর্ত্তিত ফলমূলগুলি ও কিছু মিষ্ট সাজাইয়া লইয়া, চায়ের পেয়ালাটী হস্তে করিয়া পুনরায় সুজয়ের নিকট উপস্থিত হইল।

সুজয় তখনও ঘুমাইতেছে। চঞ্চল কিছুক্ষণ সুজয়ের মুখের দিকে কৌতূহলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরিপূর্ণ শান্তি সুজয়ের সুন্দর, পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য মাখাইয়া দিয়াছে। সারারাত্রির কিসের শ্রান্তি লইয়া যে সে চঞ্চলের শয্যায় আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, কে জানে?

নিমেষের জন্য চঞ্চলের হৃদয় একবার সবলে দুলিয়া উঠিল; চকিতে তাহার সর্ব্বদেহে একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। চঞ্চল তাড়াতাড়ি একটা তেপয়ার উপর আনীত দ্রব্যগুলি সযত্নে ঢাকা দিয়া রাখিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

দেওয়ালের ঘড়িতে উপর্য্যুপরি দশটা আঘাতের আওয়াজে সুজয় জাগরিত হইল। প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল ঘড়িটির উপর। দেওয়ালসংলগ্ন ঐ অতিসাধারণ বস্তুটা তাহার এত ভাল লাগিল যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহারপর ঐ ছবিগুলি; তাহাদের ঐ নগ্নকদর্য্যতা আজ আর তাহার চক্ষে ধরা পড়িল না। ঐ আলমারী, ঐ আয়না, এই খাট, এই শয্যা, ইহারা এত সুন্দর, এত অভিনব, এত আপনার যে তাহা অনুভব করিতেও সুজয় পুলকিত হইয়া উঠিল। এমন কি শুইয়া থাকিতেও তাহার এতখানি ভাল লাগিল যে, সে আর উঠিবার চেষ্টাটুকুও করিল না।

চঞ্চল আসিয়া কহিল—জেগেছেন্ ?

চঞ্চলের মুখের প্রতি চাহিতে সুজয়ের সমস্ত অন্তরখানি জুড়াইয়া গেল। সে উঠিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেই চঞ্চল বলিয়া উঠিল—উঠ্বেন্ না। একটু জিরিয়ে নিন্। আমি চা'টা তয়ের করে আনি।

বলিয়া সে তেপয়ার উপর হইতে পূর্ব্বের আনীত পেয়ালাটী লইয়া প্রস্থান করিল।

সুজয় তাহার প্রস্থান-পথের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জিরিয়ে নিন্! সুজয় মনে মনে একটু হাসিল। নিদ্রাকে একটা পরিশ্রমবিশেষ বলিয়া চঞ্চল যে-পরিহাসটী করিয়া গেল, তাহার মধ্যে সুজয়কে খুসী করিবার যে একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল, তাহাতেই সে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল। সুজয় পরম পরিতোষের সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

এই মুহূর্ত্তটীকে কি চিরজাগ্রত করিয়া রাখা যায় না?……

—আবার ঘুমোলেন্ নাকি ?

সুজয় ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

হাসিতে হাসিতে চঞ্চল বলিল—একটু মুখে চোখে জল দেবেন্ ?

দুইহস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে সুজয় বলিল—নাঃ।

চঞ্চল কহিল—সেকি ?

সুজয় চঞ্চলের মুখের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল—ঘুমোইনি তো ?

চঞ্চল হাসিয়া বলিল—সে কথা হয়ে গেছে।

—তবে ?

—বল্‌ছিলুম্ মুখ ধোবেন্ না ?

"হ্যাঁ, ধোব বই কি" বলিয়া সুজয় উঠিয়া দাঁড়াইল ও চঞ্চলকে অনুসরণ করিয়া কলঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া সে দেখিল, মাজন, টুথ্‌ব্রাস্, সাবান, তোয়ালে, সব সাজান রহিয়াছে। হাতমুখ ধুইয়া অল্পক্ষণেই সুজয় ফিরিয়া আসিল ও সুস্থচিত্তে বসিয়া চঞ্চল-আনীত চা ও ফলমূলাদির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

চঞ্চল বলিল—দেখুন্ তো চিন্‌তে পারেন্ কি না ?

সুজয় দেখিল, চঞ্চলের ক্রোড়ে সযত্নসজ্জিত শিশু একটী রঙিন্ ঝুম্‌ঝুমি লইয়া আপন মুখে ও চক্ষে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। দেখিয়া সুজয় সহাস্যে বলিল—খেল্‌তে গিয়ে যে রক্তপাতের সম্ভাবনা হয়ে উঠ্‌ছে ?

চঞ্চল শিশুটীর হস্তদ্বইখানি সংযত করিতে করিতে হাসিয়া বলিল—অমন হয়। ওতে ভয় পাবেন্ না।

বলিয়া সুজয়ের প্রতি চাহিল।

সুজয়ের মনে হইল, উত্তর দিবার সময় চঞ্চলের দৃষ্টি যেন বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধচিত্তে সে বলিল—ভয় না পেলেও সাবধান হতে আপত্তি কি ?

চঞ্চল বলিল—সেইজন্যেই তো অত ক'রে আজ আপনাকে আসতে বলেছি।

চঞ্চল ইচ্ছা করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল, কি সুজয়কেই ইঙ্গিতে কটাক্ষ করিল, ইহা সুজয় ঠিক বুঝিতে পারিল না।

ক্ষুব্ধস্বরে সুজয় কহিল—না আস্‌তে বল্‌লেও ক্ষতি ছিল না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চঞ্চল বলিল—সে কি ?

—ভেবে দেখলুম্, পুলিশের অনুমতি নিতে গেলেই হয়তো আপনার ভয়ের কারণটা সত্যি হয়ে দাঁড়াবে।

ভয়ে চঞ্চলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—তাহ'লে উপায় ?

—বরং চুপ্ করে থাকাটাই ভাল।

—তারপর ?

—তারপর কি ?

—একদিন এসে যদি কেড়ে নিয়ে যায় ?

—জানাজানি না কর্‌লে সেটার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়।

—আর আমি যদি তাদের কাছে গিয়ে মেয়েটীকে ভিক্ষে চাই ?

সুজয় ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল—আপনার পরিচয়টাই সেখানে বাধা হয়ে উঠ্‌বে।

—মানে, মেয়েটীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে ?

চঞ্চলের ব্যথিত কণ্ঠস্বরে সুজয় আহত হইল; আর কিছু উত্তর দিতে পারিল না। চঞ্চল শিশুটীর মুখের উপর আপন মুখ রাখিয়া তাহাকে দুইহস্তে সজোরে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল। শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল। মহা অপরাধীর ন্যায় সুজয় কুণ্ঠিতচক্ষে

চঞ্চলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চিবুক ও নিম্নৌষ্ঠ ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

উভয়েই নীরব। দেওয়ালের ঘড়িতে টিক্ টিক্ করিয়া সেকেণ্ডের শব্দ ক্রমশঃই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ সুজয়ের মনে হইল, এখানকার আবশ্যক তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। চঞ্চলের গৃহে বসিয়া থাকিবার আর তাহার কোনও অধিকার নাই, অজুহাতও নাই। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—চল্লুম্ তাহ'লে।

ছুটিয়া আসিয়া চঞ্চল দ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

—না।

বিস্মিত হইয়া সুজয় মুখ তুলিয়া চাহিল।

দীপ্তকণ্ঠে চঞ্চল বলিল—আপনি যেতে পাবেন্ না।

চঞ্চলের আগ্রহে সুজয় আপনাকে অপমানিত বোধ করিল। চঞ্চলের ঐ মেয়েটা! ঐটাইতো সুজয়কে আড়াল করিয়া রাখিতেছে! সুজয়ের মনের মধ্যে শয়তান যেন মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। এখনই ঐ ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটাকে পৃথিবী থেকে লুপ্ত করিয়া ফেলা যায় না?

সুজয়ের ভিতর হইতে কে যেন দুইহস্ত প্রসারণ করিল—শিশুটাকে চঞ্চলের ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য। নীরসকণ্ঠে সুজয় কহিল—কেন?

কেন? চঞ্চলের চক্ষে অশ্রু আসিয়া পড়িল। ঐ লোকটা এত কঠিন হৃদয়? নারীর অন্তরের গোপন কথা কি উহার মনে

এতটুকুও পঁহুছায় না? পুলিশ আসিয়া শিশুটীকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, একথা চিন্তা করিতেও যে চঞ্চল কতখানি দুঃখ পাইতেছে, ওই লোকটী কি তাহার কিছুই বুঝে না?

চঞ্চলের চক্ষে জল দেখিয়া সুজয় বিচলিত হইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার মুখে যে প্রতিহিংসার ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল নিমেষে তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। চঞ্চলের অশ্রু দেখিয়া তাহারও যেন কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল; এবং এই ইচ্ছার মধ্যে একটী তীব্র আনন্দের ক্ষীণ আভাষ তাহার সমস্ত মনটাকে রঙিন্ করিয়া তুলিল। সে কোমলকণ্ঠে কহিল—থেকেই বা কি কর্‌ব বলুন্?

নিতান্ত বালিকার ন্যায় চঞ্চল অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—তা জানি না। কিন্তু আপনি যেতে পাবেন্ না।

"বেশ, তবে যাব না।" বলিয়া সুজয় আসিয়া পুনরায় বসিল; এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সমস্ত হৃদয়টা শিশুটীর প্রতি করুণা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। ঐ শিশুটী না থাকিলে আজ সুজয়কে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চঞ্চলের কি অতখানি আগ্রহ দেখা যাইত? সুজয় চঞ্চলের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া চঞ্চলও যে সুজয়ের জন্য তাহাই হইতে বাধ্য এমন কোনও কথা নাই। ইতিপূর্ব্বে শিশুটীর উপর সুজয়ের যে বৈরীভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা যে কতখানি নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ইহা চিন্তা করিতেও তাহার লজ্জা বোধ হইল। যেহেতু সুজয়

ভদ্রলোক এবং যেহেতু চঞ্চল বেশ্যা সেই কারণে সুজয় নিজের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে চঞ্চলের উপর অনেকখানিই দাবী করিয়া বসিয়াছিল; এবং এক্ষণে সেইটাই সুজয়ের নিকট অতিস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় সে আপনাকে নিতান্তই মূর্খ জ্ঞান করিল।

চঞ্চল শিশুটীকে দুইহস্তে ঈষৎ ঈষৎ দুলাইতে দুলাইতে সুজয়ের নিকট আসিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমি যদি ওদের কাছে গিয়ে বলি যে, এখন থেকে আমি ভাল হয়ে থাক্‌বো, তাহ'লে কি হয় না ?

সুজয় গম্ভীরভাবে বলিল—না।

ভীত, শুষ্ককণ্ঠে চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

সুজয় বলিল—কারণ, আমাদের দেশে এটা অতিনিশ্চিতভাবে স্থির হয়ে গেছে যে, আপনারা ভাল হতে পারেন্ না।

আশ্চর্য্য হইয়া চঞ্চল কহিল—সে কি ?

সুজয় বলিল—হাঁ। স্বর্গের সিঁড়িটা আমরা সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই রেখে থাকি, বাইরে নয়।

শুনিয়া চঞ্চল রাগিয়া গেল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিল—যদি কিছু মনে না করেন্ তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—স্বচ্ছন্দে।

—গেরস্তের বৌ-ঝিদের নামেও তো অনেক কথা শুনে থাকি। সেগুলো কি মিথ্যে ?

—না। মিথ্যে নয়। শুনেও থাক্‌তে পারেন্‌। তা'তে তা'দের কিছু যায় আসে না। কারণ, ঐ যে পরমার্থের সিঁড়িটার কথা বল্‌লুম্‌, ওটা তা'দের হাতের কাছেই থাকে।

—আপনি এসব কি বল্‌ছেন?

—ঠিকই বল্‌ছি। আগে কখনও এরকম জায়গায় আসিনি, তাই অত বুঝ্‌তে পারতুম্‌ না। কিন্তু এই দু'দিন আপনার এখানে এসে আর আপনাকে দেখে এই কথাগুলোই মনে পড়্‌ছে।

চঞ্চল একবার সুজয়ের মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু কথাগুলো তো আর সত্যি নয়?

সুজয় ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তবে কি এতগুলো কথা আমি মিথ্যে করে বল্‌লুম্‌? দেখুন্‌, আমাদের এই হিন্দু সমাজটা ঠিক যেন একটা উল্টো ইঁদুরকল; এর থেকে সহজে বেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু আর প্রবেশ করা যায় না। সেইজন্যে হিঁদুদের স্বর্গে আপনাদের যাবার আর কোনও উপায় নেই।

—হিন্দু হলেও না?

—না।

—হিন্দুদেরও তো নরক আছে?

—তা আছে।

—তবে?

—নরকে যাবার সম্ভাবনাটাও যতখানি আছে, স্বর্গে যাবার সম্ভাবনাটাও তো তার চাইতে কম নেই?

—তাহ'লে উপায় ?

—উপায় যে একেবারেই নেই, তা বলা যায় না।

চঞ্চল সাগ্রহে সুজয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; ইহা লক্ষ্য করিয়া সুজয় বলিল—হয়, যা'দের সমাজের দেওয়ালটা অতখানি উঁচু আর শক্ত করে গাঁথা নয় তা'দের কাছে গিয়ে পড়া, নয়তো তা'দেরই আওতায় যে সকল অন্য সমাজ গড়ে উঠেছে তা'দের নিকট আত্মসমর্পণ করা।

—আপনি কি আমাকে ক্রিশ্চান্ হতে বল্‌ছেন্ ?

—তা কেন বল্‌বো ?

—তবে ?

—এক কাজ করুন্ না ? সব গোলমাল মিটে যায় ?

—কি বলুন্ ?

—বিয়ে করে ফেলুন্ না ?

চঞ্চল ক্রুদ্ধ হইল। তাহার বিপন্ন অবস্থাটাকে লইয়া সুজয় কি তামাসা জুড়িয়া দিল নাকি? সে বিরক্তির স্বরে বলিল—ঠাট্টা কর্‌ছেন্ কেন ?

—কেন ? ঠাট্টা কর্‌বো কেন ?

—নয়তো কি ? ওকথার কি মানে হয় ?

—কেন হবে না? আপনার রূপ আছে, গুণ আছে; চিরকালই যে এইভাবেই থাক্‌বেন্, এমন কি কথা ?

সুজয়ের কণ্ঠস্বরে রহস্যের কোনও আভাষ না পাইয়া চঞ্চল গোলমালে পড়িয়া গেল। সে শুধু বলিল—আমাকে কে বিয়ে করবে ?

সুজয় বলিল—সেতো আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানেন্ ?

চঞ্চল অবাক্ হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো সে কখন শুনে নাই !

সুজয় বলিল—এতদিন এতলোকের সঙ্গে এত আলাপ পরিচয় হ'ল, এত মেশামিশি হ'ল; কেউই আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না ?

ব্যথিতকণ্ঠে চঞ্চল বলিল—আমি যে বেশ্যা !

শুনিয়া হঠাৎ সুজয়ের মাধবীর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—আমি যে মুখ্যু ! এও যেন সেই স্বর, সেই দৈন্য, সেই আক্ষেপ, সেই……

'সেই' কি ? মিনতি ? প্রার্থনা ? না। এইখানেই চঞ্চল ও মাধবীতে পার্থক্য। এইখানেই সুজয়ের সহিত সুজয়ের মিল নাই।

সুজয় বলিল—হ'লেই বা ? মানুষ তো বটে ?

মস্তক অবনত করিয়া চঞ্চল ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু লোকে তো তাই মনে করে ?

চঞ্চলের কণ্ঠস্বরে যেন বহুদিনের বহুসঞ্চিত ব্যথা অনেকখানিই ঝরিয়া পড়িল।

সুজয় বলিল—সকলে তা মনে করে না

—সকলেই করে।

—কিছুতেই না।

—বেশ। এমন একজন দেখান্।

হঠাৎ স্মুজয় বলিয়া ফেলিল—বেশ তো। এই আমাকেই ধরুন্ না?

শুনিয়া চঞ্চল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাহ'লে আপনিই কেন আমাকে বিয়ে করে ফেলুন্ না?

১১

সুজয় সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সে চঞ্চলের নিকট হইতে এরূপ প্রশ্নের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। চঞ্চলের এই অপ্রত্যাশিত অভিনব প্রস্তাবে সে এতখানি অবাক্ হইয়া গেল যে, কিছুক্ষণের জন্য সে চঞ্চলের মুখের উপর হইতে আপনার দৃষ্টি নামাইয়া লইতেও বিস্মৃত হইল। শুধু তাহার এই বোধটুকু রহিল যে, চঞ্চল তাহার চক্ষুদুইটীর দ্বারা সুজয়ের সর্ব্বাঙ্গ অজস্র চুম্বনে ভরিয়া দিতেছে।

কয়েকটী মুহূর্ত্ত অনন্তকালের মাধুর্য্য লইয়া উভয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল·········

সুজয় ধীরে ধীরে কহিল—কথাটা তো আর ভেবে বল্লেন্ না ?

—কিসে বুঝ্লেন্ ?

—শুধু শ্রদ্ধার পুঁজী হাতে নিয়ে ওসম্বন্ধটা পাতান যায় কিনা, সেটা তো ভাব্বার কথা ?

—কিন্তু ওইটার অভাবই তো আজ আমাকে দেউলে করেছে ?

—দেখুন্, অঙ্কশাস্ত্রে ওটার দাম এক বটে, কিন্তু বাকী

যেগুলোকে শূন্য বলে মনে কর্‌ছেন্‌, সেইগুলোই ওর মূল্য দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়।

চঞ্চল ধীরে ধীরে সুজয়ের নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে খাটের উপর উপবেশন করিল; এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টির শেষ ছায়াটুকু সুজয়ের মুখের উপর রাখিয়া সে যেন সুদূর অতীতের বিস্তৃত প্রান্তর নিমেষে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুজয় বলিল—তাহ'লে কথা হচ্ছে যে, ওগুলোও বাদ দেবার জিনিষ নয়। ওগুলোকে বাদ দিয়ে বড় বড় ধর্ম্মের বক্তৃতা দেওয়া চল্‌তে পারে, কিন্তু বেঁচে থাকা চলে না। কারণ, তা'তে এক একই থেকে যায়, সে আর দুই হ'বার সময়ই পায় না। অত অল্প পুঁজী হাতে নিয়ে কি বড় কারবারে নামতে আছে? আপনিই বলুন্‌ না?

সুজয়ের সহাস্য প্রশ্নে চঞ্চলের চমক্‌ ভাঙ্গিল। সে নিদ্রোত্থিতার ন্যায় অনেকটা আপনমনেই বলিল—সত্যি কথা। জলেও তো জল বাঁধে!

সুজয়ও হাসিয়া বলিল—তা বাঁধে, যেখানে আরো জল রাখ্‌বার জায়গা থাকে। কিন্তু যেখানে সেটাও নেই?

বলিয়া সুজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চঞ্চলের প্রতি চাহিল; 'সেটাও নেই' শুনিয়া চঞ্চলও চকিতে তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সুজয়ের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল; সে চাহনিতে যেন স্পষ্টতঃ সিংহীর গর্জ্জন শোনা গেল—সাবধান! মিথ্যা বলিতে নাই!

চারি চক্ষুর মিলন হইল। মধ্যের ব্যবধান আর রহিল না।

কিন্তু কে কাহাকে কতদূর অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন করিল, তাহারই বোঝাপড়াটা বাকী রহিল।

চঞ্চল বলিল—আছে, কি নেই, সেইটাই তাহ'লে আপনি আমায় ভেবে দেখ্‌তে বল্‌ছেন্। এই তো?

—নিশ্চয়ই।

—আর আমি যদি বলি, আমি সেটা ভেবে নিয়েই বলেছি?

—আমি তাহ'লে বল্‌বো, সেটা আপনার দিক্ থেকে, আমার দিক্ থেকে নয়।

—বেশ। তবে শুনে রাখুন্, এর চাইতে কম পাওয়াতেও আমি অভ্যস্থ আছি।

শুনিয়া সুজয়ের হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। সে তাহার ব্যথিত দৃষ্টির কোমল পরশ চঞ্চলের চক্ষু দুইটীতে সযত্নে বুলাইয়া দিল।

চঞ্চল অস্পষ্টস্বরে কহিল—এর পরেও কি আপনার আর কিছু বল্‌বার আছে?

বলিতে গিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

সুজয় কহিল—আছে।

চঞ্চল বিস্ময়সূচককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এর পরেও?

—হাঁ!

চঞ্চল ভীত হইয়া পড়িল। সে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—কি?

—আমি বিবাহিত।

চঞ্চল কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া পরে উচ্চকণ্ঠে হো হো

করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার ক্রোড়ের শিশুটী এতক্ষণ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল; এক্ষণে এই উচ্চহাস্যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ ঘটিল; সে ক্ষীণকণ্ঠে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। হাসিতে হাসিতে চঞ্চল উঠিয়া বলিল—দাঁড়ান্, একে রেখে আসি।

বলিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

সুজয় অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চঞ্চল ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে তখনও সেই হাসি। দেখিয়া সুজয়ের হটাৎ মনে হইল, চঞ্চল তাহার বিবাহিত জীবনের ফাঁকীটুকু ধরিয়া ফেলে নাই তো?

ইহা ভাবিতেই সুজয়ের মন কেমন যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহাই যদি হয়, তবে চঞ্চল তাহা অকপটে প্রকাশ না করিয়া তাহাকে হাসিয়া তুচ্ছ করিবার প্রয়াস পাইল কেন? ইহা কি উপহাসই নাকি?

শুষ্ককণ্ঠে সুজয় কহিল—এতে এত হাসির কথা কি পেলেন্?

চঞ্চল হাস্যমুখে বলিল—যতখানি ভয় পেয়েছিলুম্, ঠিক ততখানিই ভয়ের কারণ নেই দেখে হাসি পেয়ে গেল।

—মানে?

—মানুষের মনটাকে যতখানি ছোট বলে আপনারা মনে করেন্,, সেটা তো আর তা নয়?

—না হতে পারে। কিন্তু আপনি যা বল্‌ছেন্ সেটা যে গায়ের জোরে নয়, তা'র প্রমাণ?

—আমার জীবনের অভিজ্ঞতা।

—কিন্তু আপনাদের এখানকার বিষয়ে যা' দুই একটা শুনেছি, তা' তো সম্পূর্ণ বিপরীত ?

—শুধু এখানকার কেন ? আপনাদের মধ্যেও তো এই নিয়ে দু'একটা জীবন-নাশের কথা আমিও জানি ?

—সে তো আরো ভাল হ'ল।

চঞ্চল ঈষৎ রাগিয়া গেল। সে বলিল—ভাল হ'ল কিসে? ভুল হ'ল বলুন্ ? মানুষের অত বড় বড় সমাজগুলো যদি ওইটুকু নিয়ে চালিয়ে যেতে পেরে থাকে, তবে আমিই বা পার্‌বো না কেন ?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চঞ্চল অধিকতর শান্তস্বরে বুঝাইয়া বুঝাইয়া কহিতে লাগিল—দেখুন্, কিছুক্ষণ আগে আপনিই তো বল্‌ছিলেন্ যে, অঙ্কে শূন্যগুলো দাম বাড়িয়ে দেবার জন্যেই আসে। কথাটা, ভেবে দেখ্‌লুম্, সত্যি। কিন্তু কতখানি দাম বাড়ায় তা' তো আপনি হিসেব করে বল্‌তে পারেন্ না ? ওরা একটা এসে দামটাকে যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনি খানিকদূর গিয়েই ও হিসেবের একটা শেষও করে দিয়ে যায়। তা'রপর আসে আবার একটা শূন্য। সে কতকটা এগিয়ে গিয়ে আবার থেমে যায়। আবার আসে আর একটা। কেমন কিনা বলুন্ ?

শুনিয়া সুজয় বলিল—মানুষের মনের বিষয়ে আপনার এই হিসেবটাকে কেউ কিন্তু মেনেও নেবে না, বিশ্বাসও কর্‌বে না।

—কেউ যদি বিশ্বাস না করে, তা'হলে কি এটা মিথ্যে হয়ে যাবে ? এই যে আমিও অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না ? তা যাক্—

বলিয়া চঞ্চল পুনরায় পূর্ব্বসূত্রটী ধরিয়া বলিতে লাগিল—তা'হলে ওগুলোর ওপর তো তত ভরসা নেই? যেটার ওপরে আসল ভরসা, সেটাকে না পেলেও তো মানুষের চলে যায়? আমারও যাবে। কেননা সেটাকে দেওয়ার কথাটাই আসল, পাওয়ার কথাটা নয়। ঠিক না?

সুজয় এই মেয়েটীর কথাগুলি শুনিয়া যতখানি মুগ্ধ হইতেছিল, তাহার অপেক্ষা বেশী হইতেছিল আশ্চর্য্য। জীবনে সে অনেক গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বহু চিন্তাশীল গবেষণা, ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পড়িয়াছে ও শুনিয়াছে। কিন্তু চঞ্চলের কথাগুলি যেন সে সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও নূতন বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল।

চঞ্চল গতানুগতিক ভাবধারা ও বর্ত্তমান যুগের চল্‌তি কথাগুলিকে যেন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া সুজয়ের মনে হইল, সেও যেন বাল্যাবধি যাহা শিখিয়াছে, যাহা পড়িয়াছে, যাহা শুনিয়াছে, এতক্ষণ সেই সকলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল মাত্র; তাহার নিজের কথা সে আদৌ বলে নাই। চঞ্চল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে নিজের জীবনটাকে যেভাবে দেখিতে শিখিয়াছে, সুজয় তাহা পারে নাই। কারণ সে তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্ঠনীর মধ্যে থাকিয়া ও তাহার ধারকরা তর্কবুদ্ধির পেষণে নিরন্তর পিষ্ট হইয়া, স্বাধীন ও নির্ভীক্ আত্মবিশ্লেষণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। প্রেম, ভালবাসা, ঈর্ষ্যা প্রভৃতির মামুলী ধারণাগুলি তাহার মস্তিষ্কের

এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে যে, আসল মানুষটা উহাদের মধ্য দিয়া ঠিক কতখানি সত্যকার আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহা সে আদৌ চিন্তা করিয়া দেখে নাই।

সত্যই তো? মানুষের বহুমুখী প্রতিভা, বহুমুখী প্রবৃত্তি, বহুমুখী চিন্তাসকলকে দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যার দ্বারা একমুখী করিয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে—কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকা চলে কি? সমাজ বিপ্লব ঘটিবে? বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইবে? হইতে পারে। কিন্তু সমাজ যাহারা করিয়াছিল তাহারা আজ নাই। আজিকার কথা তাহারা কেহ জানে না, জানিতে আসিবেও না। আজিকার মানুষের আবশ্যকতার দাবী তাহারা মিটাইতে অবশ্যই আসিবে না। মানুষকে লইয়াই সমাজ গড়িয়া ওঠে। সমাজকে লইয়া তো প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে না?

অনেকক্ষণ কোনও উত্তর না পাইয়া চঞ্চল সাগ্রহে বলিল—চুপ্ করে রইলেন্ যে?

সুজয় হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—উঠ্লুম্ তা'হলে। কাল আবার আস্বো।

চঞ্চল বলিল—তা আস্বেন্। কিন্তু আসল্ কথাটার কি হ'ল? আমার কথার উত্তরটা দিলেন্ কৈ?

"সেইটা দিতেই আস্বো" বলিয়া সুজয় ত্বরিতপদে চলিয়া গেল। চঞ্চল কি একটা কথা বলিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুজয় দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

১২

সারারাত্রিটা সুজয় নিজের শয়নকক্ষের অর্গল বন্ধ করিয়া পুরা দুই কৌটা সিগারেট্ ভস্মীভূত করিল।

ভাঙ্গা-গড়ার বিপুল গর্জ্জন অন্ধকার ভেদ করিয়া উঠিতেছে··· কয়েক ঘণ্টা পৃথিবীর বয়সকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে······।

ছায়ার ওপারে দাঁড়াইয়া ও কে?

সুজয়? না বিশ্বের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবের একটা সমষ্টি?

১৩

…সেইদিন সন্ধ্যায়।

একটা দমকা ঝড়ের মত সুজয় যোগেশের বাটীতে প্রবেশ করিয়া নিভাকে বলিল—বৌদি, চলুন্ বেড়াতে যাবেন্।

নিভা হাসিয়া বলিল—গাড়ি ডেকেছ ?

—আগে বেরুন্ তো ? তারপর ডেকে নিতে কতক্ষণ ?

—তবে একটু দাঁড়াও, কাপড়টা বদ্‌লে আসি।

বলিয়া নিভা ভিতরে চলিয়া গেল। যোগেশ আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর জলযোগান্তে আফিসের কাগজপত্র দেখিতে বসিয়াছিল। এক্ষণে সে হাতের কলমটী ধীরে ধীরে দোয়াতদানের উপর রাখিয়া স্মিতমুখে কহিল—আর আমি কি…… ?

'কি'এর সুরটা কিছুক্ষণ টানিয়া রাখিয়া অবশেষে তাহা আর অনাবশ্যক বোধে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে সে সুজয়ের দিকে চাহিল।

সুজয় নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিশ্চিন্তমনে বলিল—না। বাদ যাবি এমন কথা তো বলিনি ? জামাটা গায় দিয়ে নে না ?

—দূর্! এই সব……

বলিয়া আফিসের বৃহৎ দপ্তর দেখাইয়া পুনরায় সে আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। নিভা একখানি সীমপাতার হাল্কা রঙের শাড়ী ও ঐ রঙেরই একটী ব্লাউস্ পরিয়া ফিরিয়া আসিল।

সুজয় বলিল—হয়েছে?

নিভা বলিল—অনেকক্ষণ।

সুজয় গাত্রোত্থান করিতে যোগেশ আর একবার দপ্তর হইতে মুখ তুলিয়া শুধু বলিল—সেবারের মত অত রাত্তির করে আসাটা……

নিভা হাসিয়া বলিল—খাবার তো তৈরীই রইল?

সুজয় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—একটা রাত্তির না খেলে মারা যাবিনে। আস্‌বি তো আয়, নয়তো বসে বসে বাড়ীটাকেও আফিস করে তোল্। আমি চল্লুম্। আসুন্ বৌদি।

বলিয়া সুজয় বাহির হইয়া গেল। তাহার কথাগুলা যোগেশের কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা ঠিক বুঝা গেল না। নিভা পানের কৌটাটা যোগেশের হাতের নিকট রাখিয়া সুজয়ের অনুসরণ করিল। উভয়ে রাস্তায় কিছুদূর অগ্রসর হইলে নিভা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবে?

সুজয় বলিল—সেইটাই এখনও ঠিক করিনি।

শুনিয়া নিভা আদৌ উদ্বিগ্ন হইল না। কারণ, সুজয় মধ্যে মধ্যে এইরূপ একটা পাগ্‌লা হাওয়ার মত আসিয়া কখনও

তাহাকে, কখনও যোগেশকে, কখনও বা উভয়কেই লইয়া বাহির হইয়া পড়িত; এবং পথে বাহির হইবার বহুক্ষণ পরে তবে গন্তব্যস্থানটী স্থির হইত।

নিভা হাসিয়া বলিল—তা' তো বুঝ্‌লুম্। এখন পদব্রজেই যাওয়া চল্‌বে, না যানবাহনাদির সাহায্য নেবে, সেটাও অন্ততঃ বল?

—আমার ঐ এক কথা।

—তাহলে ও ভারটা আমি নিতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

—তবে ঐ ট্যাক্সিটাকে ডাক।

'যথা আজ্ঞা' বলিয়া সুজয় সম্মুখের একটী চলন্ত ট্যাক্সিকে আহ্বান করিল। গাড়ী আসিয়া তাহাদের নিকট থামিল। উভয়ে উহাতে উঠিল।

নিভা বলিল—ময়দানে যেতে বলে দাও।

সুজয় ট্যাক্সি চালককে বলিল—ময়দান্‌মে।

অবিলম্বে 'হাঁ হুজুর' বলিয়া ট্যাক্সিচালক গাড়ী গড়ের মাঠ অভিমুখে ছুটাইল।

—বৌদি।

—বল।

—বেশ যাচ্ছে।

—হুঁ।

—ময়দান কেন?

—তবে?

—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্?

—এরই মধ্যে ওঁর কথাটা ভুলে গেলে?

—তাওতো বটে!

বলিয়া সুজয় হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি নিভা উপভোগ করিতে লাগিল।

গাড়ীখানি হল্ এণ্ডারসনের দোকানের সম্মুখে আসিতে সুজয় চালককে থামিতে বলিল। গাড়ী থামিলে উভয়ে নামিল। মিটার দেখিয়া সুজয় ভাড়া চুকাইয়া দিল। পরে মাঠের উপর দিয়া কিছুদূর গিয়া একখানি বেঞ্চের উপর দুইজনেই উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ উভয়েই নীবব হইয়া রহিল।

চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার আলোগুলি দূর হইতে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মালা হইয়া গোল আকাশখানির কটিদেশটাকে যেন বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। মাথার উপর কয়েকটী নক্ষত্র ঝিক্মিক্ করিতেছে; কতকগুলি নীরব সাক্ষীর চাপাহাসির মত। ক্বচিৎ দুই একটী লোক দূরে মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

অন্যমনস্কভাবে সুজয় ডাকিল—বৌদি।

—কি?

—মানুষে সব করতে পারে জানেন্?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নিভা বলিল—অন্ততঃ যারা পেরেছে, তা'দের দেখে তো তাই মনে হয়।

'পেরেছে' শব্দটার উপর নিভা কিছু বেশী করিয়াই জোর দিল।

সুজয় বলিল—আমাকে দেখে কি মনে হয়?

—কি জানি।

—কেন?

—না দেখ্‌লে কেমন করে বলি?

—যদি কোনদিন দেখেন্ তো আমার উপর বিরক্ত হবেন্ না বলুন্?

সুজয়ের স্বরে বিশেষ আগ্রহ ঝরিয়া পড়িল। নিভা কোনও উত্তর দিলনা; তাহার গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে সুজয় তাহা দেখিতে পাইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—চুপ্ করে রইলেন্ যে বড়?

—কি বল্‌ব?

—আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন্ কিনা?

—যদি হই?

—দুঃখ পাব।

—যদি না হই?

—খুসী হব।

কম্পিতকণ্ঠে নিভা ধীরে ধীরে কহিল—তবে হ'ব না।

—নিভার কণ্ঠস্বরের প্রতি আদৌ মনোযোগ না দিয়া সুজয় পুনরায় বলিল—জগতের সকলেও যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমাকে ঘৃণা করে, তা'হলেও?

নিভা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবু বলিল—তা'হলেও।

—তা'হলেও আপনি আমায় ভুল বুঝ্‌বেন্ না?

—না।

সুজয় ত্বরিতে নিভার নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার হাতদুইখানি মহা আগ্রহে আপন হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া উচ্ছ্বসিতস্বরে কহিল—বৌদি, আপনি আমার এত আপনার!

ধীরে ধীরে বামহস্তখানি মুক্ত করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা নিভা সুজয়ের হাতদুইখানি সযত্নে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্ধকারে সময়ের গতিচ্ছন্দ অস্পষ্ট হইয়া আসিল; ভাষা তাহার শব্দ মুখরতা হারাইয়া ফেলিল······

একটী সরল, সুন্দর, নিষ্পাপ পঞ্চবর্ষীয়া শিশুকন্যা অধীর আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল!···তাহার বহু আকাঙ্খিত রঙিন্ খেলানা তাহারই পার্শ্বে সে দেখিতে পাইয়াছে। অন্য শিশুটী উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে উল্কার বেগে······কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; কত তৃণ পদতলে নির্ম্মমভাবে দলিত, পিষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত বায়ুতরঙ্গ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার বিফল প্রয়াস করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে······তাহার লক্ষ্যও নাই। সে ছুটিয়া চলিয়াছে!

—বৌদি!

—কি?

—আপনাকে 'বল্'এর মত লোফালুফি কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

নিভা চুপ্ করিয়া রহিল।

—বৌদি!

—কি?

—আপনাকে কাঁধে ফেলে দৌড়তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

নিভা চুপ্‌ করিয়া রহিল।

—বৌদি!

—কি?

—বায়স্কোপে চলুন্‌।

শুষ্ককণ্ঠে নিভা কহিল—কেন?

—একটা কিছু তো কর্‌তে হবে?

—কেন?

—চুপ্‌ করে যে থাক্‌তে পার্‌ছি না!

নিভা তখনই কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ পরে সে নৈরাশ্যজনিত অলস উদাসকণ্ঠে কহিল—ঠাকুরপো?

—বলুন্‌।

—আমায় বাড়ী রেখে এসো।

—না।

—রাত্তির হচ্ছে।

—হোক্‌ গে।

—তবে কি কর্‌বে?

—এখানে বসে থাক্‌বো।

—এমনি করে?

—হাঁ।

—আমি বিরক্ত হচ্ছি।

—কুছ্‌ পরোয়া নেই।

—তোমার বন্ধুটী বিরক্ত হবেন্।

—কুছ্ পরোয়া নেই।

—সেটা তুমি বল্‌তে পার। আমি কি পারি ?

—খুব পারেন্। খোলাখুলিভাবে চাইতে পার্‌লেই হ'ল। ভীরুতা, কাপুরুষতা নিয়ে কিছু বল্‌তেও পারা যায় না, কিছু কর্‌তেও পারা যায় না।

নিভা উঠিয়া তিক্তকণ্ঠে কহিল—তোমারও যে ওটুটো নেই, তা'র প্রমাণ ?

সুজয়ও উঠিয়া বলিল—আজ না পান্, একদিন হয়তো পাবেন্। সেদিন কিন্তু আপনারও পরীক্ষা হয়ে যাবে।

সুজয়ের কথায় নিভা কতখানি ভরসা পাইল বলা যায় না; তবে সুজয় ইহা মিথ্যা বলে নাই।

১৪

নিভাকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া গৃহে ফিরিবার পথে সুজয়ের কিন্তু মনে হইল, এই যে তাহার বাঁধন-ভাঙ্গা উদ্দামতা ইহাকে আর যাহাই হউক্, বিজয়োল্লাস বলা যায় না। ইহার মধ্যে একটা তীব্র হতাশার আর্ত্তনাদ মাথা কুটিয়া মরিতেছে এবং নিজের অক্ষমতার বিরুদ্ধে একটা রুদ্ধ আক্রোশ থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। নিভা হয়তো ইহাকে তাহার একটা স্বভাবজাত প্রচণ্ডতার অভিব্যক্তিমাত্র বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে! তাহাই হউক্। নিভাকে লইয়া তো কথা নয়! যাহাকে লইয়া কথা তাহার উদ্দেশ্যে আজ যে, সুজয়ের প্রভাতের অভিযান সুরু হইয়াছিল, তাহা কি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে? গত রজনীতে যাহাকে সে একান্ত আগ্রহে, অসহ অধৈর্য্যের সহিত মনেপ্রাণে চাহিয়াছিল, প্রভাতে সে তো সুজয়ের নিকট ধরা দিতে চাহিল? সুজয় শঙ্কান্বিত চিত্তে পলাইয়া আসিল কেন? দূর হইতে যাহাকে চাই, সে নিকটে আসিলে আমি কেন দূরে সরিয়া আসি? চঞ্চল যে তামাসা করিয়া কিছু বলে নাই, ইহা তো সুজয় জানে? তবে সে পশ্চাৎপদ হইল কেন?

সুজয়ের মনে হইল, যতটুকু লাভ করিলে সে খুসী হইতে পারিবে ভাবিয়াছিল, ততটুকুতেই সে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার বাহিরের বুদ্ধির সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে একটা ভিতরের বুদ্ধির প্রতিবাদ অবুঝ শিশুর মতই মুখ বাঁকাইয়া বসিয়াছিল। গতরাত্রে আপনার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া সে তাহাকে অস্বীকার মাত্রই করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত করিতে পারে নাই। তাই সেইটাই শেষে তাহাকে চঞ্চলের নিকট হইতে অতিনির্দ্দয়ভাবেই ফিরাইয়া আনিয়াছে। চঞ্চলকে যে-কথা সে আজ শুনাইতে গিয়াছিল, যে-যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সে আজ চঞ্চলের দুয়ারে ছুটিয়াছিল, সেই কথা ও সেই যুক্তি যখন চঞ্চল নিজেই তাহাকে শুনাইয়া দিল, তখন আর সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না; বরং উহাই লইয়া সে চঞ্চলের সহিত পরোক্ষভাবে কলহ করিয়াই আসিল। ইহা কি তবে তাহার আজীবন সংস্কারেরই নির্ম্মম আঘাত? বুদ্ধি কি তবে ইহারই নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল? আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না?

জীবনের প্রভাতে পথ চলিতে সুরু করিয়া পথের ধূলা হইতে আজপর্য্যন্ত সে কত সামগ্রীই না কুড়াইয়া আনিয়াছে! কত যত্নেই না তাহাদের সে বুকের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে! আজ এই রৌদ্রতাপ-প্রখর মধ্যাহ্নে হটাৎ সুজয়ের মনে হইয়াছে, সেগুলা পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজ বুদ্ধি দিয়া সুজয় নিজে তাহা বুঝিতেছে বটে; কিন্তু অপরে সেকথা বলিলে

সে সহ্য করিতে পারে না কেন ? জননীর অন্ধ সন্তান—দুঃখ হয় ! কিন্তু অন্যে সে অন্ধতা দেখাইতে আসিলে মন আপনা হইতেই বিদ্রোহী হইয়া ওঠে ! অথচ উত্তরও তো কিছুই নাই ?

আজ চঞ্চলের সহিত কলহের কারণও তাহাই। এক একটা বহুকালের প্রাচীন ভগ্নমন্দির আছে, যাহাকে বহুবৃদ্ধ অশ্বত্থ জড়াইয়া থাকে, কি ঐ অশ্বত্থকেই মন্দিরটী আঁকড়িয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া ওঠে। ভাবুকতাই হউক, উপলব্ধি বা অনুভূতিই হউক, আজন্মসংস্কারের সহিত তাহারও ঐ সম্বন্ধ। বুদ্ধি দিয়া সুজয় আজ তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় বটে, কিন্তু ঐ অনুভূতিই যে, তাহাকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেছে ? সুজয়ের ভয় হইতেছে, অনুভূতির কবল হইতে বুদ্ধিকে সে মুক্তির অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে পারিবে না। সে আজ যাহা চিন্তা করিতেছে, তাহাও যে নিছক্ ভাবুকতা নয়, তাহাই বা কে বলিল ?

কাহাদের একটী বধূ নত হইয়া সুজয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। সুজয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, সে তাহারই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; এবং বধূটী আর কেহ নহে—মাধবী।

মাধবীর মুখের প্রতি চাহিতে সুজয়ের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। অন্তর তাহার চীৎকার করিয়া উঠিল—অভাগী !

মাধবী কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ ?

—ভাল।

—আর চিঠি দাও না—খবর দাও না; তাই নিজে থেকেই চলে এলুম্……

বাকী যেটুকু মাধবী মুখ ফুটিয়া বলিল না, সেটুকু প্রকাশ হইয়া পড়িল তাহার করুণ দৃষ্টিতে: আর থাক্‌তে পারলুম্ না!

কিন্তু তাহার এই কাতরোক্তি কেহ শুনিতে পাইল না। পূজার ফুল, আপনি ফুটিল, আপনি ঝরিয়া পড়িল, কেহ তাহা লক্ষ্যও করিল না।

কিছু না বলিয়া সুজয় জামার বোতাম খুলিতে লাগিল।

আজ তিন চার মাস পরে লজ্জা ও সঙ্কোচ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আপনা হইতেই মাধবী ছুটিয়া আসিয়াছে। সত্যই সে আর থাকিতে পারে নাই। অনেক চিঠি সে সুজয়কে লিখিয়াছিল; কিন্তু প্রথমখানি ব্যতীত উত্তর সে আর কোনটারই পায় নাই।

সুজয়ের পত্রের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন তাহার সমস্ত ধৈর্য্যকে নির্ম্মমভাবে পেষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; সমস্ত দিনটা সে উৎকর্ণ হইয়া কাটাইয়াছে, সমস্ত রাত্রিটা সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে, তবু চিঠি সে পায় নাই; অবশেষে তাহার চিত্তবৈষম্য এতখানি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, অমলা তাহার স্বাভাবিক পরিহাসও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং মাধবীর মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আর অগ্রাহ্য করা অসম্ভববোধে মাধবীর পিতা তাহাকে আপনা হইতেই আজ শ্বশুরালয়ে দিয়া গিয়াছেন।

সুজয় হাত পা ছড়াইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মাধবী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—খাবার ঢাকা রয়েছে।

কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া সুজয় কহিল—থাকুক্ গে।

—খেয়ে এসেছ ?

—হুঁ।

মাধবী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই পাঠকক্ষ হইতে সুজয় প্রায়ই যে-পুস্তকগুলি পাঠ করিত, তাহাদেরই একখানি লইয়া সে ফিরিয়া আসিল এবং সুজয়কে তদবস্থায় দেখিয়া পুস্তকখানি তাহার মাথার বালিশের পার্শ্বে রাখিয়া তাহার পদতলে উপবেসন করিল। তাহারপর অতিসন্তর্পণে সুজয়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—খেয়েছ ?

মাধবী চুপ করিয়া রহিল। সুজয় ইহাকে সম্মতিজ্ঞাপক মনে করিয়াই ক্ষান্ত হইল। মাধবী পদসেবা করিতে লাগিল।

তারপর ? সুজয় ভাবিল—তারপর ?

চঞ্চলকে সে যে একইযোগে চাহিতেছে এবং চাহিতেছে না, ইহার উপায় কি ? চঞ্চল তাহাকে ভালবাসে না, অথচ তাহাকে গ্রহণ করিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ! অহর্নিশ এই বৈপরীত্যের সঙ্ঘাত লইয়াই মানুষের জীবন। প্রতিমুহূর্ত্তের এই মর্ম্মন্তুদ দ্বন্দ্বের মধ্যেই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রহস্যটা লুকাইয়া আছে। ইহা বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারিলেও, মন যে তাহার ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে ! ইহা কি সম্ভব ? সুজয় কি উচ্ছিষ্টভোজী পথের কুক্কুর ?

সুজয়ের ভিতর হইতে কে যেন রক্তচক্ষু লইয়া শাসাইয়া উঠিল—খবর্‌দার্‌! নিজেকে অতখানি দোষারোপ করিবার অধিকার তোমার আর নাই।

অন্তজন হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিল—কোথায় গেল তোমার গতরাত্রির প্রতিজ্ঞা?

এরা কা'রা?……এরা কা'রা?……

অসহায় শিশুর মত সুজয় অর্থশূন্য চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এরা কা'রা?

সহসা পায়ের উপর কাহার একফোঁটা তপ্ত অশ্রু অনুভব করিতেই তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে চাহিয়া দেখিল, মৌন মাধবী নতমস্তকে তাহার পায়ে হাত বুলাইতেছে।

দরদমাখাকণ্ঠে সুজয় বলিল—কাঁদ্‌ছো মাধবী?

১৫

পরদিন চঞ্চলকে 'চঞ্চল' বলিয়াই সম্বোধন করিয়া সুজয় তাহার ছাপা ফর্মে শুধু এই কয়টা কথা লিখিয়া দিল :

উত্তর পেয়েছি। কিন্তু এখনও নিজেকে চিন্‌তে পারিনি বলে ওটাকে যাচিয়ে নিতে পার্‌ছি না! যেদিন পার্‌বো, দেখা কর্‌বো।

পুরানাম স্বাক্ষর করিয়া সুজয় পত্রখানি লইয়া প্রত্যূষে পথে বাহির হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বপ্রথম যে ডাকবাক্সটী নজরে পড়িল, তাহার মধ্যে সেখানি ফেলিয়া দিল।

১৬

কিছুকাল পরে একদিন সকালবেলায় সুজয় সরাসরি যোগেশের বাটী গিয়া উঠিল। যোগেশ তখন আফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সুজয় আসিয়া তাহার শয্যায় লম্বমান্ হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—এই যোগেশ, আজ আর তোর আফিসে যাওয়া হ'বে না।

যোগেশ তাহার আপাদমস্তক একবার সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া সাশ্চর্য্যে কহিল—কামাই!

—আলবৎ।

জামার বোতাম আঁটিতে ভুলিয়া গিয়া যোগেশ পরম বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ইহা দেখিয়া সহাস্যে সুজয় বলিল—হাঁ করে চেয়ে রইলি কেন? স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে সাময়িকভাবে আপনাকে অপসারণ করিয়া লওয়াকে কামাই করা বলে। অর্থটা বোধগম্য হ'ল? আয়, শুবি আয়। আহারের পর বিশ্রাম শাস্ত্রীয় বিধি।

হাসিতে হাসিতে নিভা আসিয়া বলিল—কর্ম্মনাশা এসেছেন্। আর ভেবে কি কর্‌বে? নাও, শুয়ে পড়।

যোগেশ একবার নিভা ও একবার সুজয়ের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আজ তাহ'লে—?

অম্লানবদনে সুজয় বলিয়া উঠিল—হাঁ। কামাই।

তাহারপর নিভার দিকে চাহিয়া কহিল—কর্ম্মনাশা নয়, কর্ম্মের আড়ৎ বা ডিপোও বল্‌তে পারেন্।

নিভা তাহার শয়নাবস্থাটা লক্ষ্য করিয়া বলিল—সে তোমায় দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

সুজয় বলিল—আর নিজের দিক্ থেকে?

নিভা বলিল—তা ভেবোনা ঠাকুরপো। খবর দাওনি বলে টের পাইনি, মনে করোনা। আমি এই চল্লুম্, বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে।

—সেটাও তো একটা বাড়্‌তি কাজ বল্‌তে হবে?

—তা বলগে।

বলিয়া নিভা কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

যোগেশ জামা, জুতা প্রভৃতি একে একে খুলিয়া রাখিয়া সুজয়ের পার্শ্বে চিৎ হইয়া শুইয়া কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টে এমনভাবে চাহিয়া রহিল, যেন সে অবশেষে ফাঁসীকাষ্ঠেই কণ্ঠদেশ সমর্পণ করিল, এখন রজ্জুটী পরাইয়া দিলেই সে নিশ্চিন্ত হয়।

সুজয়ের কিন্তু সেরূপ কোনও প্রচেষ্টাই লক্ষিত হইল না। সে শুধু যোগেশের ডিবা হইতে দুইটা পান লইয়া মুখে পুরিয়া দিল এবং কিছুক্ষণ বিনাবাক্যব্যয়ে নিঃশব্দে তাহা চর্ব্বন করিয়া

পরে আপনমনেই কহিল—মর্‌বার পর যদি বেঁচে থাকা সম্ভব হ'তো, তা'হলে নিজের আত্মীয়স্বজনের মুখে নিজের বিষয়ে শোক শুন্‌তে কেমন লাগতো একবার দেখ্‌তুম্।

হঠাৎ সুজয়ের এরূপ উদ্ভট অকাঙ্ক্ষাটী জন্মিল কেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া যোগেশ চুপ্ করিয়া রহিল।

সুজয় বলিল—তুই ততক্ষণ আমার জন্যে একটু শোক কর, শুন্‌তে শুন্‌তে আমি একদফা ঘুমিয়ে নি।

বলিয়া সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল ও অবিলম্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিভা ফিরিয়া আসিয়া সুজয়ের নাসিকাগর্জ্জন শুনিয়া যোগেশকে বলিল—ঠাকুরপো যে ঘুমিয়ে পড়্‌ল ?

যোগেশ একবার আপন পার্শ্বদেশ অবলোকন করিয়া নিভার কথাটী মিলাইয়া লইয়া স্মিতমুখে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল।

নিভা বলিল—তা'হলে আমি একবার ঠাকুরপোদের বাড়িটা ঘুরে আসি। তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও।

বলিয়া নিভা প্রস্থান করিল।

এমন সে মধ্যে মধ্যে একখানি রিক্‌সা করিয়া সুজয়ের বাটী যাইত।

অপরাহ্নে যোগেশের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখে চোখে জলমার্জ্জনা করিল। পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,

সুজয় তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। যোগেশ নিশ্চিন্তচিত্তে শয্যার সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া বারট্রাণ্ড্ রাসেলের (Bertrand Russell) রিলিজন এণ্ড সায়েন্স্খানি (Religion and Science) পড়িতে আরম্ভ করিল।

এখন কোথায় গেলে তারে বা পাব—
আমায় গেরুয়ার বেশে সাজায়ে দেগো—

কীর্ত্তনেব সুরে যোগেশ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, সুজয় ইতিপূর্ব্বেই তাহার অলক্ষিতে উঠিয়া বসিয়াছে এবং খাটের বাজু বাজাইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কীর্ত্তন জুড়িয়া দিয়াছে।

সুজয় সহাস্যে আবার গাহিল—

আমায় যোগিনীর বেশে সাজায়ে দেগো—
এখন পিয়া বিনা যে রইতে নারি—

আর অধ্যয়নের চেষ্টা বৃথাবোধে যোগেশ পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া সুজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুজয় বলিল—বন্ধ কর্লি কেন? আমি তো রাসেল্কে গালাগালি করিনি। বইয়ের মলাটে ঐ রিলিজন্ (Religion) নামটা দেখেই আমার কেমন কের্ত্তন্টা এসে গেল।

যোগেশ বলিল—রাসেল্এ তো গেরুয়ার কথা কোথাও—

সুজয় বলিল—ওতে যে গেরুয়ার ব্যবস্থাপত্র কোথাও নেই তা আমি জানি। কিন্তু ঐ রিলিজন্ শব্দটা দেখ্লেই আমার কেমন মনে হয় যে, এইবার বুঝি সব ছাড়্বার পালা।

যোগেশ পুস্তকখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—তা'র চাইতে তুই গানটাই গা'।

'তবে শোন্' বলিয়া সুজয় গাহিতে লাগিল—

কাঁহা সখি করল পয়াণ।
আপন শির হাম আপন হাতে কাটিলু
কাহে করিলুঁ হেন মান ॥
(এখন পিয়া বিনা যে রইতে নারি)
তপ বরত কত করি দিন যামিনী
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্যধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুঞি ঠেলিলু পায় ॥
আরে সই! কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িলুঁ সে হেন পিয়া
অতি ছার মানের দায় ॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডিদাস কি ফল হইবে বল
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥

গানের শেষের দিকটায় সুজয়ের গলা ঈষৎ কাঁপিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের পাতা দুইটীও ভিজিয়া আসিল। সুজয় সুকণ্ঠও ছিল। তাই যতক্ষণ গীতটী চলিতেছিল, যোগেশ চক্ষু

মুদ্রিত করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত তাহা শুনিতেছিল। এক্ষণে গীতটী থামিয়া যাওয়ায় যোগেশ চক্ষুরুন্মিলন করিয়া কহিল—আবার গা'।

উত্তরে সুজয় শুধু একটু হাসিল। হাসিল, কারণ কথা বলিবার স্বরটুকুও তখন তাহার আয়ত্তের বাহিরে।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় যোগেশ বলিল—কৈ?

সুজয় কহিল—নো এন্‌কোর্ (No encore.)

যোগেশ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—ঐ তোর দোষ।

সুজয় বলিল—কেন? তোর রাসেল্ তো রয়েছে? ওর চাইতে কি ভাল গান আমি শোনাতে পার্‌বো?

—গান আর রাসেল্, এক হ'ল?

—হ'ল না কেন? তোর ওতেও ধর্ম্মের কথা, আর আমাদের এটাকেও আমরা ধর্ম্মসঙ্গীত বলে ধরে নিয়েছি?

যোগেশ হাসিয়া বলিল—দূর্।

সুজয় সাবলিল ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—দূর্ কেন? আমাদের এই কানু'র গোড়ায় বেদান্তশাস্ত্রখানা গোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে জানিস্? রামানুজ, শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় চটে গিয়ে ঐ শাস্ত্রখানার ভেতর থেকে যখন দ্বৈতবাদের প্যাঁচ্‌টা দেখিয়ে দিলেন্, তখন থেকেই তো আমাদের দেশের লোকগুলোর চোখ্ খুলে গেল? তা'রা তখন ঐ দু'নম্বর ভাষ্যটাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনে শেষ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, তবে না নিশ্চিন্ত হ'ল? তা'র থেকেই তো গজিয়ে উঠ্‌ল তোর ঐ

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস এরা সকলে? কিছু তো দেখ্‌বিনে? নিয়ে এলি কিনা ওদের দেশ থেকে রাসেলের রিলিজন্; ইংরিজিতে লেখা বই; বল্‌বার মত কথা, একটা দেখ্‌বার মত জিনিস! এম এ টা যে পাশ করেছিস্, এ আর বলেও দিতে হবে না। সুবিধে কম?

যোগেশ কি বলিতে যাইতেছিল; সুজয় হুম্‌কি দিয়া উঠিল—

আরে বাপু, ধর্ম্মটাকে বিজ্ঞানের মধ্যেই ঢোকাও আর বিজ্ঞানটাকে ধর্ম্মের ভিতরেই নিয়ে যাও, আসলে ধর্ম্মটা কি? ওটাকে কতদিক থেকে দেখা যায়, কত রকম অর্থ করা যায়, তা'র খোঁজ রাখিস্? শুধু একটা শাস্ত্রের নাম কর্‌ছি—ঐ মনুস্মৃতি। ঐটার ভেতরেই ধর্ম্মের যা মানে করা আছে, তা বুঝে পড়্‌তে গেলে, রীতিমত মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে, তো অন্য শাস্ত্রের কথা তো পরে। তা নয় পড়তে গেলি কিনা—রাসেল্। ধ্যেৎ।

যোগেশ হাসিয়া বলিল—তা'হলে গোড়ায় রাসেল্‌কে দেখে চটে গিয়েই গান্‌টা—?

সুজয় হুঙ্কার দিয়া উঠিল—ও তোর রাসেল্‌কে দেখেও চটেছি, তোর রিলিজন্‌কে দেখেও চটেছি। যা'দের সভ্যতার গোড়ার কথা হ'ল পাশবিক শক্তি, যা'দের সমাজ গড়ে উঠ্‌লো ঘুষি আর কিল্লের জোরে, যা'দের নীতি, তোর ঐ মরালিটি'র (morality) মূল কথা হ'ল, অপরের উচ্ছেদসাধন করে আত্মরক্ষা আর শক্তিবৃদ্ধি, তাঁ'দের কাছ থেকে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শোন্‌বার আগে দড়ি

কলসীর প্রয়োজনটা ঢের বেশী। আর যা'দের সভ্যতার মূলমন্ত্র হ'ল আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ, যা'দের সমাজের পত্তন হ'ল অপরের মঙ্গলের জন্যে, যা'দের নীতিকথা বেরিয়ে এল জ্ঞানবৃদ্ধ কোপীনধারী, একাহারী, সর্ব্বত্যাগী ঋষিদের মুখ থেকে, যা'দের ঈশ্বরোপাসনা, ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্র হ'ল, জগতের হিত ও কল্যাণ, তা'দের রিলিজনের কেতাবগুলো রইল, বটতলার সম্পত্তি আর উইপোকার খাদ্য হয়ে। উচ্চশিক্ষা তো একেই বলে! এরই নাম তো য়ুনিভার্সিটীর কেরামতি!

যোগেশ বলিল—তোদের কথাগুলোই সব, আর অন্যদেশের যে সব চিন্তা—

'পরে পরে' বলিয়া সুজয় ধমক্ দিয়া উঠিল। সে বলিল—আগে ঘরের খবরটাই রাখ্, তারপর তোর ঐসব জানাকে আর পড়াকে কম্পারেটিভ্ ষ্টাডি'র (comparative study) দাম ধরে দেব।

এমন সময় নিভা আসিয়া বলিল—তোমাদের কথাগুলো মুলতুবী রেখে একটু পিত্তিরক্ষে করে যাও দেখি।

উভয়ে বৈকালিক জলযোগের জন্য গাত্রোত্থান করিল। খাবার ঘরে যাইতে যাইতে সুজয় একবার যোগেশকে বলিল—বুঝ্লি?

যোগেশ বলিল—হুঁ।

মহানন্দে উভয়ে আহার করিতে বসিল। কিন্তু জলযোগের বিপুল আয়োজন প্রত্যক্ষ করিয়া সুজয় বলিল—ও বৌদি, এর নাম কি পিত্তিরক্ষে?

নীরসকণ্ঠে নিভা বলিল—সকাল থেকে যে পেটে কিছু পড়েনি, সেকথাটা কি লুকিয়ে রাখ্‌তে চাও নাকি ?

যোগেশ, সুজয়ের মুখের প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল। সুজয় আহার করিতে করিতে বলিল—না। লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইনি। কিন্তু আপনি এ খবর কোত্থেকে—

বলিতে বলিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার বৌদিটী উভয়ের নিদ্রার পূর্ব্বেই তাহাদের বাটীতেই গিয়াছিলেন। তাই সে সাশ্চর্য্যে কহিল—কিন্তু এর মধ্যে এলেন্‌ই বা কখন্ আর এত জোগাড় করলেন্‌ই বা কি করে ?

ও কথার কোন উত্তর না দিয়া নিভা মুখভার করিয়া বলিল—কিন্তু এসব কি ছেলেমানুষী কর্‌ছো বলত ঠাকুরপো ?

সুজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—বাঃ। ছেলেমানুষীটা আবার কি ?

বলিয়া অম্লানবদনে সে আহার করিতে লাগিল। নিভা মুখ কালো করিয়া সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সুজয় বলিয়া উঠিল—কিন্তু সত্যি বৌদি, এতখানি ক্ষিধে যে আমার পেয়েছিল, তা এতক্ষণ টেরই পাইনি।

নীরবে উভয়ের আহার চলিতে লাগিল। হঠাৎ সুজয়ের মনে হইল, কেহ আর কিছু বলিতেছে না। সে মুখের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া নিভার মুখের দিকে চাহিল।

নিভার মুখে আষাড়ের মেঘের ঘন কালো নামিয়া আসিয়াছে ; দৃষ্টি তাহার অস্বাভাবিকরূপেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে

উজ্জ্বলতা এতখানি সুস্পষ্ট যে, সুজয়ের মনে হইল, নিভা কিছু বলিতে গেলেই বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে। সে যে কি বলিবে, তাহা আর ভাবিয়া না পাইয়া অগত্যা নিঃশব্দে একখানি শিঙ্গাড়া লইয়া বসিয়া বসিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।

সুজয় কিছু খাইতেছে না লক্ষ্য করিয়া যোগেশ বলিল—কি হ'ল ?

সুজয় নিভার দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে আবার ?

নিভা আর থাকিতে পারিল না। সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—আর যাই হোক্, সে মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে ঠাকুরপো ?

সুজয় বিস্মিত হইয়া কহিল—মানে ?

নিভা বলিল—এই যে সারাদিনটা বৌটার গায়ের ওপর দিয়ে গেল, কেন ? সে বেচারা কি দোষ করেছে শুনি ?

সুজয় সাশ্চর্য্যে কহিল—কেন ? গায়ের ওপর দিয়ে যাবে কেন ?

—হিঁদুর ঘরের মেয়ে বলে।

—তা'তে কি হ'ল ?

সুজয়ের বিস্ময় দেখিয়া নিভা অবাক্ হইয়া গেল। তথাপি সে বলিল—সোয়ামীর উপবাসে তারও সারাদিনটা উপবাসেই তো কাটাতে হ'ল ?

যোগেশ বলিল—ঝগড়া করেছিস্ ?

সুজয় বলিল—কৈ ? না ?

ব্যথিতকণ্ঠে নিভা বলিল—এর চাইতে ঝগড়া করাটাও তো ছিল ভাল। আর এতই যদি মনে ছিল তো বিয়ে করতে গেলে কেন?

সুজয় হাসিয়া বলিল—ওটা একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে।

নিভা বলিল—সে কি?

—মানে বিয়েটা করা উচিৎ ছিল বাবার।

নিভা জিহ্বাকর্ত্তন করিয়া কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিল—ছি ছি, ঠাকুরপো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

যোগেশ একবার রাম্ রাম্ করিয়া তাহার প্রতিবাদটা জানাইয়া দিল।

সুজয় বলিল—মাথা দিব্যি পরিষ্কারই আছে। রাম-নাম করবারও কারণ নেই। কথাটা হচ্ছে, পছন্দটা কর্‌লেন্ বাবা, মেয়ে দেখ্‌লেন্ বাবা, যা কিছু ঠিকঠাক্ করলেন্ বাবা; মাঝ থেকে মালাছড়াটা আমার গলায় এসে পড়্‌ল কেন বল্‌তে পারেন্? না হয় তিনি একটা দ্বিতীয় পক্ষই কর্‌তেন্?

নিভা বলিল—তা আত্মীয়স্বজনে পছন্দ কর্‌বে না?

—তা'হলে আত্মীয়স্বজনেরই বিয়ে করা উচিৎ। পছন্দ জিনিষটা সাব্‌জেক্‌টিভ্ (Subjective) তো? আমার যেখানে ভাল লাগ্‌ল, আপনি সেখানে আস্‌বেন্ কেন বলুন্ তো?

আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নিভা কহিল—কিন্তু এখন তো আর সে কথা চলে না?

—তা অবশ্য বল্‌তে পারেন।

—তবে এমন কর্‌ছো কেন ?

—আমি কিছুই বেঠিক্ করিনি। গোলমাল আপনারাই কর্‌ছেন্। একজন লোক না খেলে যে, দেশশুদ্ধ লোকের উপবাস করে বসে থাক্‌তে হবে, আর তা নইলে হিঁদুয়ানী বজায় থাক্‌বে না এ তো আমি বুঝ্‌তেই পারিনা ?

নিভা উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে বলিল—গুরুমশায়, এখন আর সে কথায় কোনও লাভ নেই। বরং তাড়াতাড়ি আহারটা সেরে বাড়ী গেলে একজনের মহা উপকার সাধন করা হয়।

"হাঁ, তা বরং বল্‌তে পারেন্" বলিয়া সুজয় নবোদ্যমে থালা শূন্য করিবার দিকে মনোযোগ দিল।

নিভা বলিল—কিন্তু এসব তুমি আর কর্‌তে পার্‌বে না ঠাকুরপো, তাও আমি বলে রাখ্‌লুম্।

কথাকয়টী বলিতে গিয়া এবার সত্য সত্যই নিভার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সুজয় ইহা লক্ষ্য করিল না বটে, কিন্তু সন্দেশটী মুখে তুলিবার পূর্ব্বে সে উত্তর করিল—তথাস্তু।

১৭

ইহা নিঃসন্দেহে হলফ্ করিয়া বলা যায় যে, নিভার কথাগুলি সুজয়ের মনে কিছুমাত্রও রেখাপাত করে নাই; কিন্তু তবুও গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে থাকিয়া থাকিয়া সুজয়ের অন্তরটা যে একটা অজানা ব্যথায় ব্যথিয়া উঠিতেছিল, সে শুধু নিভার ঐ জলভরা দুটী চক্ষু মনে করিয়া। নির্দ্দিষ্ট কোনও যুক্তিসূত্র না ধরিয়াই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল এই কথাটাই বিস্মিত সত্যের মত তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিল যে, মাধবীর দুঃখই ইহার কারণ তো?

নিভার উপর, নিভার বুদ্ধি ও হৃদয়ের উপর সুজয়ের যে-পরিমাণ শ্রদ্ধা ও মহৎ ধারণা ছিল, তাহাতে মাধবীর জন্য নিভার চক্ষে অশ্রু আসা আদৌ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না; বরং উহা নিভার পক্ষে অতিরিক্তরূপেই সম্ভব ও স্বাভাবিক বলিয়াই সুজয়ের বোধ হইল। অথচ যতই নিভার ঐ কাতরতা সমর্থনযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল, ততই যেন একটা বিপুল বিস্ময়ের সজোর ধাক্কায় সুজয় পিছাইয়া আসিতে লাগিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ের বুদ্ধি তীব্র উপহাসে সুজয়কে বক্র কটাক্ষ করিল।

তিক্তমনে সুজয় স্বগৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় মধ্যবয়স্ক শ্যামবর্ণ একজন লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটীর নগ্নপদ, নগ্নগাত্র; পরিধানে অর্দ্ধমলিন একখানি বস্ত্র; তাহার অর্দ্ধাংশের দ্বারা কটিদেশটীকে এত শক্ত করিয়া বাঁধা যে, উদরদেশটী তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। আগন্তুকটীর হস্তে বংশদণ্ডের একটী বহুতালিকাযুক্ত ছিন্নছত্র; তাহার মধ্যদেশটী একখানি জীর্ণ উত্তরীয়ের দ্বারা জড়াইয়া এরূপ দৃঢ়ভাবে বাঁধা যে, দেখিলেই মনে হয়, বুঝিবা চাদরখানি খুলিয়া লইলেই ছত্রের কৃষ্ণবাসখানি ও সঙ্গে সঙ্গে শিকৃগুলি আপনা আপনিই খুলিয়া পড়িয়া যাইবে, হস্তে থাকিবে শুধু বংশদণ্ডটুকু। লোকটী এতই শীর্ণকায় যে, এক নিঃশ্বাসে তাহার বুকের ও পাঁজরের হাড়কয়খানা গণিয়া লওয়া যায়। গলায় তাহার কালসূতায় বাঁধা একখণ্ড হরীতকী ও একটী ফুটাকরা ক্ষয়প্রাপ্ত তামার পয়সা।

লোকটী সম্মুখে আসিয়া সুজয়ের মুখখানিকে এমনভাবে দেখিতে লাগিল, যেন সুজয়ের মুখের উপর কয়টা চক্ষু, কয়টা নাসিকা ও কয়টা কর্ণ, তাহা সে গণিয়া লইতেছে।

কৌতূহলের সহিত সুজয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি চাও বাপু?

আগন্তুকটী কহিল—সুজয়বাবু ক'ার নাম?

বিস্মিত হইয়া সুজয় বলিল—আমার নাম। কেন?

লোকটী কোনও জবাব না দিয়া আপনমনে চাদরের খুঁট

হইতে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত চার পাঁচটী শক্ত করিয়া বাঁধা গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া একখানি পত্র বাহির করিল; তাহারপর যেন পত্রখানির খবর পুর্ব্বে দিয়া, পরে চিঠিখানি দিতে গেলে সুজয় তাহা না লইয়াই পলায়ন করিবে, এইরূপ একটা ভয়ে পূর্ব্বেই সেখানি সুজয়ের হস্তে দিয়া ফেলিল; পরে সুস্থচিত্তে উত্তর করিল—চিঠি আছে।

পত্রখানি খুলিয়া সুজয় দেখিল, সুজয়বাবু বলিয়া সম্বোধন করিয়া একটীমাত্র লাইন :

পত্রপাঠমাত্র এই লোকটীর সহিত চলিয়া আসিবেন। ভয়ানক বিপদ।

নিম্নে লেখা, ইতি চঞ্চল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া লইয়া লোকটী চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—যাবেন্?

'চল' বলিয়া সুজয় পথে নামিয়া পড়িল। আগন্তুকটীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর হটাৎ সুজয় থামিয়া বলিল—ওহে বাপু!

শুনিবামাত্র চকিতে ছত্রসমেত জোড়হস্ত করিয়া লোকটী স্মিতমুখে কহিল—আজ্ঞে করুন্।

—একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বে?

লোকটী তদবস্থায় কহিল—আজ্ঞে করুন্।

—এখানে একটু অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে? আমাকে একবার বাড়ী ঘুরে আস্‌তে হবে।

লোকটী একগাল হাসিয়া কহিল—আজ্ঞে সঙ্গেই যাচ্ছি।

—আবার তুমি এতখানি কষ্ট করতে যাবে কেন?

লোকটী বিনয়নম্রকণ্ঠে কহিল—আজ্ঞে কষ্ট নয়।

বলিয়া সে একটু মনে মনে হাসিল।

'তবে চল' বলিয়া সুজয় একটু দ্রুতপদে গৃহের পথে ফিরিল।

গৃহের নিকটস্থ হইয়া লোকটী বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুজয় ভিতরে চলিয়া গেল।

আপনকক্ষে প্রবেশ করিতেই মাধবী শশব্যস্তে মাথার অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিয়া একপার্শ্বে জড়সড় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দর্পণের সম্মুখে চিরুণী, ফিতা, সিন্দুর প্রভৃতি লইয়া সে অপরাহ্নে কেশবিন্যাস করিতে বসিয়াছিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সুজয় বলিল—উঠতে হবে না, উঠতে হবে না। একটা কথা বলতে এলুম।

মাধবী তাহার মুখের প্রতি চাহিল।

সুজয় বলিল—আমি বৌদির ওখানে খেয়ে এসেছি। তুমি খেতে পার।

শুনিয়া মাধবী কিছু বলিল না। শুধু মস্তক অবনত করিল।

সুজয় গিয়া তাহার টেবিলের টানাটী খুলিল ও ভিতর হইতে তাহার ব্যাগটী লইয়া, পকেটে রাখিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখে মাধবীকে তদবস্থায় অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—আর দেখ, এমন আর কখনও কোরোনা যেন।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মাধবী তাহার প্রস্থানপথের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া কি ভাবিল। পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় দর্পণের সম্মুখে বসিয়া পড়িল; এবং বহুক্ষণ যাবৎ চিরুণীখানি হস্তে তুলিয়া লইতেও বিস্মৃত হইল।

ত্বরিতপদে বাহিরে আসিয়া সুজয় লোকটীকে বলিল—চল হে।

লোকটী পথ চলিতে সুরু করিল। সুজয়ও বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

ল্যান্স্‌ডাউন্‌ রোড্‌ পার হইবার পর সুজয় দেখিল, তাহারা যে-পথে চলিতেছে তাহা চঞ্চলের বাটী যাইবার পথ নয়। সুজয়ের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। লোকটী চঞ্চলের বাটীর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন?

আরও কিছুক্ষণ চলিবার পর সুজয়ের মনে দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল যে, নিশ্চয়ই একটা কিছু গোলমাল হইতেছে। অতএব সে লোকটীকে ডাকিল—ওহে বাপু।

লোকটী চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া কহিল—আজ্ঞে করুন্‌।

—তুমি এ কোন্‌ দিকে যাচ্ছো বলত?

—আজ্ঞে তেনার ঘর্‌কেই তো যাচ্চি?

—সে তো এদিকে নয়?

দক্ষিণ হস্তের ছত্রটী বামবগলে রাখিয়া, অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া লোকটী কহিল—আজ্ঞে হাঁ। তেনারা হালে উঠে এসেচেন্‌

কিনা? ঐ যে হোথা একটা গোল্‌পাতার ঘর না? উরির উদিক্‌বাগে মাতি মাসির ঘর্‌কে তেনারা আচেন্‌।

শুনিয়া সুজয় বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চঞ্চল হটাৎ এইরূপ জায়গায় উঠিয়া আসিবে কেন? যাহাই হউক্‌, এখন আর প্রশ্ন করা নিষ্ফল বোধ করিয়া অগত্যা সুজয় বলিল—তবে একটু তাড়াতাড়ি চল বাপু। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া লোকটী একটু ত্বরিতপদেই অগ্রসর হইল।

ক্রমে সহরের সীমানা ছাড়াইয়া তাহারা একটী খোলার ঘরের বস্তির মধ্যে আসিয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে কর্দ্দমাক্ত সরু সরু গলি; তাহার এখানে সেখানে আবর্জ্জনার স্তূপ; বহুদিনের অপরিষ্কৃত নর্দ্দমার পচা জলের দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে কয়লার ঘন ধূম খোলার ছাউনি ভেদ করিয়া পথ সকল অন্ধকার করিয়া বাহির হইতেছে; তাহাতে দৃষ্টি প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে এবং কোনও বস্তু বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে চক্ষু জ্বালা করিতে থাকে। সঙ্কীর্ণ পথগুলিতে আলোকের কোনও ব্যবস্থাই নাই। দৈবাৎ আজ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; তাই তাহার আলোক সে অভাবকে কথঞ্চিৎ দূর করিবার প্রয়াস পাইতেছে মাত্র। সমগ্র স্থানটী দেখিলে মনেই হয় না যে, এই বস্তিরই কয়েক মাইলের মধ্যে কলিকাতার বিরাট করপোরেসন তাহার রাজপ্রাসাদতুল্য কাউন্সিল হাউস ও তাহার অসংখ্য দেশভক্ত পরদুঃখকাতর কর্ম্মসচীব লইয়া সত্য সত্যই বিরাজ করিতেছে। অথচ বস্তি এ্যাক্ট্‌ প্রণয়ন ও তাহার নানাবিধ

উপসর্গের ব্যয়ভার এই সকল দরিদ্র করদাতাগণকেও গণিয়া দিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্য!

সুজয়কে বাহিরে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া এই বস্তির একটী খোলার বাটির অর্দ্ধভগ্নদ্বার ঠেলিয়া লোকটী হটাৎ ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুজয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত অন্ধকারে সেই বাটীর উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সদর হইতে ভিতর পর্য্যন্ত একটী সঙ্কীর্ণ পথ দেখা যাইতেছে; উহারই দুইপার্শ্বে সারি সারি কতকগুলি কামরা শেষপর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; ঘরগুলির ভিতরের কেরোসিন তৈলের ডিবার অস্পষ্ট আলোকে ঐ সঙ্কীর্ণ পথটী মধ্যে মধ্যে যেন মহা অনিচ্ছার সহিতই আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে।

এইখানে সেই চঞ্চল! কেমন করিয়া আসিবে? কেনই বা আসিবে? ইহা তবে কোন্ চঞ্চল? সমস্ত ব্যাপারটাই কোনও দুষ্ট লোকের চক্রান্ত নয় তো?

এইরূপ বহু প্রশ্ন সুজয়ের মনে ত্বরিতগতিতে একটীর পর আর একটী আসিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিবার উপক্রম করিল।

অল্পক্ষণপরেই ভিতর হইতে কেরোসিন তৈলের ডিবা-হস্তে উল্কিপরা একটী বৃদ্ধার দেহের অর্দ্ধাংশ দেখা গেল। বৃদ্ধা কাঁসরভাঙ্গা কণ্ঠে ডাকিল—হ্যাঁরে অ চন্‌চোলা, তোর বাবু এসেছে যে!

শুনিয়া সুজয়ের আপাদমস্তক যেন একবার সজোরে দুলিয়া

উঠিল। তীব্র যন্ত্রণায় কি উদ্দাম আনন্দে তাহা বলা সুকঠিন; দারুণ লজ্জায় কি বিপুল বিস্ময়ে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। যেন তিনদিক হইতে তিনটী সুতীক্ষ্ণ তীর একযোগে সুজয়কে গভীররূপে বিদ্ধ করিল. বৃদ্ধার কথা কেহ শুনিতে পায় নাই ত?···তবে চঞ্চল এইখানেই আছে?···কোনও দুষ্টের চক্রান্ত নয়। চঞ্চল এইখানেই আছে!······

বর্ত্তমান অবস্থার আঘাতটা সহিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সুজয়ের কিন্তু মনে হইল, বহুদিনের হারাইয়া-ফেলা দুর্লভ রত্ন আজ সে আচম্বিতে এই আবর্জ্জনার মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছে! চকিতে সমস্ত মনটা তাহার মদের নেশায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সেইস্থানে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অন্ধকারে অল্পঅবগুণ্ঠনাবৃতা একটী নারীমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—আসুন্!

পরিচিত কণ্ঠস্বরের করুণ ও সুমিষ্ট আহ্বানে সুজয় তাহার অনুসরণ করিয়া একটী কামরার মধ্যে আসিয়া পড়িল।

গৃহটীর সর্ব্বাঙ্গে কি মর্ম্মস্পর্শী দারিদ্র্য! ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটীর মেঝেয়, চতুর্দ্দিকে মাটীর দেওয়াল, মাথার উপর জীর্ণ বাঁশে বাঁধা খোলার ছাউনি। দেওয়ালের এককোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত একটী দড়ি বাঁধা; তাহাই আলনার কার্য্য করিতেছে। মেঝের এক পার্শ্বে একটী মাটীর কলসী। তাহারই নিকট একখানি ছোট জলচৌকীর উপর গৃহস্থালীর অত্যাবশ্যকীয় কয়েকখানি থালা, কয়েকটী ঘটী, গ্লাস ও বাটী। অন্যদিকে একটী অনতিউচ্চ পিতলের পিলসুজের উপর একটী মাটীর প্রদীপ ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। খাট নাই, পালঙ্ক নাই, বৃহৎ আয়না নাই। চিত্রশিল্পশূন্য আড়ম্বরবিহীন এই দরিদ্র কুটীরের মেঝেয় অর্দ্ধমলিন শয্যায় একটী নিদ্রামগ্ন শিশু তাহার নীরবতার দ্বারা গৃহের দুর্দ্দশার কাহিনী যেন স্পষ্টতর করিয়া তুলিতেছে।

বিস্মিত সুজয় তাহার পথপ্রদর্শক মলিনবস্ত্রপরিহিতা নারীটীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

—একি চঞ্চল!

সুজয়ের অজ্ঞাতসারেই তাহার মুখ হইতে কথা কয়টী বাহির হইয়া গেল।

চঞ্চল কোনও উত্তর দিল না। সুজয়ের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিয়া সুজয়ের প্রথমে মনে হইল, চঞ্চল যেন তাহাকে পরীক্ষা করিতেছে। অবস্থার এই অভাবনীয় আমূল পরিবর্ত্তন, অপ্রত্যাশিত এই বিসদৃশ আবেষ্টনী, ইহার মধ্যে চঞ্চলকে দেখিয়া সুজয়ের মনের প্রতিক্রিয়া, সে যেন ধীর স্থিরভাবে দেখিয়া যাইতেছে।

একটু একটু করিয়া চঞ্চলের নিকটে সরিয়া আসিয়া সুজয় দুইহস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এ সব কি চঞ্চল্?

চঞ্চল কিছু বলিল না। তাহার চক্ষের ছায়ায় বহু প্রশ্নের একটী সমাধি লতাপুষ্প শোভিত হইয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সুজয়ের অন্তরটা রুদ্ধ ক্রন্দনে গুমরিয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে শিশুটীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

চঞ্চল নিম্নস্বরে কহিল—আজ পাঁচদিন হ'ল এ বাড়িতে এসেছি। ভেবেছিলুম্ আপনাকে কোনও খবর দেব না। কিন্তু আজ সকালে করুণা হঠাৎ কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হ'য়ে গেল। আমার কান্না দেখে এরা তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার এনে দেখালে। তিনি একটি টাকা ফি নিয়ে বলে গেলেন্, শক্ত ব্যারাম, জীবনের আশা দেওয়া যায় না—

শেষের কথা কয়টী বলিতে গিয়া চঞ্চলের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; অল্পক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া চঞ্চল পুনরায় বলিতে লাগিল—কা'র কাছে যাব, কি কর্‌বো ভেবে না পেয়ে শেষকালে এই পাড়ার ওই নন্দ মিস্ত্রীকে অনেক করে বলে আপনার কাছেই পাঠালুম্।

সুজয় আর শুনিতে পারিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হঠাৎ কেন যে এখানে এমনভাবে এলে তা জানি না, তুমি না বল্‌লে জান্‌তেও চাইব না। কিন্তু বিপদের সময়ে যে আমাকে ডেকেছ একথা আমি জীবনে ভুল্‌বো না—

তাহার উচ্ছ্বসিত স্বরের রেশ থামিয়া যাইবার পূর্ব্বেই সুজয় বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে বস্তির মোড়ে একখানি বিপুলকায় মোটরগাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং একজন কোটপ্যাণ্টালুন্-পরিহিত চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া সুজয় গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সরাসরি আসিয়া চঞ্চলের গৃহে প্রবেশ করিল। থারমোমিটর, ষ্টেথস্কোপ্ প্রভৃতির সাহায্যে শিশুটীকে বহুক্ষণ যাবৎ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে চিকিৎসকটী সুজয়কে ইংরাজীতে বলিলেন—আমার মনে হয়, টাইফয়েডেই দাঁড়াবে। টেম্‌পারেচরও বেশ উঠেছে। যাই হোক্, আমার সঙ্গে আসুন, ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করে দি।

বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। সুজয়ও তাহার সহিত পুনরায় প্রস্থান করিল।

১৯

এবার ফিরিতে সুজয়ের একটু বেশী বিলম্ব হইয়া গেল। অনতি বৃহৎ দুইখানি তক্তপোষ, গোটাকয়েক নূতন বালিশ, দুইখানি নূতন তোষক, খানকয়েক বিছানার চাদর, দুইটী হ্যারিকেন, দুইখানি অয়েলক্লথ, এক গাঁঠ্‌রী নূতন সাড়ীকাপড়, একটি টাইমপিস্‌ ঘড়ি, একটী থারমোমিটর, এক বোঝা ঔষধপত্র, তৎসঙ্গে বস্তাপূর্ণ চাউল, ময়দা, ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতি গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় আহার্য্যসামগ্রী ও কিছু ফলমূলাদি কতকগুলি মুটের মাথায় দিয়া শশব্যস্তে সুজয় চঞ্চলের নূতন ঠিকানায় আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং ঐ সকল মুটের সহিত কয়েকঘণ্টার প্রাণপাত পরিশ্রমের পর চঞ্চলের ঘরটীকে সুজয় কোনওক্রমে ব্যবহার্য্য অবস্থায় আনিতে সমর্থ হইল।

কুলিদিগকে বিদায় দিয়া, সুজয় চঞ্চলের শিশুকন্যাটীকে অয়েলক্লথপাতা শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। তাহারপর চিকিৎসকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অসুস্থ শিশুটীকে ঔষধ সেবন করাইয়া দিয়া সে অন্য শয্যাটীতে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—এইবার তুমি গা হাত ধুয়ে, কাপড় বদ্‌লে, আহারাদির যোগাড় কর। আমি ততক্ষণ তোমার করুণার কাছে রইলুম্‌।

চঞ্চল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সুজয় তাগিদ্ দিয়া বলিল—অমন করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বেনা চঞ্চল্? আমারও যে ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খেতে না দিলে, আর তো উঠে দাঁড়াতে পার্‌বো না?

চঞ্চল আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে করিতে সুজয় আপন মনে হাসিয়া ফেলিল ইহাই ভাবিয়া যে, যদিচ সে বিবাহ্ করিয়াছে মাধবীকে, রীতিমত সংসার কিন্তু সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে চঞ্চলের গৃহে। আজ বলিয়া নয়। যেদিন হইতে সে চঞ্চলকে প্রথম চক্ষে দেখিয়াছে, সেইদিন হইতেই। কিন্তু কেন?·········

সুজয়ের মনটা অন্ধকারে ঘুরপাক্ খাইতে খাইতে হঠাৎ একজায়গায় একটা আলোর ঝলক্ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল: সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুজয় কিসের একটা অসহ বেদনায় মাটীর উপর উবু হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে! নিঃসন্দেহে সে শুনিতে পাইল চঞ্চলের স্বর—আপনি যেতে পাবেন্ না······এর চাইতে কম পাওয়াতেও আমি অভ্যস্থ আছি······ আপনিই কেন আমাকে বিয়ে করে ফেলুন্ না······আমার কথার উত্তরটা দিলেন্ কৈ?

কিসের একটা ভীষণ গোলমালে আর কোনও কথা শুনিতে পাওয়া গেল না; সুজয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল; চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। করুণা পূর্ব্ববৎ জ্বরে বেহুঁশ্ হইয়া পড়িয়া আছে।

সুজয়ের কি উত্তর দিবার সময় হইয়াছে? সেদিন চঞ্চলের গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় সে বলিয়া আসিয়াছিল যে, এবার যেদিন সুজয় আসিবে, সে তাহার প্রশ্নের উত্তর লইয়াই আসিবে। আজ কি সে তাহা লইয়া আসিয়াছে? আজও কি নিজেকে দিয়া সে তাহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া লইতে পারিয়াছে? যে উত্তর শুনিবার জন্য চঞ্চল সেদিন অতখানি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে সুজয় এতদিন ধরিয়া যে পরিমাণ আত্মনির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত অন্তরে অন্তরে যে তীব্র বৃশ্চিক্‌দংশন অনুভব করিয়াছে, তাহাও কি আপনাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার পক্ষে একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়?

সুজয়ের মনে একটা প্রশ্ন বারবার উঠিতে লাগিল—সে কি শুধু পাইয়াই খুসী হইতে পারিবে?

কেন পারিবে না? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবটী গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া আছে। সেই বা বাঁচিবে না কেন? না-দিতে পারার দুঃখটা তো অনেকেরই থাকিয়া যায়; তাহারও যদি থাকে? সে যে-হিসাবটাকে বিশ্বাস করিতে চায়, সে যে-হিসাবটা সেদিন চঞ্চলকে শুনাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, সেটা তো তাহারই নিজের হিসাব। তাহার উপর তো চঞ্চল দাবী জানায় নাই? তাহার সন্ধানের পথে সে তো অন্তরায় হইতে চায় না? তবে সে উত্তর দিবে না কেন?

আজ সুজয় জগতের সম্মুখে চীৎকার করিয়া বলিতে পারে যে,

সে প্রস্তুত। আজ চঞ্চলের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত আকুলআহ্বান তাহার দৃষ্টির সম্মুখের কালো পর্দ্দাখানা সহসা সরাইয়া লইয়াছে। আজ সে নিঃসন্দেহে দেখিতে পাইতেছে যে, তাহার সকলের অপেক্ষা যে বড় উত্তরটার সন্ধানে সে জীবনের পথে বাহির হইয়াছে, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার হীনতা, সর্ব্বপ্রকার শোচনীয় পরিণামের নিমিত্ত সে আজ সর্ব্বান্তঃকরণেই প্রস্তুত। ইহা স্থির করিতে সে ভ্রান্তির যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দেয় নাই। ইহা সে বুদ্ধির সাহায্যে, যুক্তির দ্বারাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লইয়াছে। কিন্তু চঞ্চল ?......

সে কি আজও ঐ উত্তর শুনিবার জন্যই বসিয়া আছে ? তাহার জীবনে সম্প্রতি এই যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সকল ঘটিয়া গেল, ইহার তো কত কারণই থাকিতে পারে ? তাহার সহিত সুজয়ের কি কোনও যোগসূত্র আছে, না কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে যে, সে আর সেই চঞ্চল হইয়া ঠিক সেইরূপেই সেই উত্তর তাহার নিকট আর কখনও শুনিতে চাহিবে ?

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। সুজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া থারমোমিটার দিয়া তাহার দেহের উত্তাপ দেখিল ; জ্বর একশ' ডিগ্রি। ওডিকলোনের পটী করিয়া সে শিশুটীর ললাটে বসাইয়া দিল। পরে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, বারটা বাজিতে পনর মিনিট আছে মাত্র। আর একটু ওডিকলোন জলে মিশাইয়া সে তাহার দ্বারা অল্প অল্প করিয়া মেয়েটীর কপোলস্থ পটীটাকে ভিজাইয়া দিতে লাগিল। শিশুটী যন্ত্রণায় ঘন ঘন মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

অনাদরে, অবহেলায় এই ক্ষুদ্র জীবটীকে পথের বুকে ফেলিয়া যাইতে অবশ্যই কাহারও প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল। সমাজের বিধিনিষেধের নির্ম্মম তাড়না, তাহার দেওয়া দারুণ লজ্জা যাহার নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার ইচ্ছাটাকে সর্ব্বোপরি তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার এই নাড়ী-ছেঁড়া ধনকে পথে বিসর্জ্জন দিবার সময় অবশ্যই বিষময় অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। সেদিন কেহ তাহা শুনিতে পায় নাই সত্য। কিন্তু তাহার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আজ চঞ্চলকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে, ঐ অনাথ শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য।

এ সংসারে কাহার জ্বালা কে বুক পাতিয়া লয়, কাহার বোঝা কে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে, কাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কে যে করিয়া যায়, কে তাহা নির্দ্দেশ করিবে? বিশ্বমনের আদি অন্ত-বিহীন অতলসাগরে দিবারাত্র এই যে আলোড়ন, তরঙ্গের আঘাতে অহর্নিশ এই যে দুর্ব্বার তরঙ্গাভিঘাত, ইহার শেষ কোথায়? কোথাও উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে একটা সমগ্রজাতি ধ্বংশের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও ভয়াবহ ঘূর্ণীপাকে একটা প্রাচীনতম সুবৃহৎ সমাজ সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা উত্তুঙ্গ জলস্তম্ভ উত্থানে এই মানবজাতিটা দুর্জ্জয় রোষে ফুলিয়া উঠিয়া শূন্যপানে চাহিয়া ভীষণ বিপ্লব ঘোষণা করিতেছে। ইহার পরিণাম কোথায়? পূর্ণ সাম্যতা কবে ঘটিবে?

একখানি আসন ও একগ্লাস জল হস্তে লইয়া চঞ্চল আসিয়া বলিল—আর তো অন্য জায়গা নেই, এই ঘরেই ঠাঁই করে দি ?

সুজয় বলিল—তা দিতে পার। কিন্তু একখানি নতুন কাপড় পরে খাবার না দিলে আমি এখান থেকে উঠ্‌ছি না, তা বলে রাখ্‌লুম্‌।

মেঝেয় হস্তমার্জ্জনা করিয়া চঞ্চল আসনখানি পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়া গেল। অল্পক্ষণপরেই সদ্যভাজা লুচি ও ব্যঞ্জনাদি থালায় সাজাইয়া আনিয়া আসনের সম্মুখে তাহা রক্ষা করিয়া সুজয়কে সে আহার করিতে আহ্বান করিল। এবার সে সুজয় আনীত একখানি নূতন সাড়ীই পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। সুজয় করুণাকে একদাগ ঔষধ সেবন করাইয়া উঠিয়া আসিয়া আসনে উপবেশন করিল; কিন্তু আহার করিতে অগ্রসর হইয়াই সে হঠাৎ হাত গুটাইয়া বসিল।

চঞ্চল সাশ্চর্য্যে কহিল—কি হ'ল ? খাবেন্‌ না ?

—না।

—কেন ?

—তুমি আমার কাছে একটা সত্যি না কর্‌লে আমি খাব না।

—কি বলুন্‌?

—বল, আমার খাওয়া হ'লে তুমি গিয়ে খেয়ে নেবে?

ধীরে ধীরে চঞ্চল বলিল—সত্যি কর্‌লুম্‌।

'বেশ' বলিয়া সুজয় ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। আহার করিতে করিতে কিছুক্ষণপরে সুজয় বলিল—তুমি ততক্ষণ করুণার মাথায় একটু পাখার বাতাস করনা কেন?

চঞ্চল যেন এই কথাটাই শুনিবার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ গিয়া করুণার শিয়রে উপবেসন করিল।

সুজয় বলিল—দেখ চঞ্চল্‌, ভারি মজা হয়েছে কিন্তু!

চঞ্চল তাহাব দিকে চাহিল। সুজয় হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল—আজ আর তোমাকে আদৌ পরের মত মনে হচ্ছে না। একেবারে আপনার লোক, মানে, আমার ঘরের—বাড়িব, মানে, আমারই সংসারের একজন অতি আপনার লোক, বুঝ্‌লে না?

চঞ্চল চুপ্‌ করিয়া রহিল।

সুজয় বলিল—তা ভেবোনা চঞ্চল্‌, টাইফয়েড্‌ তো অমন কত লোকের হয়। সেরে যেতে কতক্ষণ?

চঞ্চল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—তাহ'লে টাইফয়েড্‌? 'হুঁ' বলিয়াই কিন্তু সুজয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, কথাটা বলিয়া সে ভাল করে নাই।

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল—বাঁচ্‌বে না?

সুজয় বলিল—টাইফয়েড্ কিনা এখনও ঠিক্ করে বলা যায় না। আর হ'লেই বা কি? টাইফয়েড্ কি সারে না?

চঞ্চলের মুখে একটু সকরুণ হাসি ম্লানভাবে ফুটিয়া উঠিল। পরে কাহাকেও উদ্দেশ্য না করিয়া সে গভীর চিন্তামগ্নভাবে কতকটা আপনমনেই বলিল—তাহ'লে পালিয়ে আসাটাও মিথ্যে হয়ে গেল?

শুনিয়া প্রথমটা সুজয় যথেষ্ট আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল। ক্রমে কিন্তু সে দেখিল যে, চঞ্চলের ঐ কথাকয়টা যেন বর্ত্তমান ঘটনাগুলির উপর অনেকখানিই আলোকপাত করিল; তাহা হইলে পুলিশের দৃষ্টি হইতে করুণাকে গোপন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই চঞ্চল এইস্থানে আসিয়া লুকাইয়া আছে? চঞ্চলের এই আকস্মিক্ বাটী পরিবর্ত্তনের কারণ, তাহা হইলে করুণা? আর কিছু নয়?……

সুজয়ের মনটা কেমন বিনাকারণেই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। করুণা ব্যতীত কি অন্য কোনও কারণ হইতে পারিত না?

হইলেই বা তাহার কি লাভ হইত?

কি লাভ হইত তাহা বলা শক্ত। তথাপি হইলে যেন ভালই হইত, এইরূপ একটা ভাব আসিয়া সুজয়ের মনটাকে একরূপ বেসুরা করিয়া দিল। সুজয় আর বিশেষ কিছু আহার না করিয়াই উঠিয়া পড়িল।

ইহা দেখিয়া চঞ্চল বলিল—ওকি? উঠে পড়লেন্ যে? খেলেন্ না?

সুজয় বলিল—না। তুমি খেয়ে নাও। আমি ততক্ষণ করুণার কাছে একটু বসি।

আর কিছু না বলিয়া চঞ্চল পাখাটি সুজয়ের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল। সুজয় আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া করুণাকে একদাগ ঔষধ সেবন করাইয়া দিয়া তাহার শিয়রে উপবেসন করিল।

তাহাহইলে এতখানি দারিদ্র্য স্বীকার, সেও এই করুণার জন্য? করুণার জন্যই চঞ্চল তাহাব অত ঐশ্বর্য্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, সুবিধা সব এককথায় ত্যাগ করিয়া আসিল? করুণাই তাহা হইলে চঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে?······

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুজয় নিজের কাছে ক্রমে এতখানি নিঃস্ব ও শক্তিহীন হইয়া পড়িল যে, তাহার রাগ বা ক্ষোভ করিবার, অভিমান বা দুঃখ জানাইবার আর কোনও হেতু বা সামর্থ্য তাহার এতটুকুও অবশিষ্ট রহিল না; বরং একটা তাচ্ছিল্যের হাসি এক্ষণে তাহার মুখে অসহায়ভাবে ফুটিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, কিছুপূর্ব্বে সে এই চঞ্চলের নিকট তাহার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিবে কিনা, ইহাই স্থির করিতে সে আকুল হইয়া পড়িয়াছিল!

চঞ্চল আসিয়া বলিল—এইবার আপনি একটু শুয়ে পড়ুন্, আমি বসি।

মন্ত্রচালিতবৎ সুজয় উঠিয়া অন্য বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সত্যই সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিদ্রা আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত শ্রান্তি হরণ করিয়া লইল।

* * * *

অধিক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সবিস্ময়ে সুজয় দেখিল, চঞ্চল তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া অতিসন্তর্পণে মশারির ধারগুলি বিছানার তলায় গুঁজিয়া দিতেছে। ইতিমধ্যে কখন্ যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি পরিষ্কার চাদরে ঢাকা দেওয়া হইয়াছে, এবং দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে দড়ি বাঁধিয়া মশারিখানিও ঝুলান হইয়া গিয়াছে সে তাহা আদৌ জানিতে পারে নাই।

হঠাৎ সুজয় চঞ্চলের হাতদুইখানি টানিয়া আনিয়া আপন বক্ষের উপর বিপুল আগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল—চঞ্চল !

মুগ্ধদৃষ্টিতে চঞ্চল সুজয়কে দেখিতে লাগিল।······

সময় তাহার পরিমাপ-যন্ত্র লইয়া সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নিঃস্তব্ধ পৃথিবী অসংখ্য অনুচ্চারিত প্রলাপ-গুঞ্জনে মুখরা হইয়া উঠিল। সুজয় অধিকতর জোরের সহিত চঞ্চলের হাতদুইখানি আপনার বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিল······

চঞ্চল ধীরে ধীরে আপন হস্ত সুজয়ের মুঠার মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল—ঘুমোন্।

সুজয় ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—না, আর ঘুমোবো না। বাড়ি যাব।

বিস্মিত হইয়া চঞ্চল কহিল—এত রাত্রে ?

—ক'টা বেজেছে ?

—দুটো।

—তা হোক্‌গে। যেতেই হবে।

সুজয় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উৎকন্ঠিতা হইয়া চঞ্চল বলিল—পাড়াটা ভাল নয়!

—নাইবা হ'ল?

উত্তরে চঞ্চল শুধু একবার মুখ তুলিয়া সুজয়ের দিকে চাহিল। অপ্রতিভ হইয়া সুজয় বলিল—ভয়ের কিছু নেই।

চঞ্চল স্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—সত্যিই কি না গেলে চলে না?

—না।

চঞ্চল আর কিছু না বলিয়া করুণার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

সুজয় বলিল—ভেবোনা চঞ্চল্, সকালেই আস্‌বো।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নীরস কাঁসরভাঙ্গাকণ্ঠে একটী বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে কহিল—দোর্‌টা দেগো চন্‌চোলা।

২১

রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সুজয় দেখিল, মাধবী নিদ্রা যাইতেছে। অনেকখানি নিশ্চিন্তমনে জামা জুতা ছাড়িয়া সে মাধবীর পার্শ্বে শয়ন করিল। তাহার তখনও বোধ হইতেছিল যেন চঞ্চলের স্নেহশীতল যত্নপ্রলেপ তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে; যেন তখনও চঞ্চল অদৃশ্য বাহুবেষ্টনের দ্বারা তাহাকে অতিস্পষ্টভাবেই বাঁধিয়া রাখিয়াছে; যেন এক চঞ্চল বহু হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে ও সুজয় তাহার অঙ্গের আঘ্রাণে বিমোহিত, বিভোর হইয়া যাইতেছে! সুজয়ের কাণে একটা ঘুম-পাড়ানি গান এই বলিয়া বাজিতেছিল যে চঞ্চলের কার্য্যকারণ অন্বেষণ করিতে অগ্রসর হইলে যতখানি দুঃখ পাওয়া যায়, তাহার ব্যবহারে কিন্তু ঘটে ঠিক বিপরীত। চঞ্চল যাহাই কেন করুক্ না, যাহাই কেন বলুক্ না, তাহার সান্নিধ্য যতবারই লাভ হয় ততবারই নিশ্চয়রূপে মনে হয় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল তাহাকে অধিকতর আগ্রহে নিজের দিকেই আকর্ষণ করিতেছে।

সুজয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইতে বিলম্ব হইল না।

মাধবী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে এতক্ষণ সুজয়ের নিদ্রার অপেক্ষায়ই নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়াছিল। কি জানি, যদি ধরা পড়িয়া যায়? কাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কায় যে সে অমন করিয়া পড়িয়াছিল, তাহা মাধবীর পক্ষে বলা সহজ নয়। তাহার নিজের রাত্রি জাগরণের লজ্জা, কি সুজয়ের রাত্রিশেষে গৃহে আসা, কোনটার ভয়ে যে সে নিদ্রার অভিনয় করিয়াছিল, তাহা সে জানে না। সে শুধু ভয় পাইয়াছিল। সুজয়কে এতরাত্রে গৃহে ফিরিতে সে তো কখনও দেখে নাই?

বিবাহিত জীবনে মাধবীর অন্তরে এতদিন ধরিয়া যে একটী সন্ত্রস্ত প্রশ্ন একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, সহসা তাহার এইরূপ একটা নিষ্ঠুর উত্তর পাইবার ভয়ে অভাগী সদাসর্ব্বদা ব্যাধভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় অতিসাবধানে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল। আজ তাই মাথার উপর পতনোন্মুখ বজ্র দেখিয়া, চক্ষু বুজিয়া সে তাহার ভীতি ও বিপদ হইতে মুক্তি যাচ্ঞা করিয়াছিল। মুক্তি সে পাইল কিনা তাহা সে জানে না; কিন্তু দুঃখ তাহার গেল না। বক্ষের ভীতিস্পন্দন উত্তরোত্তর তাহাকে আকুল করিয়াই তুলিল।

উঠিয়া বসিতেই তাহার অঙ্গের আভরণ, তাহার সন্ধ্যার আগ্রহ-সজ্জার উপর নজর পড়িল; ইহাতে সে নিজের অজ্ঞাতসারেই হাসিয়া ফেলিল। সম্মুখের আয়নাতে সে হাসি দেখিয়া কিন্তু তাহার কান্না পাইল।

দেওয়ালে একখানি কালীঘাটের কালীর ছবি ঝুলান ছিল।

মাধবী নিঃশব্দে খাট হইতে নামিয়া ছবিখানির সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইল; অশ্রুবেগ সে আর রোধ করিতে পারিল না; হু হু করিয়া দুইগণ্ড বহিয়া তাহার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণপরে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে মাধবী কত কি প্রার্থনা করিল এবং অবশেষে দেওয়ালে ছবির তলায় ঢিব্ ঢিব্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া সে বলিল—জোড়া পাঁঠা মানসিক্ কর্‌ছি রে রাক্ষুসি!

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সুজয় দেখিল, মাধবী মেঝেয় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে শয্যাত্যাগ করিয়া মাধবীকে ডাকিতে গিয়া থামিয়া গেল। জাগাইতে সাহস হইল না। মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া সে অনতিবিলম্বে জামা জুতা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বেলা আন্দাজ দশঘটিকার সময় সুজয় একটী নার্স্ সঙ্গে করিয়া চঞ্চলের গৃহে প্রবেশ করিল। চঞ্চল তখনও করুণার শিয়রে বসিয়াছিল; উভয়কে দেখিয়া উঠিয়া আসিল। রাত্রি জাগরণের ফলে চক্ষু দুইটী তাহার রাঙ্গা জবাফুলের মত হইয়া উঠিয়াছে; চক্ষের নিম্নে কালিমা পড়িয়াছে।

সুজয় তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—আজ থেকে ইনিই করুণার কাছে থাক্‌বেন্। তুমি এইবার স্নান্টান্ সেরে এসে একটু ঘুমিয়ে নাও দেখি।

চঞ্চল ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুজয় তাহাকে তাগিদ দিয়া

কহিল—চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন চঞ্চল্? যাও। আমি এঁকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে তবে ছুটি নেব।

চঞ্চল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল।

সুজয় বলিয়া উঠিল—আর দ্যাখ, যাবার সময় এই বাড়ীর মালিক্‌কে একবার ডেকে দিয়ে যেওতো।

সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া চঞ্চল স্নানাদি করিতে চলিয়া গেল। সুজয় নার্স্‌টীকে করুণার অবস্থা বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

এমন সময় একটী বৃদ্ধা আসিয়া চঞ্চলের কামরার দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল। দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ; তাহার উপর একরূপ সর্ব্বাঙ্গেই উল্কিচিহ্ন। পরিধানের বস্ত্রখানি এত ছোট যে তাহার ঝুল কোনরূপে জানুদেশ স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহারই একটী অঞ্চল অতিকষ্টে ঘুরাইয়া মস্তক পর্য্যন্ত তুলিয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের কার্য্য করিতেছে। সুজয় দেখিয়াই চিনিল যে, ইনিই এই বাটীর সেই প্রথম দিনের দেখা বৃদ্ধা।

বৃদ্ধাটী চাপা গলায় সম্ভ্রমের সহিত কহিল—বাবু কি আমারে ডাক্‌তিচেন্?

সুজয় কহিল—তুমিই কি এ বাড়ির মালিক্?

বৃদ্ধা বলিল—গিরিমেণ্টো করে জমা নেচি।

—তুমিই এগ্রিমেণ্ট করে এ বাড়িতে আছো?

—ভাড়াবিলি করে আচি।

—তা বেশ করেছো। এখন এ ঘরের মেয়েটীর অসুখ্ দেখছো তো?

—তা আর দেক্‌চি নেগো বাবু? মেয়ে চোক্ পাল্‌টে এই যায়, কি এই যায়। আমি বলি কি, চন্‌চোলা—এ ছুঙ্কর্ ব্যারাম্। ডাক্তার কি বল্লে তো শুন্‌লি? এখন তোর কেউ মাতার ওপর্‌কার্ নোক্ থাকে তো এইবেলা ডাক্। আর কেন? আজ তো তাই বল্‌ছিনু যে, তোর এমন—

কথা কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া সুজয় শশব্যস্তে বৃদ্ধাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না না বাপু। আমি বল্‌ছি কি, এই সব অসুখ বিসুখের ব্যাপার, একখানা ঘরে তো চলে না? এই ইনি এসেছেন্: এঁকেও তো থাক্‌তে হবে? তোমার পাশের কোনও ঘর খালি থাকেতো ভাল হয়।

বৃদ্ধা বলিল—আপ্‌নার পচ্চিমের ঘর্‌টা তো খালিই রয়েচে। তা' ক্ষিরো বলে কি, দেড়গণ্ডা ট্যাকায় দে। তা কি হয় বাবু? মাস্‌টী না যেতে আঁচ্‌লা ভরে খাজনা গুন্‌তে হবে, তোদের এই মাতিকে, তোকে তো আর নয়? আমার কোন্ ঘর্‌টা ছু'গণ্ডা ট্যাকার কম্ আছে দেকা দেকি?

সুজয় বলিল—বেশ কথা। আজ থেকে তাহ'লে ও ঘর্‌টাও নিলুম্। এই নাও তোমার ছু'গণ্ডা টাকা।

বলিয়া সুজয় টাকা বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী, ওরফে মাতি, একগাল হাসিয়া টাকাকয়টী লইয়া বলিল—তাইতো বলি, ও চন্‌চোলা—তোর এমন্ বা—

আর বলিতে হইল না। বিপন্নস্বরে একরূপ চীৎকার করিয়াই

সুজয় বলিয়া উঠিল—তা হ'লে এই কথাই রইল। ঘর্‌টা খুলে দাও গে বাপু।

'এই দিগে। চাবি তো কোমরেই রয়েচে' বলিয়া মাতঙ্গিনী প্রস্থান করিল।

পূর্ণোদ্যমে করুণার চিকিৎসা চলিল। সুজয় প্রত্যহ আসা, যাওয়া, অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত থাকা প্রভৃতি তদ্বিরাদি নিয়মিতভাবে করিতে লাগিল।

২২

যমে মানুষে টানাটানি করিয়া পুরা ছয়সপ্তাহ পরে আজ করুণা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। নার্স্‌টীও আজ বিদায় লইয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অনতিকাল পরেই একঝুড়ি খেলানা লইয়া সুজয় আসিয়া গৃহমধ্যে এক মহা সোরগোলের সৃষ্টি করিল।

করুণার নাকের উপর বন্‌বন্‌ করিয়া মেমসাহেব ঘুরিতে লাগিল; ঘরের মেঝেয় খানদুই মোটর ও একখানি রেলগাড়ি বোঁ বোঁ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল; শয্যার একপ্রান্তে একটী ছোট মেয়ে চেয়ারে বসিয়া পা ঝুলাইয়া অনবরত আপন মনে দুলিতে লাগিল ও তাহারই একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রকায় হংস এক একবার মেয়েটীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্যাঁ প্যাঁ শব্দ করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র ব্যায়ামবীর হোরাইজণ্টাল্‌ বারের চতুর্দ্দিকে আপনার নানাবিধ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল; করুণার ক্রোড়ে একটী প্রকাণ্ড সেলুলয়েডের পুতুল রাখিয়া সুজয় মহা উদ্যমে একটী সাত-পর্দ্দার দশইঞ্চ্‌ পিয়ানো বাজাইতে সুরু করিয়া দিল; করুণার কলহাস্যে ও সুজয়ের অসম্বদ্ধ বক্তৃতার বিক্রমে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

চঞ্চল গৃহের বাহিরে ছিল। গোলমাল শুনিয়া ভিতরে আসিয়া পড়িল; ও সুজয়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সহাস্যে কহিল—আর আমিই বা চুপ্ করে দাঁড়িয়ে থাকি কেন? একটা বাঁশি কি ঝুম্‌ঝুমি দিন্। দলে ভিড়ে পড়ি।

সুজয় হাসিতে হাসিতে বলিল—ঝুম্‌ঝুমিটা করুণার সম্পত্তি। ওতে আমার হাত নেই। ইচ্ছে হয়, এরোপ্লেন্‌টা ওড়াতে পার।

—আপনার এরোপ্লেন্‌টাতো দড়ি বেঁধে না ঝুলোলে উড়্‌বে না?

সুজয় বলিল—নিশ্চয় না। তা'র চাইতে বরং তোমার কার্য্য তুমি কর, আমাদের কার্য্য আমরা করি।

চঞ্চল কহিল—আমার কার্য্যটী কি শুনি?

—লুচি ভাজা, শিঙ্গাড়া গড়া, কালিয়া রাঁধা, পোলোয়া—

চঞ্চল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আর আপনার কার্য্যটা কি পিয়ানো বাজানো, পুতুল ঘোরানো, হাঁস্ ডাকানো, রেল্ ছোটানো?

সুজয় বলিল—হাঁ। আর করুণার কার্য্য, ক্ষিধে পেলে মা মা করে চিৎকার করা, পেট্ ভর্‌লে খিল্ খিল্ করে হাস্য করা।

—তাহ'লে আমার কার্য্য আমি করিগে, আপনাদের কার্য্য আপনারা করুন্।

সুজয় গম্ভীরভাবে বলিল—অবশ্য।

হাসিতে হাসিতে চঞ্চল বাহির হইয়া গেল। সুজয় পুনরায় বাদ্য আরম্ভ করিল। শুনিয়া করুণা কহিল—আবা।

গম্ভীরস্বরে সুজয় বলিল—বোঝা গেল, তোমার সভ্যসমাজের রীতিনীতি জানা আছে। এন্‌কোর্‌ দিয়ে তুমি যখন আমায় সম্মান জ্ঞাপন কর্চ্ছ, তখন আবার বাজাই শ্রবণ কর।

বলিয়া পুনরায় সে পিয়ানো বাজাইতে লাগিল।

করুণা কহিল—আম্‌।

সুজয় বলিল—এটা কিন্তু নেহাৎ নিষ্ঠুরতা হ'ল! তুমি অন্যভাবে থাম্‌তে বল্‌লেও পার্‌তে। অমন কড়া হুকুম করলে প্রাণে একটু লাগে, এটা তোমার বোঝা উচিৎ ছিল :

সুজয় বাদ্য বন্ধ করিল। করুণা পিয়ানোতে পদাঘাত করিল। ইহা দেখিয়া সুজয় সখেদে কহিল—এ কিন্তু উত্তরোত্তর বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে করুণা! তোমার মনে রাখা উচিৎ যে, যতই হোক্‌ তুমি একজন আর্টিষ্টের সঙ্গে আলাপ কর্চ্ছ।

করুণা কহিল—কা—

সুজয় বলিল—বুঝ্‌লুম্‌ এটা তোমার হিন্দুস্থানী ভাষায় ওপেন্‌ চ্যালেঞ্জ্‌ অবশ্য রাগের মাথায় মাতৃভাষার বিস্মৃতি ঘটে মানি। হয় ইংরেজী, নয় হিন্দুস্থানীই মিলিটারি ভাবের একমাত্র পোষক। তা' বলে আমার অপরাধটা এত বড় নয় যে, লাথি মেরে আবার ক্যা বলে চ্যালেঞ্জ্‌ কর্‌তে পার।

পশ্চাতে হাসির শব্দ শুনিয়া সুজয় ফিরিয়া দেখিল, চঞ্চল তাহার আহারের ঠাঁই করিয়া দিয়া তাহার বাক্যশ্রবণে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে।

সুজয় উঠিয়া অভিমানের সুরে কহিল—ভদ্রলোকের অপমান দেখে হাসাটাও সভ্যসমাজে চলে না।

হাসিতে হাসিতে চঞ্চল বলিল—অপরাধ্ স্বীকার করলুম্। এখন্ এসে বসুন্।

আসনে বসিয়া সুজয় কহিল—তা নাহয় বস্‌ছি। কিন্তু মুখে অপরাধ্ স্বীকার করে নিলেই যে অপরাধ্‌টা উড়ে যায়, তা নয়।

চঞ্চল সম্মুখে বসিয়া সহাস্যে বিনয়ের সুরে বলিল—বেশ। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন্।

সুজয় বলিল—আমার সাম্‌নে বসে একসঙ্গে আহার করে নেওয়াটাই এস্থলে প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।

—প্রায়শ্চিত্তটী বড় গুরুতর হয়ে গেল।

—অপরাধটীও বড় কম হাল্কা নয়।

—তবে বিধানটী হিন্দুমতেই হোক্?

—সাম্‌নে বসে খেলেই কেউ খৃষ্টান্ হয়ে যায় না।

—আপনাকে কথায় আঁটতে পার্‌বো না।

—বেশ। তবে প্রায়শ্চিত্ত সুরু হোক্।

—একান্তই?

—নিঃসন্দেহে।

আর বৃথা তর্ক অনুমানে চঞ্চল নিজের থালাটীও আনিয়া সুজয়ের নিকটে বসিয়া সহাস্যে বলিল—কিন্তু লোকে বল্‌বে, হজম্ হবে না।

—কা'র?

কথা উল্টাইয়া দিয়া চঞ্চল কহিল—আপনার।

—বেশ, নুন্ ছড়িয়ে খাচ্ছি।

উভয়ে হাসিয়া উঠিল। করুণা ঝুম্‌ঝুমিটী মুখে পুরিয়া শব্দ করিতে লাগিল—কা কা কা—

শুনিয়া আবার উভয়ে হাসিয়া উঠিল। আহার করিতে করিতে সুজয় বলিল—আহারের মধ্যে যে এতখানি আনন্দ আছে, তা জীবনে কোনও দিনই জান্‌তে পারিনি।

শুনিয়া চঞ্চলের মুখ যেন কৃতজ্ঞতার হাসিতে ভরিয়া গেল। সে তবু একটু পরিহাস করিয়া বলিল—কিন্তু জাত্‌টা আর রইল না।

শুনিয়া সুজয় হায় হায় করিয়া উঠিল। চঞ্চল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুজয়ের দিকে চাহিল। ইহা দেখিয়া সুজয় বলিল—তাহ'লে উপায়?

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল—কিসের উপায়?

—জাত্‌টা ফিরে পাবার?

—আর কি তা ফিরে পাবেন্?

—তাইতো ভাবছি! আহা, যদি বছরে এমনি তিন্‌শো বাট্‌টা করে জাত্ থাক্‌তো, তাহ'লে দুবেলা এমনি করে পেট্‌ভরে খেয়ে বাঁচ্‌তুম্!

—এতদিন কি উপোষ করে ছিলেন্ নাকি?

—এক রকম তাই বইকি। একেই তো আমাদের দেশের পনের আনা লোক খেতে পায় না; তার ওপর যদি আবার ঐ বাকী

একআনা লোকের খাওয়ার পদ্ধতিটা শোন তো পাতের ঐ লুচি ক'খানাও আর তোমার গলা দিয়ে নাম্‌বে না, এ আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি। কা'রো বা একবেলা জোটে, কা'রো বা ভাতের সঙ্গে তরকারিই জোটে না ; যাদের দু'বেলা আহারটা চলে যায়, তরকারির অভাবটাও পেতে হয় না, তা'দের আবার অন্তরকম দুর্গতি। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু খাবার সময় নেই! ঠিক দশটায় আফিসে হাজির না হ'লে, হয় চাকরীটী যাবে, নয় মাইনেটা কাটা পড়্‌বে। যাঁরা ঐ খাবার সময়টুকুও পেলেন্, ক্ষিধেটুকু নিয়েও খেতে বস্‌লেন্, তাঁদের আবার একগ্রাসের বেশী দু'গ্রাস উদরস্থ হ'বার উপায় নেই ; ওচেষ্টা কর্‌লেই চোখ্ কপালে উঠে প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়ে পড়্‌বে।

ব্যথিতস্বরে চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

সুজয় বলিল—দিনের মধ্যে ঐ একটীমাত্র সময় আছে, যখন সংসারের কর্ত্তাটীর আর উঠে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। গৃহিণীরা তাই ঐ খাবার সময়টাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুযোগ মনে করে সংসারের যত কিছু দুঃখ, দৈন্য, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কথাগুলি বিনিয়ে বিনিয়ে কর্ত্তাটীকে শোনাতে বসেন্। ফলে এই হয় যে, পেটের ক্ষিধেটাকে মুলতুবী রেখে কর্ত্তাটী উঠে পালাবার পথ আর খুঁজে পান্ না। এ বিষয়ে ওদেশের লোকদের পায়ে নমস্কার করি। তা'রা ঐ সময়টীকে সর্ব্বপ্রকারে উপভোগ করবার জন্যে এমন উপায় নেই, যেটী অবলম্বন না করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সাজগোজ, ফুল, গন্ধ, সঙ্গীত, বাদ্য, যা কিছু আয়োজন তা'রা করে

ঐ খাবার সময়টীতেই। আর দেখ, আমাদের এই পোড়া দেশ। খেয়ে মানুষ বাঁচ্‌বে কি, পরমায়ুঃ থাক্‌তেই মর্‌বার্‌ উপক্রম্‌!

বিষণ্নমুখে মস্তক আন্দোলন করিয়া চঞ্চল বলিল—সত্যি কথা।

সুজয় বলিয়া উঠিল—সত্যি নয়? একটা এদেশের লোকের বাড়ী গিয়ে দেখ, সকলের চেয়ে যেখানি নোংরা আর অব্যবহার্য্য ঘর, সেইটেই হয়েছে এদের খাবার কি রান্নার জায়গা। যাক্‌গে, তুমি সেরে নাও। আমি ততক্ষণ গিয়ে আর একটু বাদ্যচর্চ্চা করি।

বলিয়া সুজয় গিয়া করুণার নিকট বসিয়া আবার পিয়ানোতে টুং টাং শব্দ আরম্ভ করিল।

চঞ্চল হাসিয়া বলিল—আপনি কি এখন থেকেই সায়েবদের মত খাবার সময় গান বাজ্‌না সুরু করে দিলেন্‌ নাকি?

একটা 'হুঁ' বলিয়া সুজয় বাদ্যে মনোনিবেশ করিল।

আহারান্তে চঞ্চল উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া পানের ডিবাটী আনিয়া সুজয়ের হস্তে দিল। সুজয় দুইটা পান মুখে দিয়া বলিল—ঘুম্‌ পাচ্ছে। ওঘরে একটু শুইগে। দশটা কি এগারটার সময় তুলে দিও, বাড়ী যাব। তুমি এখন্‌ ওকে একটু ঘুম্‌ পাড়াও।

বলিয়া সে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল। চঞ্চল সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া করুণার শয্যা নূতন করিয়া পাতিল। তাহারপর তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া দুগ্ধ পান করাইল। পরে তাহাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে হস্তের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিল ও কন্যাটীর কর্ণমূলে কোমল হস্তে ঈষৎ ঈষৎ আঘাত করিতে লাগিল। চঞ্চলের ঘুমপাড়ানি গানের সহিত গলা মিলাইয়া

করুণাও একটানাভাবে আ আ করিতে লাগিল। সম্মুখের দেওয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চঞ্চল সুর করিয়া গাহিয়াই চলিল—আয় আয়, আয় আয়, আয় আয়, আয়—

দেখিতে দেখিতে অনেকখানি সময় বহিয়া গেল। চঞ্চলের হুঁশ্ নাই যে, করুণা বহুক্ষণ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সে সেই ঘুমপাড়ানি সুর টানিয়া টানিয়া চলিল—আয় আয়, আয় আয়, আয় আয়, আয়—

সম্মুখের দেওয়াল-নিবদ্ধ তাহার অচঞ্চল বিস্ফারিত লোচনের একমুখী দৃষ্টিতে সে কাহাকে দেখিতে পাইয়া যে, অমন বিরামহীন বিশ্রামহীন সুরে ক্রমাগত তাহাকে 'আয় আয়' বলিয়া আহ্বান করিয়া চলিয়াছে, তাহা চঞ্চলই জানে। কাহার অশান্তচিত্তকে শান্ত করিবার প্রচেষ্টায় চঞ্চল যে এই ঘুমপাড়ানিয়া সঙ্গীত অবিশ্রাম গাহিয়া চলিয়াছে, শুধু সেইটাই হয়তো সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিবে না। তাহার সুরে মূর্চ্ছনা নাই, উত্থান নাই, পতন নাই ; একমুখী গঙ্গার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে, একটানা স্রোতে ; কিন্তু তাহাতে ব্যথার অন্ত নাই। অনেকদিনের অনেক স্মৃতি, অনেক কথা, অনেক আশা, অনেক বিফলতার অশ্রুকলধ্বনিতে সে সঙ্গীত ভরপুর। চঞ্চল গাহিয়া চলিয়াছে—আয়, আয়, আয়—

চঞ্চল! তুমি নিরন্তর এ কাহাকে ডাকিয়া চলিয়াছ? কে তোমার সে ঘুমপাড়ানিয়া বঁধু? কে তোমার সে বুকজুড়ানো ধন? ব্যথার কথায় তোমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে, বিফলতার

উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে তোমার জীবন পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে! তবু তোমার আহ্বানের বিরাম নাই। বলত চঞ্চল, আর কত সয়? মিথ্যার মোহ, প্রবঞ্চনার জ্বালা, অত্যাচারের আঘাত, প্রলোভনের অশ্রু, স্নেহের নির্ম্মমতা আজ যে, জীবনের শেষ, সহজ নিঃশ্বাসটুকুও হরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে! এখনও কি, সে তোমার ঐ আকুল আহ্বানে ছুটিয়া আসিবে? যে জগৎ তোমাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া গেল, সেই আজ দূর থেকে নিষ্ঠুর অঙ্গুলী নির্দ্দেশে তোমাকে নির্ম্মম উপহাসে বারবনিতা বলিয়া পরিহাস করিতেছে। তবু তোমারও সন্ধানের শেষ নাই। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তুমি আজও ডাকিয়া চলিয়াছো—আয়—আয়—আয়—

নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুজয় আসিয়া চঞ্চলের সম্মুখের অন্য শয্যাটীতে উপবেশন করিল। তাহার ঘুম হয় নাই। পার্শ্বের ঘরে গিয়া ঘুমাইবে বলিয়াই সে শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু নিদ্রা তাহার আর আসিল না। চঞ্চলকে তাহার অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। করুণার অসুখে আজ পর্য্যন্ত সে তাহা বলিতে পারে নাই, বলিবার সুযোগও পায় নাই। কিন্তু আজ তো আর কোনও বাধা নাই? চঞ্চলকে আজ সে প্রশ্ন করিবে, চঞ্চলকে আজ সে উত্তর দিবে। যে-উত্তর চঞ্চল একদিন তাহার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিল, যে উত্তর সুজয় তাহাকে দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল, আজ সে তাহাই লইয়া চঞ্চলের ঘরে আসিয়া উপবেশন করিল।

কিন্তু চঞ্চলকে দেখিয়া সুজয় তাহার সমস্ত সঙ্কল্প বিস্মৃত হইল।

সে অবাক্ হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু চঞ্চলকে দেখিতে লাগিল। অন্তর তাহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে প্লাবিত হইয়া গেল। বিচিত্র রাগিণীর মুহুর্মুহুঃ ঝঙ্কারে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে তাহার সর্ব্বদেহের শিরায় শিরায় অপূর্ব্ব সুরের উন্মত্ত কম্পন অনুভব করিতে লাগিল। নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে একটী অস্ফুটশব্দমাত্র নির্গত হইল—চঞ্চল্!

চঞ্চল চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। অনুচ্চারিত অগণিত বাক্যের অসংখ্য অর্থ বক্ষে লইয়া একটী সকরুণ হাসি চঞ্চলের মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। সুজয় অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল—এসো।

রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। নিস্তব্ধ পৃথিবী রুদ্ধনিঃশ্বাসে উভয়ের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

চঞ্চল মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সুজয়ের মনে হইল, যেন চক্ষের সম্মুখের সমস্ত বস্তুগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিল। গৃহ, দ্বার, জানালা, ছাদ, দেওয়াল, আকাশ, বাতাস, মাটী, সব যেন তাহার সম্মুখে জাগ্রত, জীবন্ত হইয়া ইতস্ততঃ দুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন মেঝের প্রত্যেক ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত তাহাকে বিপুলস্নেহে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে।

চঞ্চল আসিয়া সুজয়ের পার্শ্বে উপবেশন করিল। সুজয়ের সর্ব্বদেহ, সর্ব্বমন যেন কিসের নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চঞ্চলের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। চঞ্চল স্মিতমুখে সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সুজয় ডাকিল—চঞ্চল্‌ !

—কি ?

—মনে পড়ে ?

—কি ?

—ও বাড়িতে তুমি আমায় কি জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

—পড়ে।

—আর কি সে প্রশ্ন তোমার নেই ?

—না।

সুজয় ঈষৎ চঞ্চল হইল—কেন ?

—উত্তর তো পেয়ে গেছি !

সুজয় সাশ্চর্য্যে কহিল—আমার কাছ থেকে ?

—হাঁ।

—কবে ?

চঞ্চল হাসিয়া বলিল—এ বাড়িতে আসার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত।

সুজয় ভাবিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া চঞ্চল হাসিয়া বলিল—গোটাকতক কথা না বল্লে কি জবাব দেওয়া হয় না ?

সুজয় কিছুক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল। পরে ধীরকণ্ঠে কহিল—ওইটুকু জবাবই কি সব ? আর কিছু চাও না ?

চঞ্চল বলিল—উত্তরটা যদি খাঁটী হয়, তা'হলে পাওয়ার আর কি বাকী রইল ?

তথাপি চঞ্চলকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া জানিয়া লইবার জন্য

সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—সমাজের আইন কানুনগুলো কি মানুষকে কিছুই দেয়না? তাদের কি কোনও দামই দেবে না?

—কেন দেব? আসল মানুষটাকে বেঁধে রাখ্‌বার জন্যেই যদি ওদের সত্যিকার কদর হয়, তা'হলে তো ওদের কোনও দাম দেওয়াই আর উচিৎ হয় না?

—এই মানুষ নামক জীবটাকে তো বিশ্বাস নেই চঞ্চল্?

—অবিশ্বাসী লোকগুলোকে কি শুধু আইন দিয়ে বেঁধে রাখা যায়?

—তবু চেষ্টা তো কর্ত্তে হয়?

—তা করুন্। কিন্তু মানুষটা যদি আগে থাক্‌তে নিজে হতেই বাঁধা পড়ে?

—তা'হলে এসব চেষ্টার দরকার থাকে না।

—তবে ওকথা ভাব্‌ছেন্ কেন? ও ভুলটা তো আপনিই আমার ভেঙ্গে দিয়েছেন্! সত্যি বল্‌ছি, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, বাঁধবার চেষ্টা করাতেই পাপ হয়, আর যে বাঁধনে পড়ে যায়, তাকে আর নতুন করে বাঁধ্‌বার জন্যে আপনাদের সমাজের ওই আইন, গাঁটছড়া, চন্দন, টোপরের কোনও দরকারই থাকে না।

সুজয়ের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দুইহস্তে চঞ্চলের মুখখানি আপন মুখের উপর টানিয়া লইল।

* * * * *

কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল সুজয় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতেছে—আমি তোমায় খুন্ কর্‌বো !

চঞ্চল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—তুমি বড় স্বার্থপর্ !

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার বক্ষ চীরিয়া উভয়ের মিলিত কলহাস্য কোন্ অজানা উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল ।

২৩

রাত্রিশেষে নিখিল বিশ্বের সহিত সুর মিলাইয়া সেতারে ভোরের ভৈরবী বাজিয়া উঠিল। সদ্যোন্মেষিত আলোর দূরাগত অস্পষ্ট সঙ্গীত বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভোরের বাতাস দেহের প্রতিরন্ধ্রকূপে সুমিষ্ট বার্ত্তা শুনাইয়া যাইতে লাগিল। বিহঙ্গমের সদ্যঃতন্দ্রামুক্ত কলকূজনে প্রভাত-আহ্বান উচ্চারিত হইল। সপ্ততারের আবেগ-কম্পনে নবোন্মাদনার জয়-ঝঙ্কার নিবিড় হইয়া উঠিল। নবজাগরণের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দিকে দিকে ঘোষিত হইল—অন্ধকারকে জয় করিয়াছি !

করুণার আরোগ্যলাভের উৎসব সম্পন্ন করিয়া রাত্রিশেষে সুজয় বাড়ী ফিরিল, প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া। সুজয়ের অপেক্ষায় জাগিয়া জাগিয়া অবশেষে মেঝেয় পড়িয়া মাধবী নিদ্রা যাইতেছে। সুজয়ের হুঁশ্ নাই। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দেওয়াল হইতে সেতারখানি নামাইয়া লইয়া বাজাইতে বসিল। সুরশব্দে মাধবীর নিদ্রা যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এ শঙ্কা আজ আর তাহার মনেই হইল না। কি এক রঙিন্ নেশায় আজ তাহার হৃদয় ও মন ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। চঞ্চলের বাটী

হইতে গৃহে ফিরিবার পথে চেতন অচেতন যাহা কিছু সে দুইচক্ষে দেখিয়াছে, সে সকলেরই সহিত তাহার যে একটা ঘনিষ্ট আত্মীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান্, ইহা সে অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করিয়াছে। ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট সকলই আজ তাহার চক্ষে সুন্দর। তাই সে সেতারে সুর-সংযোজনা করিয়া সুন্দরের উপাসনা করিতে বসিল। কোমল নম্রসুরে আলাপ করিতে করিতে ক্রমে উদ্দাম-ছন্দে বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় রাগিনীর সুরলহরী দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক্ ভাসাইয়া লইয়া চলিল। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া গিয়া সুজয় পর্দ্দায় পর্দ্দায় আপনার হৃদয়খানি নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

নিদ্রিতা মাধবীর কানে কানে কে যেন অমৃতময় গুঞ্জন আরম্ভ করিল—মাধবী ওঠ! তুমি কি এখনও অন্ধকারকে জয় করিতে পার নাই? চতুর্দ্দিকে যে উৎসবের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে! ওঠ! বাতাসে বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে, আকাশে আলোর রথ ছুটিয়া আসিতেছে, চরাচর বিশ্বে জাগরণের স্পন্দন দেখা দিয়াছে, ওঠ! তোমার সারারাত্রির সাশ্রু অভিমান আর তো কেহ গ্রাহ্য করিবে না! সংসার জাগিতেছে, তুমি ঘুমাবে কেন? ওঠ! তোমার বিগতরজনীর শূন্য শয্যাতলে সুজয় আসিয়া বসিয়াছে; তাহার আনন্দ-উৎসব সম্পূর্ণ কর। ওঠ!

মাধবী চক্ষু মেলিল। অভাগী প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারিল না যে, সুজয় আসিয়াছে। বহু রজনীর অভ্যস্থ প্রতীক্ষারত চক্ষু

দুইটী দিয়া সে বহুক্ষণ ধরিয়া সুজয়কে দেখিল। পরে যখন তাহার দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল যে, সে যাহা দেখিতেছে তাহাতে এতটুকুও মিথ্যা নাই, তখন সে ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল।

সুজয় তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—মাধবী, গান গাইতে জান?

মাধবী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একি অভিনব প্রশ্ন! যে প্রশ্ন বহুদিন পূর্ব্বে আপনার উপযুক্ত সার্থকতা খুঁজিয়া পাইত, যে প্রশ্ন এতদিন পরে মর্ম্মান্তিকরূপে অর্থশূন্য ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই উপহাসের মত শোনায়, সে কথা আজ আর জিজ্ঞাসা কেন?

সে বলিল—না।

সুজয় আপনমনে বাজাইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া মাধবী অবশেষে বলিল—ভোর হয়ে গেল যে!

সুজয় কহিল—হ'লেই বা?

—ঘুমোবে না?

—না।

সুজয় সেতারখানি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—সত্যি! আজকের ভোরটা এত মিষ্টি লাগ্‌ছে যে, ঘুমিয়ে সেটা নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

মাধবী মিনতির সুরে বলিল—অসুখ্‌ কর্‌বে।

হাসিয়া সুজয় বলিল—তা করুক্‌। কিন্তু জীবনে এমন সকাল আমি কখনও দেখিনি!

মাধবী অবাক্‌ হইয়া সুজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। সেও

তো জীবনে কখনও তাহাকে এতখানি আনন্দ করিতে দেখে নাই! আজ তাহার হইল কি?

সুজয় হাসিতে হাসিতে শুইয়া পড়িল। মাধবী আসিয়া তাহার পদতলে উপবেশন করিল।

অনেকখানি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া সুজয় যখন জাগিয়া উঠিল মাধবী তখন কক্ষে নাই; গৃহস্থালীর কর্ম্মে অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছে। জানালা দিয়া গৃহের মধ্যে তীব্র রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। সুজয় গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া মাধবীকে দেখিতে না পাইয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। জানালা-পথ দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ শয্যার উপর বসিয়া রহিল। বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রালোক তাহার চক্ষে প্রকৃতিদেবীর উচ্ছলিত হাসির একটা উজ্জ্বল ঝলক্ বলিয়া মনে হইল। সূর্য্যতাপে সমগ্র সহরটা যেন ঝলসিয়া যাইতেছে; সুজয় সে দিকে চাহিয়া ঘরবাড়ী, গাছপালা প্রত্যেক বস্তুর সীমারেখার ধারে ধারে গলিত-রজতের শুভ্র একটা বেষ্টনী ঝক্‌মক্ করিতে দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। সে বেশ অনুভব করিল, তাহার দেহের শিরায় শিরায় ঐরূপ একটা উত্তপ্ত শুভ্র আলোক নাচিয়া নাচিয়া নিরন্তর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

মাধবী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সুজয়ের মনটা এক অব্যক্ত অশ্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। এ সময়ে মাধবী যেন না আসিলেই ভাল হইত। তাহার এই হঠাৎ

আসিয়া পড়ায়, দিব্য জমিয়া-ওঠা একটী চিত্তাকর্ষক সুন্দর গল্পের মাঝখানটী যেন কোথায় হারাইয়া গেল।

মাধবী বলিল—একটা বেজে গেছে।

বিদ্রোহের স্বরে সুজয় বলিল—তা' তো বাজ্‌বেই।

—চান্‌ কর্‌বে না ?

বাহিরের দিকে চাহিয়াই সুজয় বলিল—কর্‌বো।

'কর্‌বো' কথাটী যে-সুরে সে বলিল, তাহাতে স্পষ্টতঃ অর্থ হয় যে, তোমার কি এখন্‌ না এলেই চল্‌তো না ?

ম্লানমুখে মাধবী আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পশ্চাতে রাখিয়া গেল, তাহার নিঃশব্দ, কুণ্ঠিত, ধীরপাদক্ষেপের একটী কোমল আঘাত।

সুজয় লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মাধবী মহা অপরাধিনীর ন্যায় বাহিরে দ্বারের পার্শ্বে গিয়া চুপ্‌টী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; দেখিয়া তাহার প্রাণে একটা মর্ম্মান্তিক 'আহা' উঠিয়া তাহার সমস্ত চিত্তটাকে সজোরে ধাক্কা দিল ; ইহাতে সুজয়ের ভীষণ ক্রোধ হইল। উপর্য্যুপরি বিপদের হস্তে পড়িতে পড়িতে অবশেষে মানুষের মনটা যেরূপ তিক্ত, বিরক্ত হইয়া ওঠে, তাহারও সেইরূপ ঘটিল।

কণ্ঠস্বরটাকে সে যথাসাধ্য কোমল করিয়া ডাকিল—মাধবী। মাধবী ধীরে ধীরে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। গলার স্বরে একটু আগ্রহ মিশাইয়া সুজয় কহিল—কৈ ? চানের জোগাড় করে দিলে না ?

সোজ্জ্বল দৃষ্টিতে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—দোব ?

সুজয় তৎপরতার সহিত বলিল—দেবে বৈকি।

শুনিয়া মাধবী শশব্যস্তে স্নানের ব্যবস্থা করিতে বাহির হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সুজয় একটু ম্লান হাসি হাসিল।

তাহারপর স্নানাদি শেষ করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে মাধবীকে একরূপ লুকাইয়া সুজয় অপরাহ্নে পথে বাহির হইয়া পড়িল; এবং একখানি ট্রামে উঠিয়া সরাসর বালিগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে ঐ অঞ্চলে একটী ছোট নূতন বাটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বাড়ীটীর সম্মুখে একটি ছোট সবুজ লন্। লনের শেষে একটী অনতিবৃহৎ ইলেক্‌ট্রিক্ সংযুক্ত বৈঠকখানা। তাহার উপরে একখানি ও ভিতরে আরও তিনখানি ঘর। বাথ্‌রুম্, রান্নাঘর প্রভৃতি লইয়া সুন্দর একখানি ছোট দ্বিতল বাটী। ভাড়া শুনিল, পঞ্চাশ টাকা। সে তৎক্ষণাৎ বাটীর মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং অগ্রিম এক মাসের টাকা দিয়া বাটীটী ভাড়া করিয়া ফেলিল। যাইবার সময় গৃহস্বামীকে সে জানাইয়া গেল যে, আগামী কল্যই সে এই বাটীতে উঠিয়া আসিবে; অতএব ইতিমধ্যেই যেন উহা উপযুক্তরূপে পরিষ্কৃত করিয়া রাখা হয়।

সত্যই। করুণার অসুস্থতার জন্যই যা বিলম্ব হইতেছিল; নতুবা ঐ জঘন্য বস্তির মধ্যে, ঐরূপ নীচ সংসর্গে, ঐ বাসের অযোগ্য স্থানে কি চঞ্চলকে রাখা যায় ?

ভাড়ার রসীদখানি পকেটস্থ করিয়া উৎফুল্লচিত্তে সুজয় সন্ধ্যার

পর চঞ্চলের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াই বাহির হইতে সে একটা ভীষণ গোলমাল শুনিতে পাইল।

ভিতর হইতে একযোগে কয়েকটী স্ত্রিলোকের ঝাঁঝাঁল কণ্ঠের চীৎকার, করুণার পরিত্রাহি ক্রন্দনের সহিত মিশিয়া একটা ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতেছিল। শুনিয়া সুজয় প্রমাদ গণিল। আবার কি করুণার কিছু হইল না কি?

ত্বরিতপদে সুজয় চঞ্চলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সাশ্চর্য্যে দেখিল, শয্যার উপর একটী অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক করুণাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার ক্রন্দন থামাইবার জন্য অনর্গল বকিয়া যাইতেছে; এবং মাতঙ্গিনী, ওরফে মাতি, তাহার চিরপ্রথামত একখানি আটহাত কাপড়ে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া, কাপড়ের অবশিষ্ট অংশটুকু চাদরের মত বামস্কন্ধে ফেলিয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া বলিতেছে—বল্‌তো ক্ষীরো, তোরাই বল্। এই চোপদ্দিন্‌টা ক'র ভরসায় রেকে গেলি? তোর ক'টা বাঁদা মাইনের ঝি চাকর আছে রে ছুঁড়ি, যে চোপদ্দিন্ তোর এই ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়েটারে ঘাড়ে করে বসে থাক্‌বে—

মাতঙ্গিনী 'বের' একারটীকে আরও কিয়ৎক্ষণ টানিয়া রাখিত, কিন্তু হঠাৎ সুজয়কে দেখিয়াই জীহ্বাকর্ত্তনপূর্ব্বক সে গলার স্বরটীকে অসম্ভবরূপে নামাইয়া ফেলিল; এবং সসম্ভ্রমে স্কন্ধের বস্ত্রাংশটুকু মস্তকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—এই যে বাবু এয়েচে। চল্‌লো ক্ষিরোদি, বাবুকে চিটিটা দে, চ'। বাঁচনু বাপু, মেয়েটাতো ককিয়ে যায়—

করুণাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিয়া চিঠিখানি ক্ষিরো মাতঙ্গিনীকে দিল; মাতঙ্গিনী সেখানি অতি সন্তর্পনে সুজয়ের হস্তে দিয়া ক্ষিরোর সহিত প্রস্থান করিল।

সুজয় চিঠিখানি খুলিল। চঞ্চল লিখিয়াছে—যে তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছিল, তাকে তোমার হাতেই দিয়ে বিদায় নিলুম্। প্রথম দেখায় যেটুকু তোমার কাছে পেয়েছিলুম্, যত দুঃখই পেয়ে থাকি না কেন, তাতেই আমি খুসী হতে পেরেছিলুম্। তাই ছুটে এসেছিলুম্ এই অজ্ঞাতবাসে, তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বো বলে। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত আর সাহসে ভর করতে পারলুম্ না। শুঁড়ি যদি মদ খেতে সুরু করে, তাহলে তাকে বিদায় নিতে হয় তার ব্যবসা থেকে। তাই আমিও বিদায় নিলুম্, পাছে সব হারাই এই ভয়ে। ঐ কথাটা মনে রাখলে হয়তো কোন না কোনদিন তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে সুজয় শয্যার উপর বসিয়া পড়িল এবং উহা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, পৃথিবীটা হটাৎ যেন তাহার নিকট অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছে; এতখানি সহজ হইয়া গিয়াছে যে, তাহার আর কোনও অর্থই হয় না। ওর সবটাই ফাঁকা—সবটাই শূন্য; সেখানে কোনও রঙ্ নাই, কোনও বৈচিত্র্য নাই, কোনও সমস্যা নাই, কোনও চিন্তা নাই, কোনও অনুভব নাই, কিছুই নাই। নাই—নাই—! চঞ্চলও নাই!

চঞ্চলও নাই ?······

সুজয়ের বক্ষপঞ্জর কম্পিত করিয়া, মথিত করিয়া, ওই কয়টা শব্দই পুনরায় উচ্চারিত হইল—চঞ্চলও নাই !

সুজয়ের দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এতক্ষণ তাহাকে দেখিয়া করুণা একটু থামিয়াছিল। এক্ষণে আবার কাঁদিয়া উঠিল। সুজয় তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল।

২৪

রাত্রি নয়টার সময় যোগেশের বাটীতে প্রবেশ করিয়া সুজয় ভারি গলায় ডাকিল—বৌদি।

ভিতর হইতে নিভা সাড়া দিল—এসো।

সুজয় গিয়া নিভাননীর সম্মুখে দাঁড়াইল। চক্ষু দুইটা তাহার লাল জবা ফুলের মত হইয়াছে; মুখভাব এমন অস্বাভাবিকরূপে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, সহসা দেখিলে ভয় হয়; বক্ষে তাহার করুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুজয় নিভার সম্মুখে নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নিভা দেখিল, সুজয় তাহার মুখের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া আছে।

বিস্ময়সূচকস্বরে নিভা কহিল—ওকি ঠাকুরপো? কোলে ও কে?

সুজয় ধীরকণ্ঠে বলিল—মেয়ে।

সাশ্চর্য্যে নিভা জিজ্ঞাসা করিল—কা'র?

—কারো নয়।

—সেকি? কোত্থেকে পেলে?

—কুড়িয়ে।

মহা আগ্রহে নিভা জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি?

—হুঁ।

নিভা ছুটিয়া সুজয়ের নিকটে আসিয়া সাগ্রহে দুইহাত বাড়াইয়া আকুতি করিয়া কহিল—আমি নোব ?

সুজয়ের আপাদমস্তক যেন একবার সজোরে কাঁপিয়া উঠিল ! ঠিক্ এই কথা, ঠিক এইভাবে বলিতে সে কোথায় শুনিয়াছে ?...... নিশ্চয়ই সে শুনিয়াছে। কিন্তু স্মরণ তো হয় না কোথায় ? কে বলিল ভাল ? ঠিক্ এই কথা ? এই স্বরে ?

কি একটা ঘটনা যেন ঘটিয়া গেল ; এক্ষণে তাহারই আবার একটা পুনরাবৃত্তির সূচনা যেন এইমাত্র আরম্ভ হইল। সুজয় কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না—ঠিক্ এই ঘটনাটা কোথায় ঘটিয়াছিল, ঠিক এই কথাটা এমনি সুরে কে বলিয়াছিল ?

সুজয়কে নির্ব্বাক্ দেখিয়া নিভা ঈষৎ হতাশভাবে অনুনয় করিয়া কহিল—দেবে না ঠাকুরপো ?

সুজয় কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। মনে পড়িতেছে না বটে, কিন্তু সে তো ভুলিবার কথা নয় ! তাহার মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে তপ্তশলাকা দিয়া ঐ কয়টা উত্তপ্ত অক্ষর যে চিরজীবনের মত বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে ! একটা প্রকাণ্ড ইতিহাসের প্রথম কথাটা ! সে কি ভুলিবার ?

নিভা বলিল—চুপ্ করে রইলে যে ?

সুজয় বলিল—ভাবৃছি।

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে নিভা বলিল—কি ভাবৃছো ? আমাকে কি তুমি এটুকুও দিতে পারবে না ?

সুজয় নিভার মুখের দিকে চাহিল। নিভাও তাহার ব্যথিত দৃষ্টি সুজয়ের মুখের পানে তুলিয়া ধরিল।

—ঠাকুরপো ?

—কি ?

কম্পিতকণ্ঠে নিভা বলিল—তুমি আমাকে কিছুই দাওনি !

সুজয় চুপ্ করিয়া রহিল।

—এটুকু থেকেও আমায় বঞ্চিত কোরো না।

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুজয় বলিল—আপনাকে দোব বলেই তো এনেছি বৌদি ! নয়তো আর কে আমার এ ভার বইবে ?

উচ্ছ্বসিত আনন্দে তৎক্ষণাৎ নিভা সুজয়ের ক্রোড় হইতে করুণাকে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া আপনবক্ষে তুলিয়া লইল। করুণা কাঁদিয়া উঠিল।

ভিতর হইতে আফিসের নোট্ লিখিতে লিখিতে যোগেশ হাঁকিল—কে রে সুজয় ?

নিভা ছুটিয়া গিয়া যোগেশের ক্রোড়ে করুণাকে দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—কে বল দেখি ?

শশব্যস্তে খাতাকলম সরাইয়া লইয়া যোগেশ নিভার মুখের প্রতি হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

নিভা সহাস্যে কহিল—ওকি গো ? অমন্ করে রইলে কেন ? আদর কর ?

যোগেশ দেখিল, শিশুকন্যাটী তাহার ক্রোড়ে শুইয়া অনবরত পা ছুড়িতেছে ও দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র মুষ্টিটী মুখের মধ্যে পুরিয়া

প্রায় গলাধঃকরণের চেষ্টা করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি করুণার মুখের মধ্য হইতে মুঠাটী বাহির করিতে করিতে বিপন্নস্বরে কহিল—ছাড়িয়ে নাও না!

নিভা উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই হাস্যের কোনও কারণ ঘটিয়াছে অনুমান করিয়া যোগেশ ও তাহার হাস্যে যোগ দিল।

সুজয় বাহিরে দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া সে হাস্য শুনিল; চক্ষে তাহার দুইফোঁটা অশ্রু আসিয়া দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া যোগেশের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আর কোথায় যাইবে? সুজয়ের তো আর কোথাও যাইবার স্থান নাই? এত বড় পৃথিবীটা আজ তাহার নিকট আশ্রয়শূন্য একটা সীমাহীন সাহারা। এখানে একটা পাদপ নাই, যাহার তলায় সে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম লয়; একটা কুটীর নাই, যেখানে সে একটা রাতের জন্যও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে; একটা জলাশয় নাই, যেখানে সে এক গণ্ডূষ তৃষ্ণার বারি অঞ্জলি ভরিয়া পান করে! তবে সে আর কোথায় যাইবে?

রাস্তার দুইজন লোক তাহাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। চলিতে চলিতে সে বোধ হয় থামিয়া গিয়াছিল; আবার সে পথ চলিতে সুরু করিল।

এত লোক কোথায় যায়? সুজয় কি সেখানে উহাদের সহিত একটু স্থান পাইতে পারে না? সে কি অপরাধ করিয়াছে? ওই লোকগুলার সহিত তাহার কি এমন পার্থক্য ঘটিল? সে কি পাপ করিয়াছে, যাহার জন্য আজ তাহার এই গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত?

প্রায়শ্চিত্ত? কেন? পাপ কোথায়? সে এমন কি পাপ করিল, যাহার প্রায়শ্চিত্ত? সুজয়ের মনে হইল, পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কথা

অপ্রাসঙ্গিক। আজিকার এই দুঃখটুকু তো সে বহুদিন পূর্ব্বেই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল? সে তো বহুপূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, সে জগতের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে? এবং পৃথিবীর সমগ্র লোকও যদি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তথাপি সে পশ্চাৎপদ হইবে না?

হাজার হাজার যুগ ধরিয়া যে নীতি ও যে ধারণাগুলি মনুষ্যসমাজের বক্ষরক্ত পান করিয়া পুষ্ট হইয়া আসিতেছে, আজ সুজয় তাহাকে আঘাত করিয়াছে। জগতের লোক তাহাকে ক্ষমা করিবে কেন? তাই সমগ্র মনুষ্যসমাজ আজ একা চঞ্চল হইয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিয়াছে; এতটুকু দয়া বা মমতা করে নাই। সুজয় কি ঐ আঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবে? আপনার সঙ্কল্প বিচ্যুত হইয়া পরাজয়ের অপমান নত মস্তকে মানিয়া লইবে? তাহার সন্ধানের কি এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিবে?

শত্রুর পদতলে দলিত, পিষ্ট, অসংখ্য খড়্গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাপ্লুত হইয়াও বিজিত বীর যেমন ধূলিশয্যা হইতে ক্রমাগত উঠিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে ও আপনার সমগ্রশক্তি একত্র করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে থাকে, "না—না—না—! আমি পরাজিত হই নাই! এই দেখ, আমি উঠিতেছি; এই দেখ, আমি জীবিত আছি, এখনও মরি নাই—" সুজয় ও ঠিক সেইভাবে আপনার তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করিল—না—না—না—

কিন্তু মন তো বুঝিল না? কোথা হইতে একটা অশ্রুর বেগ ঠেলিয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, কপোলের শিরাদ্বয়কে স্ফীত করিয়া তুলিল, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সুজয়ের বোধ হইল, সে আর আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া একটা বিপুল কম্পন আসিয়া তাহার আপাদমস্তকে ভীষণ দোল দিয়া যাইতেছে। একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া সে অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া বসিল এবং অল্পক্ষণেই সে আপনার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্যাক্সি-চালক একটি দিয়াশলায়ের কাঠি ধরাইয়া মিটারের সম্মুখে ধরিল। সুজয় দেখিল, আটআনা উঠিয়াছে। সে একটা পাঁচ টাকার নোট চালকের হস্তে দিতেই সে একটা লম্বা সেলাম করিয়া গাড়ির এঞ্জিনে দম্ দিল।

সুজয় জড়িতস্বরে কহিল—চেঞ্জ্ ?

একগাল হাসিয়া ড্রাইভার বলিল—বখ্শিস্ সাব্।

গাড়ি চলিয়া গেল। সুজয় আপনমনে একটু হাসিল ইহাই ভাবিয়া যে, ড্রাইভারটি নিশ্চয়ই তাহাকে মাতাল মনে করিয়াছে।

অথচ, মাতালের মতই টলিতে টলিতে সে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

মাধবী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সুজয়কে দেখিয়া সত্যই অবাক্ হইয়া গেল। এরূপ তো কোনদিন ঘটে না! সুজয়ের অপেক্ষায় প্রতিরজনী বিনিদ্র নয়নে জাগিয়া থাকিয়া মাধবী যত দুঃখই পাইয়া থাক না কেন, আজ সেই চিরপ্রচলিত প্রথার বিপরীত ঘটিতে দেখিয়া সে মনে মনে কিন্তু শঙ্কিত না হইয়া পারিল না। তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই মাধবীর যেন মনে হইল, সুজয় এইমাত্র কোথায় অনেকখানি

কাঁদিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। মাধবী বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। কোন অসুখ করে নাইতো ?

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—অসুখ্ করছে ?

'না' বলিয়া সুজয় আপন মস্তক টিপিয়া ধরিল; কারণ, তখন কিন্তু সত্য সত্যই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে কিসের একটা দারুণ ব্যথা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিতেছিল।

মাধবী নিকটে আসিয়া সুজয়ের কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মাথা ব্যথা করছে ?

সুজয় বলিল—না। ঘুমোবো।

মাধবী সুজয়ের শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে কোমলহস্তে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল।

সুজয় ঘুমাইল। যত পারিল ঘুমাইল। পাঁচ সাতদিন সে আর গৃহের বাহির হইল না। কোনওরূপে স্নান বা নামমাত্র আহারাদি করিয়া দিবারাত্র শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইল। তাহার নিদ্রাতিশয্য এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাহিরে যাইবার নির্দ্দিষ্ট প্রথাটীর ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখিয়া মাধবীর আতঙ্ক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে সে একদিন সাহস করিয়া বলিয়াই ফেলিল—বেরুবে না ?

সুজয় নির্লিপ্তস্বরে জবাব দিল—না।

মাধবী আর কিছু কহিল না। সুজয় শয্যায় শুইয়াই আরও কয়েকদিন কাটাইয়া দিল।

এইরূপে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইবার পর একদিন অপরাহ্ণে পশ্চিমদিকের জানালা দিয়া এক ঝলক্ আবীরগোলা

লাল আলো সুজয়ের কক্ষে আসিয়া পড়িল। সূর্য্য ডুবিতেছে; বেলা পড়িয়া আসিতেছে; সারাদিন অত রঙ্ আকাশের বুকে কোথায় লুকাইয়াছিল কে জানে! এখন তাহারা কোথা হইতে আসিয়া আকাশের পশ্চিম দ্বারের কাছে অবোধ শিশুর মত ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি সুরু করিয়া দিয়াছে—কে আগে যাইবে? চতুর্দ্দিকে পাখীরা কলরব জুড়িয়া দিয়াছে—ফিরিয়া যাইবার ডাক—আর সময় নাই! সহরের পথগুলাও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত পথচারীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য; আর বেলা নাই!

সুজয় উঠিয়া বসিল। তাহারও মনে হইল, আর সময় নাই। কিসের সময় নাই, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; তবু তাহার মনে হইল, সময় নাই। কোথায় যেন তাহার কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে; কত লোকে তাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছে; কত জায়গায় তাহাকে যেন যাইতে হইবে! তাহার আর সময় নাই! সে ত্বরিতহস্তে জামাটা গায়ে দিয়া জুতাটা পরিয়া ফেলিল।

মাধবী সেই সময় গৃহে আসিয়া পড়িল। সুজয়কে এতদিন পরে জামা জুতা পরিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবে?

সুজয় ইতস্ততঃ করিয়া 'আস্‌ছি' বলিয়া বাহির হইয়া গেল। মাধবী অবাক্ হইয়া সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

২৬

সুজয় একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল—সিধা।

ট্যাক্সি ছুটিল। কিছুদূর যাইবার পর তাহার স্মরণ হইল যে, সে টাকার ব্যাগটী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে। অতএব সে গাড়ী লইয়া তাহাদের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। সরকার মহাশয় একটি হুঁকাহস্তে গদীতে বসিয়া দপ্তরের হিসাব মিলাইতেছিলেন ; সুজয়কে দেখিয়া বৃদ্ধ শশব্যস্তে হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুজয় বলিল—গোটাকতক টাকা দিতে পারেন্?

সবকাব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—কত দরকার ?

উপস্থিত ট্যাক্সিভাড়া দেওয়া ব্যতীত সুজয়ের আর অন্য আবশ্যক কিছু ছিলনা ; কিন্তু সে কখনও শুধু-হাতে পথে বাহির হয় নাই ; টাকার ব্যাগটীও সঙ্গে আনিতে ভুল হইয়াছে। কিছু চিন্তা না করিয়াই সুজয় বলিল—গোটা পঞ্চাশেক্ হলেই চল্‌বে।

সুজয় কখনও এরূপভাবে গদী হইতে টাকা লয় নাই বলিয়াই হউক্, বা যে কারণেই হউক্, সরকার মহাশয় সুজয়কে একবার আপাদমস্তক বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইয়া বিনবাক্যব্যয়ে বাক্স খুলিয়া পাঁচখানি দশটাকার নোট্ বাহির করিয়া দিলেন ও

খাতায় সুজয়ের নামে খরচ লিখিয়া লইলেন। সুজয় বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সিভাড়া মিটাইয়া দিয়া পথ চলিতে সুরু করিল।

সন্ধ্যা তো হইয়া আসিল! বেলা তো শেষ হইতে চলিল! সুজয় কোথায় যাইবে? তাহার কত আবশ্যক, কত প্রতীক্ষা, কত আশা, সব যে বৃথা হইয়া যায়! সুজয় কোন্ কাজটা পূর্ব্বে সারিয়া লইবে? সময় যে আর নাই!

কিসের সময়? কাজ কোথায়? সুজয় সাশ্চর্য্যে দেখিল, তাহার কোনও কর্ম্ম নাই, কোথাও যাইবার কথা নাই, সময়ের গতির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই।......

সত্য বটে। কিন্তু তবু তাহার মন যেন বলে, ওকথা ঠিক নয়। তাহার বিলম্ব করিবার অবসর নাই; পৃথিবীশুদ্ধ লোক যে তাহাদের যাবতীয় আবশ্যক লইয়া সুজয়ের জন্যই আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে!

সুজয় অতিদ্রুত চলিতে লাগিল। অতিদ্রুত। এত দ্রুত যে সে আর মনের কল্পিত গতিবেগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের একখানি বেঞ্চের উপর অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

কত দেশের কত লোক কত বেশভূষা করিয়া পায়চারি করিতেছে; সাহেব, মেম, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, য়ুহুদী, মাদ্রাজী, ভাটীয়া, দেশীয় ক্রীশ্চান্। মেয়েরাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। তা তাহারা পুরুষ নয় বলিয়াই হউক্, কিম্বা পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য অনেক বলিয়াই হউক্।

পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত মেয়েদের জন্য যত প্রকার অভিনব অভিনব পোষাকপরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে, পুরুষের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মনে হয়, সৌন্দর্য্যের অভাব পুরুষের ততখানি নয়, যতখানি মেয়েদের। আর ঐ বেশভূষায় নিত্য নূতন পরিকল্পনাটা মেয়েদের সেই অভাবটা পূরণ করিবার নিমিত্তই বোধ হয়। কিন্তু তাহাই বা নিশ্চয়রূপে বলা যায় কি করিয়া? কারণ, সম্মুখ দিয়া একটী সুন্দর যুবক অতিপরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইলেও, দৃষ্টিটা পড়ে কিন্তু জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিহিতা হইলেও একটী নারীরই উপর। তা সে তত সুন্দরী হউক্, আর নাই হউক্, তাহার যৌবন থাকুক্ আর যাউক্। পুরুষের মনে নারী একটা ছাপ দিয়া যাইবেই। ইহাই সনাতন নিয়ম। পৃথিবীর আদিযুগ হইতে ইহাই চলিয়া আসিতেছে। যৌবন, দৈহিক সৌন্দর্য্য, অপরূপ বেশভূষা শুধু সেই ছাপটাকে গভীর হইতে গভীরতরভাবে আঁকিয়া দিয়া যায় মাত্র।

সুজয়ের সম্মুখ দিয়া আধুনিকভাবে সজ্জিতা স্যাণ্ডাল্-পরা একটী বাঙ্গালী ঘরের যুবতী চলিয়া গেল। সুজয় দেখিল, তাহার দেহের বামপার্শ্বটা মাত্র। বড় ভাল লাগিল। মনে হইল—বাঃ বেশ!

কিছুপরে সেই মেয়েটীই ঐপথ দিয়া যখন ফিরিয়া গেল, সুজয় তখন তাহার দেহের সম্মুখ-ভাগটা দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িল। এই মেয়েটীই যে, সেই পূর্ব্বের দেখা যুবতী, ইহা তাহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। এরূপ কুৎসিত মুখের গঠন যে থাকিতে পারে, ইহা ধারণা করাও কঠিন।

কিছুক্ষণ সুজয়ের মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। দূরে একটী মেয়ে জলাশয়ের ধারে পা ছড়াইয়া, বেণী দুলাইয়া বসিয়াছিল। সুজয় তাহার পৃষ্ঠের দিকটা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল; কি সুন্দর বেণী! কি সুঠাম গঠন! কি অপূর্ব্ব গ্রীবা! বামহস্তের উপর ভর দিয়া এমন একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বসিয়া মেয়েটী জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নিবিষ্টমনে দেখিতেছিল যে, দৃষ্টি আপনা হইতেই সেই ভঙ্গীটী সর্ব্বপ্রকারে উপভোগ করিতে সেদিকে ছুটিয়া যায়। সুজয় অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গার্ডেনের ফটক বন্ধ করিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়েটীও উঠিয়া দাঁড়াইল। সুজয়ের দৃষ্টি পড়িল, তাহার দেহের দক্ষিণ ভাগটার উপর। কি আশ্চর্য্য! যাহার পৃষ্ঠভাগ অতসুন্দর দেখাইতেছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই তাহার শরীরের অন্য একটা দিক অত বিসদৃশ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইল কেন? সুজয়ের মনে হইল, যেন তাহার দেখা একখানি সুন্দর ছবি এইমাত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

ক্ষুব্ধচিত্তে সুজয় গার্ডেনের বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বমুখী পথের দক্ষিণ ফুটপাথটী ধরিয়া চলিতে লাগিল। বিপরীত দিক দিয়া দুইটী অন্যদেশীয়া যুবতী হাতধরাধরি করিয়া সুজয়ের দিকেই আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠাটীকে অসামান্যা রূপসী বলিয়াই সুজয়ের মনে হইল। সুজয়ের ইচ্ছা হইল, সে তখনই অন্যপথ দিয়া প্রস্থান করে। কাহাকেও তো সে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে,

সর্ব্বদিক দিয়া সুন্দর দেখিতেছে না। কি জানি, নিকটে আসিলে যদি উহারও সৌন্দর্য্য হারাইয়া যায় !

সুজয়ের যেন একটা আতঙ্ক জন্মিয়াছে। যাহার নিকট যতটুকু সে পাইল, তাহাই যথেষ্ট ; সেটুকু নষ্ট হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই সে পলাইয়া বাঁচিতে চায়! কাহারও এতটুকু সুন্দর অঙ্গভঙ্গী, কাহারও এতটুকু অনাবৃত বক্ষাংশের শুভ্র রূপচ্ছটা, কাহারও এতটুকু পীনোন্নত রূপমদিরা, কাহারও ক্ষীণ-কটির এতটুকু মাধুরিমা, কাহারও ঈষৎরক্তিম নিটোল গণ্ডদেশের উপর এতটুকু তিলচিহ্ন, কাহারও দুইগুচ্ছ ঘনকুঞ্চিত কেশদাম, কাহারও বসিবার এতটুকু বিশিষ্ট লীলাবিলাস কাহারও বঙ্কিমঠামের এতটুকু সুমধুর মূর্চ্ছনা, কাহারও দূর হইতে একটু মিষ্ট কণ্ঠস্বর, কাহারও নয়নের একটু সচকিত চাহনি বা চাঞ্চল্যকর কটাক্ষ, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনকে সর্ব্বদুঃখ ভুলাইয়া ঈষৎ আনন্দের রঙ্গে রঙিন্ করিয়া তুলিতেছে। সর্ব্বস্ব গিয়াও এইটুকু আছে বলিয়াই হয়তো এখনও সে বাঁচিয়া আছে ; সব গিয়াও এখনও যদি তাহার মনের গায়ে এতটুকু রঙের ছোঁয়া লাগে, এতটুকুও রঙ্ ধরে, সেটাও তো আশার কথা ! তাহাকে সে নষ্ট হইতে দিবে কেন ?

কিন্তু এই টুক্‌রা টুক্‌রা সৌন্দর্য্য সে কত কুড়াইয়া বেড়াইবে ? পৃথিবীর যেখানে যত টুক্‌রা টুক্‌রা সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া আছে, তাহাদের তো একত্রিত করিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া, কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই! সেই বা পাইবে কেন ? তবে কত জায়গায় সে তাহার মনকে বিকাইয়া দিবে ?

সুজয়ের এমনিই চঞ্চলকে মনে পড়িয়া গেল। সেও তো সুন্দর ছিল? কিন্তু তাহার কি ওই মেয়েটীর মত অমন বসিবার ভঙ্গী, কি অমন ভ্রূবিলাস, কি ঐরূপ বর্ণ, কি অমন হাসি ছিল? নিশ্চয় না। তবু সে সুন্দর ছিল; খুব সুন্দর ছিল; এত সুন্দর ছিল যে, সেইখানে, শুধু সেইখানেই, অন্য কোথাও আর অশান্ত চিত্তে ছুটিয়া না বেড়াইয়া, সমস্ত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় লইয়া, মুগ্ধ, অচেতন হইয়া সে সেই সৌন্দর্য্যের লীলা-তীর্থে সুখে পড়িয়া থাকিতে পারিত!

অথচ, সুজয়ের অমন যে চঞ্চল, সেও তো তাহার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া সুজয়ের নিকট আসিতে পারে নাই! তবে চঞ্চলই বা তাহাকে কিসে এত আকর্ষণ করিয়াছিল? আর এই সকল পথ-দৃষ্ট টুক্‌রা টুক্‌রা সৌন্দর্য্যই বা তাহাকে কিসে এত মুগ্ধ ও চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে?

চঞ্চলের কথা মনে পড়িতে একটী গভীর ক্রন্দনের সুর সুজয়ের অন্তরের মধ্যে বাজিয়া উঠিল—সে যে সুন্দর ছিল!...সে যে সুন্দর ছিল!......

সুজয়ের মনে হইল, সৌন্দর্য্যের অসংখ্য অগণিত কণা এই পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। যেখানে তাহাদের অনেক গুলিকে লইয়া একটী অখণ্ড সৌন্দর্য্য গড়িয়া ওঠে সেইখানেই মানুষের মন বেশী আকৃষ্ট হয়। চঞ্চলের প্রতি সুজয়ের মন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেও নিশ্চিত ঐ কারণেই। শুধু কি তাই? তাহার উপর চঞ্চলের সান্নিধ্য, তাহার

অন্তরের আগ্রহ, মর্ম্মের টান, অত নিকট পরিচয়, এই সকলই তো সুজয়কে ইহাদের অপেক্ষা অত বেশী করিয়া চঞ্চলের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল ?

যেখানে যতটুকু সৌন্দর্য্য, সেখানে ততটুকুই আহ্বান! সুজয়ের হৃদয়খানি আন্দোলিত হইয়া উঠিল ; চঞ্চল তো চলিয়া গিয়াছে······চঞ্চল তো আর ফিরিবে না······তাহার কথা আর কেন ?······

চঞ্চলের হৃদয় লইয়া না হউক্, তাহার সৌন্দর্য্যের কয়েকটী কণা লইয়া আর একজন আসিয়া সুজয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুজয় সবিস্ময়ে দেখিল, পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সুন্দরীদ্বয় তাহার অতিনিকটে, একরূপ তাহার দেহের উপরই আসিয়া পড়িয়াছে! সুজয় তাহাদের মুখের প্রতি হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল। উভয়ের মধ্যে অধিকতর সুন্দরীটী হাসিয়া বলিয়া উঠিল—ডিড্ নট্ উই মিট্ এল্‌স্‌হোয়ার বাবু ? (Did not we meet elsewhere Baboo ?)

সুজয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—ইয়েস্···মে বি······ (Yes···may be···)

পরক্ষণেই সুজয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল ; সে যেন চঞ্চলকে লক্ষ্য করিয়াই অতিস্পষ্টস্বরে তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল— উড্ ইউ মাইণ্ড্ হ্যাভিং এ ড্রাইভ্ ? (Would you mind having a drive ?)

সুন্দরীটী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—গট্ ইওর্ কার্, এঃ ? (Got your car, eh ?)

সুজয় বলিল—হোয়াই? উই হ্যাভ্ সো মেনি ট্যাক্সিস্ এ্যাট্ আওয়ার্ ডিস্পোজাল্? (Why? We have so many taxis at our disposal?)

বলিয়াই সে সম্মুখস্থ একটী ট্যাক্সিকে আহ্বান করিল।

ট্যাক্সিখানি অবিলম্বে মোড় ঘুরাইয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বিরুক্তি না করিয়া সুন্দরীদ্বয় গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সুজয়ও উঠিল। গাড়ী ছুটিল। কনিষ্ঠা যুবতীটী সুজয়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া সোহাগমাখাস্বরে বলিল—হুইচ্ বার্ ইউ লাইক্ মোষ্ট্ ডার্লিং? (Which Bar you like most darling?)

সুজয়ের দেহটা অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। তথাপি সে কহিল—এনি পোর্ট্ ইন্ দি ষ্টর্ম্ (Any port in the storm.)

সুন্দরীটীর ইঙ্গিতে ট্যাক্সিখানি একটী বিলাতী হোটেলের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল। সুজয় ভাড়া চুকাইয়া দিয়া যুবতীদ্বয় সমভিব্যাহারে হোটেলটীর ভিতরে প্রবেশ করিল ও তিনজনে একখানি টেবিল দখল করিয়া বসিল। ‘বয়’ আসিলে পূর্ব্বোক্তা সুন্দরীটী হুইস্কির অর্ডার দিল। অবিলম্বে হুইস্কি আসিল; যুবতীদ্বয় দুইটী গ্লাস্ তুলিয়া ধরিল; তৃতীয় গ্লাস্টী লইতে সুজয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে তো জীবনে কখনও মদ্যপান করে নাই!

হস্তের গ্লাস্টী সুজয়ের নিকটে আনিয়া ঐ সুন্দরীটী অতিমিষ্ট স্বরে কহিল—কাম্ অন্ ডার্লিং, হোয়াট্স্ রং? (Come on darling. What's wrong?)

মন্ত্রাবিষ্টের মত সুজয় তৃতীয় গ্লাস্‌টী তুলিল। সঙ্গিনীদ্বয় সুজয়ের সুরাপাত্রের সহিত আপন আপন গ্লাস্ ছুঁয়াইয়া, সুজয়ের শুভাদৃষ্ট ইচ্ছা করিয়া হুইস্কি পান করিতে লাগিল। 'বয়' কয়েকবার আসিল; কয়েকবার পাত্র পূর্ণ করিয়া বিদায় লাভ করিল।

হটাৎ সুজয়ের পদতল হইতে যেন ভূমিখণ্ড সরিয়া গেল; তাহার মনে হইল, যেন সে শূন্যে দুলিতেছে; সম্মুখের সঙ্গিনীদ্বয়ের মুখ দুইটী যেন অনেকগুলি হইয়া হাওয়ায় ভাসিতেছে; চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া যেন কেমন একপ্রকার রঙিন্ অথচ অর্থশূন্য হইয়া গিয়াছে; যেন যাহা ইচ্ছা করা যায়, যাহা ইচ্ছা বলা যায়, কোথাও কিছুতে বাধে না।

পার্শ্বের টেবিল হইতে কোট্‌প্যাণ্ট্ পরিহিত পানরত একজন স্ফূর্ত্তি-পিপাসু চীৎকার করিয়া উঠিল—হেল্লো স্যুইটী! (Hello Sweetie !)

হাসিতে হাসিতে যুবতীদ্বয় উঠিয়া ঐ ব্যক্তিটীর টেবিলে চলিয়া গেল; যাইবার সময় সুজয়কে একটা ক্ষুদ্র অভিবাদনও জানাইয়া গেল না।

উহারা চলিয়া গেল কেন?···সুজয় তাহার সমস্ত অভিনিবেশ একত্রিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—উহারা চলিয়া গেল কেন?

ওই অতি ক্ষুদ্র প্রশ্নটা লইয়া সুজয় চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া আপনমনে এতই গভীর গবেষণা করিতে লাগিল যে, ডক্টর্

আইন্‌ষ্টাইন্‌ও তাঁহার সম্বন্ধবাদ আবিষ্কার করিতে বোধ হয় অতখানি উল্লাসচিত্ত হইতে পারেন নাই।

'বয়' আসিয়া বিল লইয়া দাঁড়াইল। সুজয় স্খলিতহস্তে তাহাকে দুইখানি নোট্‌ বাহির করিয়া দিল। 'বয়' একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। অর্দ্ধমুদিত নেত্রে সুজয় হোটেলের ইংরাজী কন্‌সার্ট্‌ বাদ্য শুনিতে লাগিল।

বহুক্ষণ যাবৎ দূরস্থ একটা টেবিল হইতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সুজয়কে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এক্ষণে নিকটে আসিয়া তিনি ডাকিলেন—সুজয়?

—উঁ।

—তুইও আসিস্‌?

সুজয় চক্ষুমুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধহাস্যমুখে শুধু মস্তক আন্দোলন করিল।

আগন্তুক কহিলেন—নেশা হয়েছে?

সুজয় কিছু বলিল না; শুধু নিম্নৌষ্ঠ উল্টাইল।

—বুঝে খেতে পারিস্‌ না? এইতো আমিও খেয়েছি। কে বল্‌বে বলুক্‌ দেখি যে, একটুও বেএক্তার্‌?

পরে 'আয়' বলিয়া আগন্তুকটী সুজয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলেন এবং একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে সুজয়কে উঠাইয়া দিয়া, নিজে উঠিয়া বসিলেন।

সুজয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, লোকটীকে সে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছে? অপরিচিত তো নয়! পরিচিত

মুখ, পরিচিত কণ্ঠস্বর ? কোথায় দেখিয়াছে ? মনে তো পড়ে না ? সুজয় সবই দেখিতেছে, সবই শুনিতে পাইতেছে, সবই বুঝিতে পারিতেছে ; কিন্তু শরীরটা যেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, স্মরণশক্তি যেন পরিশ্রমের ভয়ে একটু নড়িয়া চড়িয়া আবার হাত পা গুটাইয়া বসিয়া পড়ে।

আগন্তুক বলিলেন—বাড়ী যাবি ?

"উঁহুঃ" বলিয়া, মাথা দুলাইয়া জড়িতকণ্ঠে সুজয় কীর্ত্তনের সুরে গাহিল—বঁধু, রহিতে না দিলি ঘরে—

শেষের দিকে সুরটা এলোমেলো হইয়া গেল। সুজয় হাসিল।

—প্রেমে পড়িচিস্ নাকি ?

সুজয় আবার মাথা দুলাইয়া গাহিল—

অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে—

আবার সুরটা সুজয়ের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল ; সুজয় মুখ বিকৃত করিল।

আগন্তুক কহিলেন—তাহ'লে চল্, আজ রাত্টা বাইরেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্ ?

সুজয় সুর করিবার চেষ্টা করিল—বঁধু, অলপ বয়সে পীরিতি করিয়ে—

গাড়ি আসিয়া একটী বাটীর সম্মুখে থামিল। আগন্তুক সুজয়কে ধরিয়া নামাইলেন। পরে ভাড়া মিটাইয়া দিয়া হাঁকিলেন—কেষ্টো—

একটী ভৃত্য উপর হইতে নামিয়া আসিল। আগন্তুক নিম্নস্বরে 'কেষ্টো'কে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরা, মানে, কুসুম্ কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

কেষ্টো কহিল—না বাবু। হার্‌মনি নিয়ে গান্ কচ্ছেন্।

তিনি কহিলেন—আচ্ছা নে, এই বাবুর ও হাত্‌টা ধরে ওপরে নিয়ে চ'।

দুইজনের স্কন্ধে ও হস্তে ভর দিয়া, দুলিতে দুলিতে, সহাস্যমুখে সুজয় একটী সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। মেঝেয় পরিষ্কৃত, শুভ্র ঢালা বিছানা। সেখানে পরিপাটীরূপে সজ্জিতা, একটী সালঙ্কারা যুবতী হারমনিয়ম ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে। দেখিলে মনে হয়, এতক্ষণ সে সঙ্গীতচর্চ্চাতেই নিযুক্তা ছিল। ইহারই নাম কুসুম। বীরেনের রক্ষিতা।

উভয়ে একরূপ ধরাধরি করিয়া সুজয়কে আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। সুজয় দিব্য আরাম করিয়া শুইয়া, পরে স্মিতমুখে সুর ধরিল—

দূরে থাক্‌তে দিলি না রাই,
বধু, রহিতে না দিলি ঘরে—

কুসুম কহিল—এ আবার কে ?

বীরেন বলিল—আমার স্কুলের বন্ধু সুজয়।

সুজয় সোল্লাসে হুঙ্কার দিয়া উঠিল—ব্রেন্ !

২৭

পরদিন সকালে প্রায় বেলা এগারটার সময় সুজয়ের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বোধ হইল যেন সর্ব্বাঙ্গ তাহার শয্যামধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। মাথা এত ভার, সর্ব্বদেহে এত আড়ষ্ট ব্যথা, এমন কি মনটা পর্য্যন্ত এত অবসাদগ্রস্থ যে, তাহার আশঙ্কা হইল শয্যা হইতে সে বোধ হয় আর উঠিতেই পারিবে না।

শুইয়া শুইয়া সে চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিল। সমস্তই অপরিচিত। সে কোথায় আসিয়াছে, কাহার গৃহে শয়ন করিয়া আছে, এ স্থানটীই বা কোথায়, সুজয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে গতরাত্রির কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল।......

কে যেন তাহাকে ডাকিতেছিল, আকুল আগ্রহে ডাকিতেছিল; সে গৃহে থাকিতে পারিতেছিল না; ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল;

'আমায় ঘরে থাক্‌তে দিলি না রাই!'

বৈষ্ণব পদাবলীর এই চরণটী এক অতি করুণ কীর্ত্তনের সুরশুদ্ধ তাহার মনে পড়িয়া গেল। সেই তো গাহিয়াছিল? কিন্তু কোথায়?......

সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সুজয় আবার প্রথম হইতে মনে করিবার প্রয়াস পাইল।

সরকার মহাশয়ের নিকট টাকা লইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছিল……হাঁ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল! সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ের সেই রমণীদ্বয়, ট্যাক্সি, বিলাতী হোটেল, মদ্যপান একে একে সব মনে পড়িয়া গেল।

হঠাৎ চতুর্দ্দিকে যেন একটা কিসের কোলাহল পড়িয়া গেল—ছুয়ো! সুজয় মদ খাইয়াছে!

সুজয় প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? সে তো জীবনে কখন কল্পনাও করে নাই যে, সে একদিন মদ খাইবে! অথচ সে তো খাইয়াছে? মদই খাইয়াছে; ইচ্ছা করিয়াই খাইয়াছে।

সুজয়ের মুখে অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল, ঐ কল্পনা কথাটা মনে করিয়া। কল্পনা? কল্পনা সে কোন্‌টা করিয়াছিল? মাধবীকে সে বিবাহ করিবে একথা কি সে কোনদিন কল্পনা করিয়াছিল? চঞ্চলের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে একথা কি সে কোনদিন কল্পনা করিয়াছিল? চঞ্চল যে এমন করিয়া একদিন তাহাকে ফেলিয়া পলাইবে একথা কি সে কোনওদিন কল্পনা করিয়াছিল? মানুষ ভবিষ্যতের কোন্ ঘটনাটা কল্পনায় আনিতে পারে? অতীতের কোন্ কথাটাই বা মনে করিয়া বলিতে পারে? সুজয় কবে জন্মিয়াছিল সে দিনটাও তাহার মনে নাই; জ্ঞান হইবার সময় হইতে একথাও সে কোনওদিন কল্পনা করে নাই যে,

সে ভবিষ্যতে এই সুজয় হইবে, আর তাহার জীবনে এই সব ঘটনা একের পর একটী এমন করিয়া ঘটিয়া যাইবে। অথচ ঘটিয়া তো যাইতেছে? মানুষ যাহা কল্পনা করিতে পারে না তাহা যে কখনও ঘটিবে না, এমন কোনও কথা নাই। মদ খাইয়াছে সে বেশ করিয়াছে। মদ সে আবার খাইবে। আলবৎ খাইবে।

সুজয় রাগে ফুলিতে লাগিল।

কোন্ কথার সূত্র ধরিয়া যে সে এতখানি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং মদ্যপানটাকে অতখানি জোরের সহিত সমর্থন করিল, তাহা তখনই হয়তো সুজয় বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার ঐ রোষগর্জ্জনের অন্তরালে একটা বিরাট্ অশ্রুসাগর গভীর ব্যথায় টল্‌মল্ করিতে লাগিল।

সুজয় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই সর্ব্বাঙ্গ তাহার টন্ টন্ করিয়া উঠিল। উঠিতে পারিল না। গতরাত্রির দেখা সেই স্ত্রীলোকটী অর্থাৎ বীরেনের রক্ষিতা কুসুম আসিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—একটু চা আনিয়ে দেব?

কথার সুরে কেমন যেন একটু ধার-করা দরদ ও মুখস্থ করা মিষ্টতা প্রকাশ পাইল। সুজয় দেখিল, স্ত্রীলোকটী সদ্যঃস্নান করিয়া একখানি রঙিন্ শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। রঙ্ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠাধর, হস্তপদাদি, কেশ বেশ সবই তাহার আছে; একরূপ মানাইয়াই আছে। কিন্তু দেখিলেই মনে হয়—আছে, আছে। তাহাতে আমার কি যায় আসে? তাহার উপর ঐ চক্ষুর দৃষ্টিতে, দাঁড়াইবার ঐ ভঙ্গীতে

এমন একটা অশ্রদ্ধেয় আব্দারের ভাব, যে দেখিলেই বলিতে ইচ্ছা হয়—আমি তো তোমার বেতনভোগী ভৃত্য নয় বাপু, সরে পড়।

চেষ্টাকৃত কোমলকণ্ঠে কুসুম কহিল—অমন করে চেয়ে রইলেন্ কেন? একটু খান্ না, গায়ের ব্যথা মর্‌বে।

'দিতে বলুন্' বলিয়া সুজয় আর একবার কক্ষের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। কুসুম প্রস্থান করিল।

সেই শয্যাবিছান খাট, সেই আয়না, সেই ছবি, সেই সব। সেই বেলাপর্য্যন্ত ঘুমাইয়াই সুজয় জাগিল। অথচ সেই 'উঠ্‌বেন্ না। একটু জিরিয়ে নিন্' বলিয়া চঞ্চল তো আর আসিল না!

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া 'দুত্তোর' বলিয়া সুজয় একলম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মানুষ কি অসহায়! কিছুতেই ভুলিতে পারে না! মনে রাখিবার আবশ্যক না থাকিলেও, সে মনে করিবে? একি যন্ত্রণা!

সুজয় কক্ষমধ্যে পায়চারী সুরু করিয়া দিল। এমন সময় বীরেন আসিয়া কহিল—কিহে সুজয় চন্দোর্, ঘুম্ ভাঙ্গ্‌লো? সুজয় কহিল—হুঁ।

বীরেন বলিল—আমরাও খাই বটে, কিন্তু এমন কুম্ভকর্ণের মত বেলা তিন্‌টে পর্য্যন্ত নাক্ ডাকিয়ে ঘুমোই না। কাজ-কম্মও করে থাকি।

সুজয় কহিল—এতদিন তো দেখিনি। এখন্ কি কর্‌চিস্?

বীরেন হাসিয়া কহিল—তা যদি বল্লে সুজয়, তো সত্যি কথাটাই বলি। ওই কাজের মধ্যে এক কাজ করিছি এই যে,

বাপের তেজ্যপুত্তর্টী হয়েছি। কাজেই, মা আমার, অন্নপূর্ণার মত দু'হাতে লুকিয়ে টাকা সরবরাহ কর্চ্ছেন্; আর আমি এখানে একটু হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। কেমন? মন্দ?

সুজয় অন্যমনস্কভাবে বলিল—নাঃ মন্দ আর কি!

বীরেন একরূপ ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল—মন্দ তো নয়ই। তা যাক্। এখন্ তুমি যে সুজয়চাঁদ্ একটী মন্দ কৰ্ম্ম করেছো তা'র উপায় কি?

সুজয় সাশ্চর্য্যে বীরেনের দিকে চাহিল।

বীরেন বলিল—কাল সন্ধ্যেটায় একা একা ফূর্ত্তিটা মার্লে। আজ আমাদেরও একটু ছিটে ফোঁটা দাও, তবে তো বুঝি।

সুজয় বলিল—তা'র আর কি?

সাগ্রহে বীরেন জিজ্ঞাসা করিল—আমায় কি বাড়ী থেকে ডেকে আন্‌তে হবে? না, নিজেই পায়ের ধূলোটা দেবে?

—না, আর ডেকে আন্‌তে হবে না।

বীরেন কি একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্। ও আর কষ্ট করে আস্‌তে হবে না। আমিই সন্ধ্যের সময় তোমার ওখানে যাব'খন্। কি বল?

সুজয় কহিল—বেশ।

২৮

জীবন-প্রভাতে একজন নাবিক দিক্ বধূ দর্শনে যাত্রা করিয়াছিল ; জীবন-সায়াহ্নে সে যখন দেখিল, বধূ তাহার সেই সমান দূরত্ব লইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে, তখন সে ডুব দিল অতলে ; আয়ুঃ-প্রদীপ নিবিয়া যাইবার পূর্ব্বে যদি এদিকের শেষও খুঁজিয়া পায়, এইটুকু দুর্ব্বল আশা লইয়া।

সুজয় ও ডুব দিল। সেই অতলের গর্ভে। নামিতে নামিতে ক্রমে তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অন্তর পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল, অশ্রু তাহার রক্তের রঙে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, তথাপি সে নামিয়াই চলিল ; উঠিবার চেষ্টাটুকুও করিল না। তাহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক উপশিরা, প্রত্যেকটী স্নায়ু বাঁচিবার ক্ষুধায় ক্ষুধিত হইয়া উঠিল ; বাঁচিবার নেশায় উদ্দাম ছন্দে নাচিয়া উঠিল ; তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অন্তর-যাতনায় তাহার পায়ে কাঁদিয়া আছাড়িয়া পড়িল, আর্ত্তকণ্ঠে আকুতি জানাইল—সুজয় ওঠো, আমাদের বাঁচাও !

সুজয় উঠিল না। উঠিবার শেষ শক্তিটুকু অবশিষ্ট থাকিতে সে উঠিবার কথা মনের কোনেও স্থান দিল না।

নিরুদ্দেশের যাত্রায় কোন দিকেই তো শেষের সন্ধান নাই! কোনও দিকেই তো সুখ ও স্বস্তি নাই! জীবনের অধিকাংশ প্রকৃষ্ট মুহূর্ত্তগুলি দিয়া সে দেখিয়াছে, একদিক অসীম; পরমায়ুর অবশিষ্ট অংশটুকু দিয়া সে বুঝিতে চায় যে, অন্তদিকটাও অতল। সে উঠিবে কেন?

কিছুদিনের মধ্যে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, অমন যে মগুপ ও লম্পট বীরেন সেও শেষে একদিন সুজয়কে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিল—সুজয় কচ্ছিস্ কি? রাত্ যে চারটে বেজে গেল! এখনও মদ্ খাচ্ছিস্?

আরক্তমুখে টলিতে টলিতে সুজয় তীব্রদৃষ্টিতে পার্শ্বদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সুজয়ের পার্শ্বে ফরাসের বিছানার উপর কস্তুরী বাঈ নেশায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিল। বীরেন কস্তুরীকে দেখিয়া বলিল—তুইও কি ওর মত বেহুঁশ্ না হয়ে ছাড়্বি না?

কস্তুরীর দিকে চাহিয়া সুজয় আপনমনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—মন্দ কি!

সুজয় আবার মদের গেলাসটি তুলিয়া লইল এবং ইহার পরও দুইদিন ধরিয়া সে কস্তুরীর বাটীতে বসিয়া দিবারাত্র মদ খাইল; বাটী ফিরিল না।

বাড়ীতে ইদানিং সে খুব কমই যায়। যেটুকু সময়ের জন্য সে গৃহে থাকে তাহার মধ্যে মাধবীকে সে বড় একটা

দেখিতেই পায় না। কারণ, সুজয় গৃহে ফিরিলে অজানিত কারণে সে এতখানি ভয় পাইয়া যায় যে, যতক্ষণ সুজয় গৃহে থাকে সে শুধু পলাইয়া পলাইয়াই বেড়ায়। কোনরূপেই সে সুজয়ের সম্মুখীন্ হইতে পারে না; কোনরূপেই তাহার সাহসে কুলাইয়া ওঠে না। সুজয় যে তাহার সহিত কোনও অশিষ্ট আচরণ করে বা রূঢ় বাক্য বলে তাহা নয়; ইদানিং বরং সে মাধবীর সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কোমল ও সদয় ব্যবহারই করিয়া থাকে। তথাপি মাধবীর ভয় যায় না। সুজয়ের মুখের দিকে চাহিতে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটা অসহ্য ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে; মনে হয়, তখনই সে কাঁদিয়া ফেলিবে, অশ্রু তাহার রোধ মানিবে না।

অথচ সুজয়ের সম্মুখে না হইলেও অন্তরালে তাহার অশ্রু রোধ মানে না। অন্যের অসাক্ষাতে লুকাইয়া লুকাইয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়; কাহাকেও জানিতে দেয় না।

নিভা একদিন বেড়াইতে আসিল; বহুদিন সুজয় তাহাদের বাটী যায় নাই এবং শীঘ্রই যোগেশ দিল্লীতে বদ্‌লী হইতেছে বলিয়া।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল—কেমন্ আছিস্?

মাধবী বলিল—ভাল।

—ঠাকুরপো যে আর ওদিক্ বড় মাড়ায় না, কেন বল্‌তো?

—কি জানি।

—বা রে। কি জানি কি? বল্ যে আঁচলে গেরো দিয়ে রেখিচিস্।

শুনিয়া মাধবী কোনও জবাব দিল না; শুধু একটু হাসিল। সে যে কি করুণ হাসি, সে কেবল সেই বুঝে যে সর্ব্বস্ব হারাইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; এবং বাঁচিয়া থাকে বলিয়াই যাহাকে কতকগুলা কথা বলিতে হয়, কতকগুলা কাজ করিয়া যাইতে হয়, আবশ্যক হইলে হাসিতেও হয়, কিন্তু লাগিয়া থাকে তাহাতে একটা ম্লান ছায়া দুঃখের স্মৃতি বুকে লইয়া।

নিভা বলিল—হাস্‌লি যে বড় ?

উত্তরে মাধবী শুধু নিভার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া মুখ অবনত করিয়া লইল। পরে ধীরে ধীরে কহিল—এম্‌নি।

সুজয়ের আধুনিক পরিবর্ত্তনের বিষয় নিভা কিছুই জানিত না। তবু মাধবীর উত্তর শুনিয়া সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। বেচারার মুখের দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণভাবে তাহার হৃদয়ে একটা সহানুভূতির কম্পন জাগিয়া উঠিল মাত্র।

প্রসঙ্গান্তরে নিভা বলিয়া গেল যে, শীঘ্রই তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া যাইবে যেহেতু যোগেশের আফিসে 'বদ্‌লী' হইয়াছে। হয়তো চিরদিনের মতই তাহাদের কলিকাতার বাস উঠিয়া গেল। যোগেশ নিজে দুই একবার আসিয়া সুজয়ের সাক্ষাৎ পায় নাই। অতএব দিল্লী যাত্রার পূর্ব্বে ঠাকুরপোকে যেন মাধবী একবার তাহাদের সহিত অবিলম্বে দেখা করিতে বলে।

সুজয়ের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের বিষয় নিভা না জানিলেও সুদূর আজমীরে বসিয়া সুজয়ের ভগ্নী রেবা তাহা শুনিল। বিবাহের পর

সে কয়েকবার শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হইতে সে আর একবারও কলিকাতায় আসে নাই। আজমীব হইতেই সে তাহার একমাত্র ভাই সুজয়ের সংবাদাদি রাখিত। কিছুদিন হইল রেবার খুল্লতাত পুত্র আজমীরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিল। তাহার মুখে রেবা সুজয়ের অধঃপতনের কথা শুনিল। কথা তো আর চাপা থাকে না!

যে-কথা মাধবী, নিভার নিকট গোপন করিল, সেই কথা এইরূপে চলিয়া গেল আজমীরে, রেবা ও তাহার স্বামীর নিকটে। উৎকণ্ঠিতা হইয়া অবিলম্বে রেবা কলিকাতায় ছুটিয়া আসিল।

রেবা পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতে সুজয় কহিল—এতদিন পরে বুঝি তোর দাদাকে মনে পড়্‌লো রে রেবা?

রেবা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিল—কি কর্‌বো দাদা, আমি তো আর স্বাধীন্ নই?

সুজয় একটু হাসিল।

অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে রেবা বলিল—তুমিও তো আমার খবর রাখ না দাদা?

—কে বল্লে?

—বল্‌বে আবার কে?

কিছুক্ষণ পরে সুজয় ধীরকণ্ঠে কহিল—সত্যি কথাই বলেছিস্ রেবা। আমিও তো কোন খবর রাখি না।

সুজয়ের এই ত্রুটী স্বীকারের মধ্যে যে আক্ষেপের সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহাতে রেবা বিচলিতা হইল; সে তৎক্ষণাৎ কথাটাকে

ঘুরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কোনও অসুখ করেনি তো দাদা ?

—কৈ না ?

—না বৈকি। শরীরটা কি হ'য়ে গেছে, আয়নাতে একবার দেখেছো ?

সুজয় অকপটে স্বীকার করিল যে, আয়নাতে সে নিজের শরীরটাকে অবশ্যই বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই ; তবে অসুখ যে তাহার হয় নাই, ইহা জোর করিয়াই সে বলিল।

রেবা কিন্তু শুনিল না ; সে ধরিয়া বসিল—দাদা তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

সুজয় হাসিয়া বলিল—কোথায় রে ?

—আজমীরে।

সাশ্চর্য্যে সুজয় কহিল—কেন ?

—এমন্ কি বোনের বাড়ী কেউ যায় না ?

—তা যাবে না কেন ?

—তবে ?

—তবে কি ? আমাকে তোর সঙ্গে আজমীরে যেতে হবে ?

বিজ্ঞের মত রেবা বলিল—হঁা। সেখানকার জল হাওয়া ভাল। তোমার শরীরও ভাল নয়। দুদিন্ থাক্‌লে শরীর সেরে যাবে। আর বৌদিও যে রকম রোগা হ'য়ে গেছে, তা'তে তারও একটু হাওয়া বদ্‌লে আসাটা তো দরকার দাদা ?

সখেদে সুজয় কহিল—সত্যি রে রেবা। ঠিক্ বলিছিস্। তোর

বৌদি বড্ড রোগা হয়ে গেছে! ওকেই বরং তুই সঙ্গে করে দু'দিন নিয়ে যা।

সবিস্ময়ে রেবা বলিল—আর তুমি?

সুজয় হাসিয়া কহিল—আমার কি যাওয়া হয় রে?

—কেন হয় না? আর তা ছাড়া, বৌদি কি তোমায় ফেলে এক পা'ও নড়্‌বে মনে করেছো?

—তা'তো মনে করিনি। আর নড়্‌বে বলে বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু ওর্‌ই তো যাওয়া দরকার রেবা?

—সে তো দরকার। তা' বৌদির খাতিরেই না হয় তুমিও চল না দাদা?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুজয় বলিল—না রে বোন্‌। আমার এখনও যাবার সময় হয়নি।

শুনিয়া রেবার মুখ ম্লান হইয়া গেল। দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাধবী অশ্রু মুছিল।

২৭

তা শরীরে সইবে কেন? সহ্যের অতিরিক্ত ভার দিলে লৌহও নত হইয়া পড়ে, ভাঙ্গিয়া যায়। চির-কাঙালের মত শরীরের ভিক্ষা লাগিয়াই আছে। তাহার প্রতিমুহূর্ত্তের, প্রতি ঘণ্টার ও প্রতি দিবসের প্রার্থনা পূরণ করিতে থাকিলেও, আকাঙ্ক্ষা তাহার মিটে না, যাচ্ঞা তাহার বাড়িয়াই চলে। কিন্তু অবশেষে এমন একটা সময় আসে যখন তাহার গ্রহণ করিবার শক্তিও নিঃশেষ হইয়া যায়; তথাপি চাহিতে সে ছাড়ে না। তখনও সে চিকিৎসকের নিকট মিনতি জানায়—অন্ততঃ এক ছটাক্ মদ্ খাওয়াও। হাজার টাকা পুরস্কার দিব। একবার দুই মিনিটের জন্য স্ত্রীসহবাসের শক্তি ফিরাইয়া দাও, লক্ষটাকা দিব।

শরীরের শক্তি শেষ হইয়া আসিলে চিকিৎসকের শক্তি কি যে সে-শক্তি আর ফিরাইয়া দেয়? শরীর তো চাহিবেই। সে যে জন্মাবধি মরণ-পণ করিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিয়াছে! প্রতিমুহূর্ত্তে সে গ্রহণ করিয়া যে আপনাকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া যাইবেই: শেষপর্য্যন্ত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করিয়া না যাইতে পারিলে যে তাহার ছুটি নাই!

সুজয়ও ছুটিয়াছিল। দেহের চাহিদা মিটাইবার জন্য। তাহার যত কিছু প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য। কারণ, সে চাহিয়াছিল দান করিতে। মনের আকাঙ্ক্ষা সে তো পূরণ করিতে পারিল না, সে তো দান করিয়া নিঃস্ব হইতে পারিল না! তাই সে দেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য প্রাণপণ করিল। সহায় সম্বলহীন দরিদ্র বিধবা যেমন স্ফূর্ত্তি পিপাসু একমাত্র সন্তানের জন্য সর্ব্বস্বপণ করে। কিন্তু শেষ তো তাহাতে রক্ষা হয় না! সুজয়েরও শেষ রক্ষা হইল না। দেখিতে দেখিতে সে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিয়া চলিল। আজ কস্তুরীবাঈ, কাল মিস্ পারুল করিয়া তাহার রাতের পর রাত কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে জানিতেও পারিল না, কবে কোন্ বারবনিতার সংস্পর্শে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার দেহ দুষ্টব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। যেদিন তাহার চৈতন্য হইল যে, তাহার শরীর কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে, সেদিন সে প্রথমটা মহা আশ্চর্য্যের সহিত আবিষ্কার করিল যে, সত্যকেও স্বীকার করিতে লজ্জা আসিয়া মানুষের মনে বিষম আঘাত করে। সে আঘাত এতখানি প্রবল যে, তাহার জন্য মানুষ তাহার এত প্রিয় যে জীবন, তাহাও অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত দিতে পারে!

সুজয় দেখিল, সত্যকে স্বীকার না করিতে পারিবার যে দুর্ব্বলতা, তাহাকে স্বীকার করিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে। সে অবমাননাও জীবনান্তকর।

না। সুজয় তাহা কিছুতেই স্বীকার করিবে না। কেন

করিবে? তাহার জীবনের পথে সে যে সন্ধান করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহার সাফল্য লাভ করিতে হইলে, এতটুকু লজ্জা বা এতটুকু সঙ্কোচ যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে? না—না। সুজয় আপনাকে সে প্রশ্রয় দিবে না। যাহার দ্বারা সত্যকে অবমাননা, অস্বীকার করিতে হয়, তাহা সে প্রাণান্তেও মানিয়া লইবে না। কেন লইবে? আর কতদিন? আর কতদিন সে এই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষুদ্র দেহের বিনিময়ে তাহার জীবনের সন্ধানের পথে, এই সাংসারিক বৈচিত্র্যের মধ্যে বিকিকিনি করিতে পারিবে? ইহারই মধ্যে সুজয় কিরূপে তাহার অতখানি দৃঢ় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে? সে যে শেষ দেখিবেই। অন্ততঃ যতখানি এই জীবনে সম্ভব।

চিকিৎসক আসিয়া পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মত মুখভার করিয়া গুরু গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—তাইতো সুজয় বাবু!

উদ্বিগ্নস্বরে সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—তাইতো কি?

অস্ত্রোপচারের নিমিত্ত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া ঈষৎ শ্লেষার্থে চিকিৎসক বলিলেন—আপনারও এইসব্ ব্যারাম্?

শুনিবামাত্র চিকিৎসকের ঝুঁকিয়া পড়া বক্ষের উপর সজোরে পদাঘাত করিয়া সুজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—মূর্খ! মানুষের দেহের গোটাকতক্ হাড়্ আর গোটাকতক্ ওষুধের নাম মুখস্থ করে ডাক্তার হয়েছো; আসল্ মানুষের খবর কি রাখ? টাকা দিয়েছি, ভিজিট্ নিয়েছো, রোগ দেখ, অপারেসন্ করো। আমার ইচ্ছে হয়, আমি আবার যাব। শুনছো ডাক্তার, আবার যাব!

আবার অসুখ্ হয়, আবার ভিজিট্ দেব, আবার আস্‌বে, আবার অপারেসন্ কর্‌বে—

বলিতে বলিতে সুজয় দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া, চিকিৎসকের কথাটীকে ব্যঙ্গের সুরে অনুকরণ করিয়া কহিল—আপনারও এই ব্যারাম্! এ কথার মানে কি হে যুধিষ্ঠির ম'শায়? কান্ পাক্‌লে পূজ্ হয় না? গ্যাংগ্রিন্ হ'লে অপারেসন্ করো না? একটা অঙ্গে পচ্ ধরলে কেটে বাদ্ দাও না? পেট্ খারাপ হ'লে, ওষুধ্ দাও না? কৈ? তখন্ তো বল না, তুমি যা' হজম্ করতে পার তা'র বেশী খেয়ে অসুখ্ করেছ, ওষুধ্ দেব না? চোখ্ থাক্‌তে গাড়ীচাপা পড়েছ, লজ্জায় তোমার মরে যাওয়া উচিৎ, ও ভাঙ্গা পা আর জুড়্‌বো না? সিফিলিস্ কি একটা ব্যারাম্ নয় নাকি? তা'র ওষুধ্ নেই? ভিজিট্ নিয়েছো। চিকিৎসা কর্‌তে এসে অত শ্লেষ কেন হে, শুকদেব গোঁসাই?

চিকিৎসক অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। নূতন আনীত চিকিৎসক আসিয়া অস্ত্রোপচার করিলেন। সুজয় উঃ আঃ করিল বটে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণাকে সে একটা বিচিত্র সুরে উপহাস করিল শুধু মনে মনে একটা কথা বলিয়া—কেমন?

শয্যায় শুইয়াই সুজয়ের দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। দিন রাত্রি এক করিয়া সেবা করিতে লাগিল মাধবী। তাহার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, দুইহাতে সুজয়ের রক্ত-পূজ অম্লানবদনে পরিষ্কার করিতে লাগিল। সুজয়ের যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার চক্ষে অশ্রু ধরে না। সুজয়ের উপর তাহার রাগ নাই, অভিমান

নাই; শুধু তাহার রোগযন্ত্রণার কাতরোক্তিতে মাধবীর অন্তরটা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চায়। তাহার মনে হয়, যদি এমন কোন উপায় থাকিত যে, ঐ যন্ত্রণাটা সে নিজে গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে অবিলম্বে হাস্যমুখে সে তাহা গ্রহণ করিত। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়! একজনের দৈহিক যন্ত্রণা তো আর একজন শত ইচ্ছা বা সহস্র কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার উপায় কি?

সুজয়ের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইলে সে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে থাকে; বিজলী পাখাটা খুলিয়া দেয়।

সুজয় বলে—আঃ কর কি? বাতাসে কিছু হয় না।

মাধবী অবোধ শিশুর মত অসহায়ভাবে শুধু সুজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোনও কথা বলিতে পারে না; চক্ষে টল্‌মল্ করে তাহার অশ্রুর উৎস।

মাসের পর মাস কাটিয়া চলিল। সুজয়ের ব্যাধির উপশম হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

বিপুল অর্থব্যয়ে ও মাধবীর অক্লান্ত সেবায় বহুদিন পরে সুজয় পূর্ব্বোক্ত কুৎসিত ব্যাধির কবল হইতে একরূপ মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু বহুদিন যাবৎ অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু তাহার যকৃতের যে দোষ জন্মিয়াছিল, তাহা আর দূর হইল না। চিররুগ্নের মতই তাহার ঔষধ ও পথ্য চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুসারে চলিতে লাগিল।

জলস্রোতের মত মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, নিশ্চিহ্ন অতীতের অতল গর্ভে গিয়া মিলাইয়া যায়। রোগপাণ্ডুর, কৃশ, মলিন ও দুর্ব্বলদেহে সুজয় কোনপ্রকারে বাটীর ছাদে কিম্বা বারান্দায় মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারী করে এবং সামান্যমাত্র পরিশ্রমে কাতর হইয়া আবার আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লয়। সহায় সম্বলের মধ্যে অন্ধের যষ্ঠির ন্যায় নির্ভর করিতে এ সংসারে সুজয়ের আছে, শুধু মাধবী। তাহাকে না হইলে সুজয়ের একদণ্ডও আর চলে না। কখন্ তাহার মাথা ব্যথা করিতেছে, কখন্ তাহার জ্বর আসিতেছে, কখন্ তাহার কোন্ অসুবিধা হইতেছে, ইহা যেন সুজয়ের পূর্ব্বেই মাধবী বুঝিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার আবশ্যক অনুসারে সযত্ন প্রতিবিধানগুলিও

করিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে মাধবী তাহার এতখানি অত্যাবশ্যকীয়া সঙ্গিনী হইয়া পড়িল যে, সে ব্যতীত সুজয়ের বাঁচিয়া থাকাটা যে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহা সুজয় আর ধারণার মধ্যেও আনিতে সমর্থ হইল না।

আজ বড় দুর্দ্দিনে মাধবী সুজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভাবিতে চক্ষে জল আসে যে, সুদিনে সুজয় এই মাধবীর নিকটে একদিনের জন্যও আসে নাই ! এ কথাটা কতখানি দুঃখের ও লজ্জার তাহা চিন্তা করিতেও সুজয় দ্বিধা বোধ করে, ভয় হয় !

ভয় হয়। কারণ, আজ যদি মাধবী তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সুজয়ের কি হইবে ?

সুজয় হাসে। সে জানে, মাধবী তাহাকে কোনওক্রমেই ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু চঞ্চল ? সে তো সুজয়কে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ? সুজয়ের কথা সে তো একবার ভ্রমেও চিন্তা করিয়া দেখিল না ? কিন্তু আশ্চর্য্য ! তবুও চঞ্চলকে পর মনে হয় না ! সুজয় চিন্তা করে, আজ হয়তো মাধবী ও চঞ্চলকে একত্রে রাখিয়া তুলনা করিবার সময় আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মনে মনে সে বহুবারই তাহা করিয়াছে। কিন্তু আজিকার মত দিনে, তাহার শরীরের ও মনের এই ভীষণ দুর্য্যোগ-সময়ে সে তো কখনও উভয়ের তুলনা করিবার সুযোগ পায় নাই !

সুজয়ের মনে হইল, চঞ্চলের অসাক্ষাতে তাহাকে লুকাইয়া সে অন্যায়ভাবেই তাহার উপর দোষারোপ করিতেছে। সুজয়ের

দুর্দ্দিনে চঞ্চল কি করিত কিম্বা কি করিত না, সুজয় তাহা নিশ্চয়ই জানে না! আজ তাহার দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, মনও দুর্ব্বলতা ও অবসাদগ্রস্থ হইয়াছে; সেই জন্যই, বোধ হয়, আজ ঐরূপ দোষ-দৃষ্টি দিয়াই সে চঞ্চলকে দেখিতেছে; এবং সেই কারণেই আজ তাহাকে মাধবীর পার্শ্বে রাখিয়া একটা তুলনা বা বিশ্লেষণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। নতুবা চঞ্চলের নিকট তাহার নিজের অপরাধেরও তো সীমা নাই? একথা সে ভুলিতে বসিয়াছে কেন? সুজয় যাহা পারে নাই, চঞ্চল তাহা পারিয়াছে। ইহা মূর্খের নিকট স্পষ্ট না হইতে পারে, হৃদয়হীন যে তাহার নিকট ধরা না পড়িতে পারে; কিন্তু সুজয় মূর্খ বা হৃদয়হীন হইলেও, মনের ও ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা এখন সে বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে যে, যে-পথে চঞ্চল ছুটিয়াছে, সে পথে ছুটিবার সামর্থ্য সুজয়ের নাই। বুঝাইয়া বলিবার নয়। সে ঐরূপভাবেই গঠিত!

চঞ্চলের দিক হইতে সে দুর্ব্বল হইতে পারে, কিন্তু সুজয়ের মনোনীত পথে তাহারও তো আসিবার শক্তি ছিল না?……

ভাল মন্দের কথা নয়। যেহেতু, যাহা ভাল, তাহা ভাল বুঝিলেও কি মানুষ তাহা করিতে পারে? ভাল বুঝিয়াছিলাম যে, মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই, চরিত্রহীনতা মহাপাপ; তাহার পর, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে নাই, সত্য কথা বলা উচিৎ এবং এইরূপ আরও কত কি! কিন্তু কোন্‌টা ঠিক বুঝিয়াও বা উচিৎ বলিয়া মনে করিয়াও করিতে পারিলাম? কতবার শপথ করিলাম, আর মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিব না; শপথ মিথ্যা হইল। কতবার

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলাম, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিব ; কিন্তু কোন প্রকারেই তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। কতবারই সঙ্কল্প করিলাম, আর পরের প্রাণে ব্যথা দিব না ; কিন্তু প্রতিবারই সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গেল।

তোমার নীতি, তোমার উপদেশ, তোমার শাস্ত্র দিয়াও তো কিছু হয় না ? আমি যাহা করিবার ঠিক তাহাই করিয়া চলিয়াছি। আমি যদি বলি যে, "আমার ভাল লাগে ; আমি বুঝি যে, ইহা আমার করা উচিৎ নয়, কিন্তু ইহা আমি না করিয়াও থাকিতে পারি না ; কারণ, ইহা আমার ভাল লাগে। মদ্যপান করা বা বেশ্যার নিকট যাওয়া কতদূর অন্যায় তাহা আমি বুঝি, কিন্তু সুরা পান না করিলে আমি থাকিতে পারি না ; বেশ্যার নিকট যাইতে আমার ভাল লাগে।" তাহা হইলে আমার এই ভাল লাগাটার নিকট তোমার শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, মীমাংসা সবই ব্যর্থ হইয়া যায়। যতই যাহা বলনা বা যতই যাহা করনা, আমার এই ভাল লাগাটা সকলদিকেই জয়ডঙ্কা বাজাইয়া প্রচার করে যে, ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সমালোচনা, প্রাণপণ প্রচেষ্টা সকলই বিফল। আমি এই দিকেই ছুটিব ; কারণ, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে ইহাই আমার ভাল লাগিবে বলিয়াই স্থির হইয়া আছে। ইহাকে তুমি দুর্ব্বলতাই বল, আর অন্যায়ই বল, কিছু যায় আসে না।

চঞ্চলের যাহা ভাল লাগিয়াছে, সে তাহাই করিয়াছে। আমার যাহা ভাল লাগিয়াছে, আমি তাহাই করিয়াছি বা করিতেছি।

অভিযোগ করিবার কি আছে? অভিমান জানাইবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে? চঞ্চলের বিরুদ্ধে সুজয়ের অভিযোগ নাই।

আর এই মাধবী? ইহাকে দেখিলে স্নেহও হয়, ভয়ও হয়। ইহার নিকট কত অপরাধই করিয়াছি! ইহার জীবনের সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রমেও দৃক্‌পাত করি নাই; ইহার জীবনের কত আশার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আমি স্বহস্তে তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছি! পূজার নৈবেদ্যের মত ইহার প্রাণের কত আকুল আকাঙ্ক্ষা আমার প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছিল, পাষাণ হৃদয়ে আমি তাহা প্রত্যাখান করিয়াছি! ইহার প্রাণের কত কাতর প্রার্থনা তিলে তিলে দগ্ধ, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ধূপের মত, ভীরু, সন্তর্প সুগন্ধি দিয়া আমার অন্তরকে স্পর্শ করিতে চাহিয়াছিল; আমি হৃদয়হীন, নিষ্ঠুরের মত সেদিকে বারেকের তরেও সহানুভূতির ক্ষণিক চকিত দৃষ্টি দিই নাই! আমার প্রতিদিনের প্রতিব্যবহারের দ্বারা আমি মাধবীর যৌবনের অমর্য্যাদা করিয়াছি! তাই ভয় হয়, আজ যদি সে আমাকে আমার এই দুর্ব্বলতার দিনে, দুর্দ্দিনের সময়ে আমার অক্ষমতার, অসামর্থ্যের প্রতি হটাৎ সজাগ হইয়া ওঠে? যদি আমাকে প্রশ্ন করে? ত্যাগ করিয়া যায়?

মাধবী মরুক্। ক্ষতি নাই। আমার ত্রুটীর কথা অতীতের গর্ভে লুকাইয়াছে। আজ সহস্র প্রায়শ্চিত্ত দিয়াও তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু মাধবী মরিলে ক্ষতি যে হইবে আমার? ইহাই তো উদ্বেগের কথা? আমার অসুবিধা, আমার স্নেহের ক্রন্দন, আমার সুখের ব্যাঘাত যে, আজ মাধবী তাহার তিলেকের

অনুপস্থিতি দিয়া নির্ম্মমরূপে পরিশোধ করিতে পারে, ইহাই যে ভাবিতে ভয় হয়!

মাধবীর অনুপস্থিতির তীব্র বোধটাকে লোকে বিরহ বলিয়া ভ্রম করিতে পারে সত্য। কিন্তু সে তো প্রেমের বিরহ নয়! সে যে স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত আত্মসুখের অভাব বা গ্লানিবোধ, ইহা কে বুঝিবে?

মাধবীর জন্য প্রেমের বিরহ? তাহাও কি সম্ভব? মাধবী কি তাহার দেহে ও মনে বসন্তের বীজাঙ্কুর জাগাইতে পারিয়াছে? তাহার যৌবনের গভীর নিদ্রা কি মাধবী ভাঙ্গাইতে পারিয়াছে? মাধবীর অভাবে যাহা হইবে, তাহা আর যত ক্লেশের কথাই হউক্.. তাহা বিরহ নয়। অথচ এই মাধবী ব্যতীতও সুজয়ের আর চলে না! ভরসা, মাধবী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, ত্যাগ করিবে না।

ইদানিং একটা কথা প্রায়ই সুজয়ের মনে হয়। মাধবী তাহার নিকট কি পাইয়াছে বা পাইতেছে, যাহার জন্য সে অতখানি আত্মবিস্মৃত হইয়া দিবারাত্র নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার সেবা করিয়া যাইতেছে?

সম্প্রতি সে আয়নাতে আপনার দেহটাকে দেখিয়াছে। প্রথমটা সে আপনাকে চিনিতেই পারে নাই। আদর্শে প্রতিফলিত ঐ কৃশকায়, কুব্জদেহ, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, কোটরগত চক্ষু, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধটা যে, সে নিজেই, ইহা অনেকক্ষণ সে বুঝিতেই পারে নাই। তাহার দেহের এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে বিস্ময় অপেক্ষা দুঃখটাই

হইয়াছিল তাহার বেশী। একদিন সে কত ব্যায়ামই না করিয়াছিল! প্রতিদিন ইঞ্চ্ মাপিয়া তাহার বক্ষের দৈর্ঘ্য, ওজন করিয়া দেহভারের বর্দ্ধমান্ গুরুত্ব, দৃঢ়তা দ্বারা শরীরের প্রায় প্রত্যেকটা মাংসপেশী, সে ডায়েরীতে তারিখ দিয়া, দর্পনের প্রতিদিনের প্রতিবিম্ব দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতার পথে লইয়া গিয়াছে। যে দেখিয়াছে সেই বলিয়াছে, শরীর গঠন করিতে হয় তো সুজয়ের মত। সে যে অসুন্দর নয়, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সে বড় ব্যথা পাইয়াছে। তাহার এতদিনের এত যত্ন ও পরিশ্রম যে, এমনভাবে বিফল হইয়া যাইতে পারে, একথা সে কোনদিনই ভাবিতে পারে নাই।

কয়েকদিনে আঘাতটা তাহার সহিয়া গেল বটে, কিন্তু একথা সে কোনরূপেই বুঝিতে পারিল না যে, মাধবী কি দেখিয়া, কিসের আশায় বা মোহে এখনও তাহার অতখানি দরদমাখা পরিচর্য্যা করিয়া যাইতেছে? আজ সে তাহাকে কি দিতে পারে? তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য, তাহার যৌবন, আজ তো সবই সে হারাইয়াছে? মানুষ যাহা দেখিয়া ভুলে, আজ তো সুজয়ের তাহার আর কিছুই নাই? অথচ, মাধবী তাহার এই আগত বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ হাড়কয়খানা লইয়া যেন তন্ময়চিত্তে পুতুলখেলা জুড়িয়া দিয়াছে। তবে কি সুজয়ের উপর, সুজয়ের এই অপদার্থ দেহটার উপর মাধবীর সম্পত্তিবোধ জন্মিয়াছে? তাহা না হইলে, এত যত্ন, এত আর্ত্তি, এত দরদ, এতখানি প্রাণের আত্মনিবেদন মাধবীর

কোথা হইতে আসা সম্ভব? নতুবা ইহার মূল প্রস্রবনই বা কোথায়?

আমার স্বামী! বড় কম কথা নয়! সুজয় যাহাই হউক্ না কেন, তবু সে মাধবীর স্বামী! এই বোধটা, আপন সম্পত্তির উপর এই মমত্বটাই যে, মাধবীকে সুজয়ের সেবায় নিয়োজিত করিতেছে না, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়?

কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে, মাধবী সুজয়কে ভালবাসিয়াছে; অর্থাৎ সুজয়ের উপর তাহার প্রেম জন্মিয়াছে। মাধবীর মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি যেটুকু আছে, তাহার দ্বারা বাল্যাবধি সে যাহা শুনিয়াছে তাহাই সে বিশ্বাস করিয়াছে; স্বামীই যে স্ত্রীর একমাত্র দেবতা, ইহা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছে। মৃত্যুর পর পরকাল আছে, স্বর্গ আছে, নরক আছে; সতী স্ত্রীরই স্বর্গে যাইবার অধিকার আছে, অসতীর নাই, একথা সে বাল্যাবধি বিনা তর্কে মানিয়া লওয়ায় সুজয়ের উপর তাহার বোধ হয় শুধু স্বামী বলিয়াই এক প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর তাহার ভক্তির দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। কারণ, সুজয়কে সে নিশ্চয়ই অপছন্দ করে নাই; এবং অপছন্দ করে নাই বলিয়াই সুজয়ের শত অপরাধ সত্ত্বেও সে তাহার প্রিয়জন হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব দার্শনিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সুজয়ের ভালবাসা না পাইলেও, ঐ সকল কারণে এবং তাহার সঙ্গপ্রিয়তা ও যৌনতৃপ্তির বিনিময়ে মাধবী তাহাকে ভালবাসিয়াই ফেলিয়াছে।

সুজয় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, পুনরায় ইহা মনে করিয়া যে, তাহা হইলে মাধবী অবশ্যই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না।

শারীরিক দুর্ব্বলতা মানুষের মনটাকে এমনই অসহায় করিয়া ফেলে!

সুজয় কিন্তু একটা অপরাধ করিয়া চলিল। মাধবীকে না জানাইয়া প্রত্যহ মদ খাইতে লাগিল। মাধবীর দিক চিন্তা করিয়া, অথবা নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া, সে উহা ত্যাগ করিল না। সে শুধু মনে মনে বলিল—এমন মাধবীকেও সে যখন ভালবাসিতে পারিল না, তখন মদ খাওয়া ব্যতীত তাহার আর গত্যন্তর কি?

৩১

এদিকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে যতপ্রকার ঔষধের বিধিব্যবস্থা আছে, সে সমস্ত দিয়াও যখন সুজয়ের জ্বর প্রশমন করা গেল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া চিকিৎসক মহাশয়েরা একবাক্যে পরামর্শ দিলেন যে, বায়ুপরিবর্ত্তন আবশ্যক।

শুনিয়া সুজয় হাসিল; এবং বিশেষ তৎপরতার সহিত মাধবী আজমীর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বারান্দায় একখানি আরাম চেয়ারে বসিয়া আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সহাস্যে সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—যাত্রাটা কতদূরে হবে শুনি?

মাধবী বলিল—আজমীরে।

—রেবার বাড়ী?

মাধবী কিছু না বলিয়া সুজয়ের মুখের প্রতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে চাহিল; কি জানি যদি অমত হয়!

কিন্তু সুজয় কিছুই আপত্তি করিল না; মাত্র একটু ম্লান হাসি হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। মাধবী অনেকখানি আশ্বস্ত হইল; কারণ, সুজয় একবার অমত করিলে মাধবীর এমন সাধ্য ছিল না যে, সে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াই সুজয় একরূপ আপনমনেই বলিল—যোগেশ্‌টা কল্‌কেতা ছেড়ে দিল্লী গেল; আবার সে ফিরে আস্‌তে পারে। কিন্তু আমার, বোধ হয়, আর ফির্‌তে হবে না, মাধবী। হয়তো এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুজয় দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিল, মাধবী সজল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে; কি মর্ম্মভেদী করুণ দৃষ্টি! সহ্য করা কঠিন।

মাধবীকে ভরসা দিবার উদ্দেশ্যে সুজয় বলিল—অসুখ্‌ যে সার্‌বে না, তা' বল্‌ছিনে; আর ফিরেও যে আসা যায় না, তা'ও নয়। তবু বিদেশে একবার গেলে আর ফির্‌তে তো বড়—

বাক্যসমাপ্ত করিতে হইল না; সুজয় দেখিল, মাধবী সেইভাবেই একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে বুঝিল, তাহার কথার ফাঁকী মাধবীর কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে; মাধবীর ওই দৃষ্টির কাছে মনের কোণেও কোনও কথা গোপন করিয়া রাখা সম্ভবপর নয়।

অন্যদিকে চাহিয়া সুজয় স্নেহবিগলিতকণ্ঠে ডাকিল—মাধবী!

মাধবী নিঃশব্দে সুজয়ের নিকটে আসিয়া তাহার মাথার কেশগুলি একটা একটা করিয়া গুছাইয়া দিতে লাগিল। সুজয় তাহার অন্য হাতখানি সাদরে ধরিয়া বলিল—আমি তোমায় কি মনে করতুম্‌ জান?

একরূপ ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া মাধবী কহিল—কি?

—মনে করতুম্‌, বুদ্ধিটা তোমার চেয়ে আমারই বেশী। এখন্‌

দেখ্‌ছি, ঠিক্‌ তার উল্টো। সেইজন্যেই তুমি এখন আমায় আজমীরেই নিয়ে যেতে চাও, কিম্বা আমায় সঙ্গে করে কাশ্মীরেই রওনা হও, আর আমি আপত্তি করি না।

হাসির সুরে শেষের কথাকয়টা বলিতে গিয়া সুজয়ের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল। সে চেষ্টা করিতেছিল, প্রসঙ্গটাকে ক্রমশঃ হাল্কা করিয়া আনিবার জন্য ; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হওয়ায় সে চুপ্‌ করিয়া গেল ; আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

এদিকে যাত্রার আয়োজনটা যতই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, সুজয়ের মনটাও ততই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল ; এই কলিকাতায় সে বাল্যাবধি জীবনের এতগুলা দিন কাটাইয়া গেল ; এখানে তাহার কত স্মৃতি, কত সুখ-দুঃখের কথাই পড়িয়া রহিয়াছে। এই মাধবীকে সে এইখানেই পাইয়াছে ; অমন যে চঞ্চল তাহাকেও সে এই কলিকাতায়ই দেখিয়াছে ; যোগেশকে সে এইখানেই লাভ করিয়াছে ; নিভাকে সে এইখানেই বৌদি বলিয়া ডাকিয়াছে ; এমনি কত কি সে এই কলিকাতায় করিয়াছে ; এমনি কত কি সে এই কলিকাতাতেই লাভ করিয়াছে ও হারাইয়াছে ! আর আজ সেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহির হইতে হইল কোন্‌ নিরুদ্দেশ যাত্রায় !......

সুজয়ের মনটা বিষাদ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

চিন্তা করিতে করিতে হটাৎ বৌদির নামটা এতদিন পরে মনে পড়িতেই সুজয় যেন কেমন একটা বিষাক্ত মিষ্টতার আস্বাদ পাইয়া চমকিত হইয়া উঠিল।

সে যেন আমার দেহের এই দুইটী চক্ষুর কথা, যাহা দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু দেখিতেছি। ওই দুইটা জিনিষ যে, আমার দেহে আছে বলিয়া স্বীকার করি, সে শুধু মুখস্থ করা সত্যের মতই। বস্তুতঃ আমার মুখের উপর উহাদের জীবন্ত অস্তিত্বটার বিষয়ে আমি যে আদৌ সজাগ আছি, ইহা আমি বলিতে পারি না। এই হাতখানা দিয়া আমি লিখিয়া যাইতেছি; লিখিয়াই যাইতেছি, কিন্তু হাতখানাকে আর আমার স্মরণ নাই। পা'দুখানা দিয়া চলিতেছি, কিন্তু পা'দুখানার বিষয়ে আমি আদৌ সচেতন নই। অথচ, এখনই যদি কোনও দৈবদুর্ঘটনায় এই চক্ষু দুইটা বা হাতখানা বা পা'দুইটা আমার নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমার নিকট ধরা পড়িয়া যাইবেই।

আজ নিভার অবর্ত্তমানে সুজয় নিভাকে ঐরূপ একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিতে দেখিতে পাইল। যোগেশের বিবাহরাত্রে ছাঁদ্‌নাতলায় সুজয় যখন নিভাকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার জন্য পাঁচটা কোলাহলের মধ্যে উচ্চরবে অনুরোধ করিতে লাগিল, আজ মনে পড়ে, নিভা তখন চক্ষু খুলিয়া প্রথম সুজয়কেই দেখিয়াছিল। ইহাতে এয়োগণ যে সকল কৌতুক করিয়াছিল তাহা শুনিয়া সুজয়ের যেটুকু আনন্দবোধ হইয়াছিল, তাহা কি যোগেশের বিবাহেরই আনন্দ? না, নিভা প্রথমদৃষ্টিতে সুজয়কে দেখিয়াই যে সলজ্জ হাসিটী হাসিয়াছিল, তাহা নিভার মনের মন্দির-দুয়ারে রঙিন্ ও বিচিত্র আলিপনার একটা প্রচ্ছন্ন আহ্বান হওয়াই অসম্ভব? ফুলশয্যার রাত্রে হগ্ সাহেবের বাজার হইতে নানাবিধ ফুলের

মালা, তোড়া, বোকে প্রভৃতি আনিয়া সে যখন নিভাকে 'বৌদি' সম্বোধন করিয়া, যোগেশের পার্শ্বে শয়ন করিবার জন্ত সকৌতুক আহ্বান করিল, তখন নিভা সুজয়ের মুখের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া যে মিষ্ট হাসিটুকু হাসিয়াছিল, এতদিন পরে আজ যেন তাহার ভিতরের একটা লুকান অর্থ সুজয়ের নিকট ধরা পড়িয়া যাইতেছে।

সুজয় মনশ্চক্ষে সভয়ে দেখিল, নিভার প্রায় প্রতিদিবসের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ, উচ্ছলিত হাসি ও অজস্র বাক্যাবলীর অন্তরালে কি যেন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত কেয়া-মধ্যস্থ গোপন সুরভির মত নিরন্তর বাতাসে ভাসিয়া গিয়াছে; সুজয় তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। নিজহস্তে সুজয়ের জন্য সযত্ন রন্ধন, তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া আন্তরিকতার সহিত প্রায়ই আহার করাইয়া যাওয়া, দিবসে বা সন্ধ্যায় সুজয়ের সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ কিম্বা বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখা, এই সকলের ভিতর দিয়া নিভার যে একটা প্রচ্ছন্ন পরিতৃপ্তি সভয় অভিসারে ছুটিয়া চলিত, আজ যেন সুজয়ের নিকট তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সুজয় অন্তরের মধ্যে কিসের একটা বিপুল কম্পন অনুভব করিতে লাগিল। উহা ভয়ের কি উত্তেজনার, অনুতাপের কি আনন্দের, তাহা সে সম্যক্ বুঝিতে পারিল না।

মাধবী সুজয়ের কপালে হাত দিল।

সুজয় চমক্‌ভাঙ্গা-স্বরে কহিল—কি হ'ল?

নম্রকণ্ঠে মাধবী বলিল—আবার জ্বর এল কিনা দেখ্‌ছি।

তাগিদ্ দিয়া সুজয় বলিয়া উঠিল—জ্বর নয়, জ্বর নয়, তুমি যাও।

উদ্বিগ্নচিত্তে মাধবী বলিল—কাঁপ্ছো যে ?

সুজয় কহিল—ও কিছু নয়, তুমি যাও।

মাধবী কোনও উত্তর না দিয়া বিষণ্ণমুখে সুজয়ের চটী জুতা দুইখানি তাহার পায়ের নিকট আনিয়া রাখিল, গায়ের চাদরখানি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সাবধানের সহিত জড়াইয়া দিল, তাহারপর ধীরে ধীরে সে সুজয়কে হাত ধরিয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইল এবং লেপখানি তাহার গাত্রে সযত্নে ঢাকা দিয়া একদাগ ঔষধ ঢালিয়া খাওয়াইয়া অন্যকর্ম্মে প্রস্থান করিল।

...করুণাকে যখন সুজয় যোগেশের বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সে সময়ে নিভার একটা তীব্র কাতরোক্তি তাহার এখন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে : ঠাকুরপো, তুমি আমাকে কিছুই দাওনি। নিভার ওই কথাটী সুজয় তখন না বুঝিয়াই শুনিয়াছিল, এমন কি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিল কিনা তাহাও সন্দেহস্থল ; অথচ আজও যে কিরূপে ও কেন তাহা অত স্পষ্টভাবে মনে আছে, ইহাই আশ্চর্য্য ! সুজয় নিভাকে কি দিতে পারিত বা কি দিতে পারে নাই, একথা সে কোনওদিন চিন্তা করিয়া দেখে নাই ; দেখিবার কারণও ছিল না। কিন্তু আজ যেন তাহার মনে হইতেছে যে, উহা ভাবিয়া দেখিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দেহের অসুস্থতা ঘটিলে মনও অসুস্থ হইয়া পড়ে। চিকিৎসকের মতে তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও দেখা দিয়াছে।

তাহাই হইবে। নতুবা এই সকল নিকৃষ্ট চিন্তা আজ তাহার মনে স্থান পাইতেছে কেন?

সুজয়ের বিশ্লেষণকারী মন শাসাইয়া উঠিল—নিকৃষ্ট চিন্তা? একটী বিবাহিতা রমণী কি তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না?

সুজয়ের মনের মধ্যে একটা ভীষণ সোরগোলের সৃষ্টি হইল; চতুর্দ্দিক্ হইতে কাহারা যেন তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—না।

—কেন না?

—সে যে বিবাহিতা?

—হ'লেই বা?

—হ'লেই বা? বা—রে! তা'র যে স্বামী রয়েছে!

—তা'তে কি হয়েছে?

—ভালবাসে, সে তা'র স্বামীকে বাসুক্।

—তোমার হুকুম্ নাকি?

—হাঁ।

—তুমি কে?

—আমি সমাজ।

—তাই এত জোর?

—নিশ্চয়ই।

—তোমার জোরে আমার মন সায় দেবে কেন?

—নয়তো তোমরা বাঁচ্‌বে না।

—সায় দিলেই যে বাঁচ্‌বে, তার প্রমাণ ?

—প্রমাণ কিছুই নেই।

—বরং অপ্রমাণই বেশি আছে, তাই বল।

—তা থাক্‌তে পারে।

—সেগুলো কি ?

—সেগুলো সমাজকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে বহু নর-নারীর আত্মবলি।

—এমন আত্মবলি তো অনেক দেওয়া হ'ল। তবে আজ তুমি মর্‌তে বসেছ কেন ?

—যতক্ষণ শ্বাস্, ততক্ষণ আশ্।

—তোমার মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের শ্বাস্ অনেকদিন হ'ল ফুরিয়ে এসেছে। তার ওপর আর অত আশা কোরো না।

—তবে কি কর্‌বো ?

—আমার কথা শুনে চল। আমাদের অন্তর যা চায় তাই মেনে নাও।

—আমার কর্ত্তৃত্বটুকু চলে গেলে, তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠ্‌লে, আমি আর কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌বো ?

—ভরি দুইতিন আফিম, হাত চারেকের একগাছা দড়ি, একটা মাটীর কলসী, আর এক পুকুর জল।

* * * * *

সুজয় মনে মনে বলিল—আচ্ছা ধরা যাক্, একটা মেয়ে ছিল

তার নাম নিভা; আর একটা ছেলে ছিল তার নাম যোগেশ। দু'জনের বিয়ে হ'ল। কিন্তু নিভা ভালবাস্‌লো যোগেশের এক বন্ধু সুজয়কে।......

একটা আসল উপন্যাস!

তা হোক্‌। কিন্তু এটা কি এতই অসম্ভব? বাস্তবে কি এমন হয় না?

কেন হবে না? করুণাকে পাওয়া গেল কেমন করে?

সুজয়ের আপনা হইতেই মনে হইল, সেখানে সত্যিকার ভালবাসার কোনও কথা নেই। বেশ। বালিগঞ্জের লেকে ক'জন আত্মহত্যা কর্লে তারও তো একটা হিসেব নিতে হবে? শুধু ঐ লেক্‌ কেন? প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের খবরের কাগজগুলো খুল্‌লেও তো এমন আত্মহত্যার ফিরিস্তি বড় কম হয়ে ওঠে না? তবে?......

নিভার বিষয়ে তাহার চিন্তা ভুল হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব একথাও জোর করিয়া বলা যায় না!

তাহারপর, সেদিন ময়দানে বিনা কারণে নিভা যে, কেন তাহার উপর অতখানি অসন্তুষ্টা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও তো সুজয় বুঝিতে পারিতেছে না?......

নিভার সেই অধৈর্য্য, সেই অসন্তোষ, সেই তিক্তকণ্ঠের উক্তি—'তোমারও যে ভীরুতা আর কাপুরুষতা নেই, তার প্রমাণ?' আজ যে সুজয়ের এমনভাবে মনে পড়িয়া যাইবে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। নিভার ওই কথাগুলা যে সুজয়ের মনের অতলগর্ভে এরূপ নিশ্চিতরূপে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া

থাকিবে, ইহা সে কোন দিনও সন্দেহ করে নাই। কি জানি! কতখানি দুর্জ্জয় অভিমান লইয়া সেদিন নিভা যে, তাহাকে ওই কথাগুলা অমন করিয়া বলিয়াছিল, তাহা হয়তো নিভার জীবন-বীণার একটী ছিন্ন তারেই চিরদিনের জন্য মর্ম্মযাতনায় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল! বলা তো যায় না? মাধবীর আত্মনিবেদন ও আন্তরিকতার কতটুকু হিসাব সে রাখে? চঞ্চল তাহাকেই বাঁচাইবার জন্যই হয়তো কতখানি দুঃখ লইয়া চলিয়া গেল, তাহা সে কতটুকু বুঝে?

গভীর আত্ম-অনুশোচনায় সুজয়ের মন ভরিয়া উঠিল। কি হতভাগ্য সে! আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও সে এতটুকু সুখী করিতে পারিল না, কাহারও মনের কথা সে একটাও বুঝিতে পারিল না?

একদিন মাধবীর উপবাস দেখিয়া নিভার ক্রন্দনকে সে সহানুভূতির উচ্ছ্বাস স্থির করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল; আজ কিন্তু নিভার সে অশ্রু, একটা মর্ম্মান্তিক বেদনার স্পষ্ট ইঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। নিভার সেই কাতরকণ্ঠে—'এতই যদি মনে ছিল, তবে কেন বিয়ে করতে গিয়েছিলে ঠাকুরপো?' আজ বড় কঠিন আঘাত হইয়াই সুজয়ের অন্তর স্পর্শ করিতেছে!

সুজয় তথাপি বড় ভয়ে ভয়ে নিজের মনকে প্রশ্ন করিল—যদি সত্যি হয়? একথা যদি সত্যি হয়? তাহা হইলে বেদনার কতবড় একটা ইতিহাসই না তাহাকে লইয়া এতদিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে? অথচ এতদিন সে নিজে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে

পারে নাই! কি আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! কি তুচ্ছ এই মানুষের দৃষ্টি, জ্ঞান ও বুদ্ধি!

না। সুজয় কিছুই পারিল না। এ জীবনে তাহার বুঝি সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইল। মনোরাজ্যে দৌড় দিতে গিয়া সম্মুখে বিরাট্ অলঙ্ঘ্য বাধা পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং বিফলতার দুর্জ্জয় রোষে আত্মহারা হইয়া সে তাহার এই স্থূল দেহটা ও তাহার স্থূলতর ইন্দ্রিয়সকল লইয়া উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে সে বিকলাঙ্গ হইয়াই রহিল; সফলতা লাভ করিতে পারিল কৈ? এ জীবনে বুঝি মীমাংসা তাহার কোনও দিকেই হইল না!

অধীরকণ্ঠে সুজয় ডাকিল—মাধবী।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে মাধবী আসিয়া সুজয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল।

পাঁচ বৎসরের শিশু জননীর নিকট যেমন করিয়া কোনও জিনিষ আর্ত্তি সহকারে প্রার্থনা করে, সুজয়ও ঠিক তেমনি আন্তরিক আগ্রহে অনুনয় করিয়া কহিল—আজমীর নয় মাধবী, দিল্লী চল।

দিল্লী যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু পূর্ব্বে একবার আজমীরে রেবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লইবার প্রস্তাবটাই বহাল রহিল। কারণ, মাধবী না জানিলেও সুজয়ের মনে কেমন একটা দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সে আর বাঁচিবে না এবং কলিকাতা হইতে এই যাত্রাই তাহার শেষ যাত্রা। অতএব স্নেহের ভগ্নীটীকে একবার শেষদেখা দেখিয়া লইবার বাসনাটাকে সুজয় আর ইচ্ছা করিয়াই দমন করিল না। মাধবী জানিল, মাধবীর ইচ্ছাটাই রহিল।

কিন্তু আজমীরে উপস্থিত হইয়া ঘটিল এক দুরন্ত বাধা। সুজয়ের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া রেবা তো কাঁদিয়া খুন। সে দুই চারমাসের মধ্যে সুজয়কে তো ছাড়িলই না; এমন কি পরেও দিল্লী যাইবার কথা উত্থাপন করিলে সে বলে—তুমি এখান থেকে চলে গেলেই মরে যাবে দাদা!

বুঝিবা একমাত্র ভাইটীর মহাপ্রস্থানের সংবাদ তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে কেমন করিয়া পঁহুছিয়াছিল। তাই সে আর তাহাকে, সহজে ছাড়িয়া দিতে চায় না।

একটীর পর একটী করিয়া অনেকগুলি মাসই কাটিয়া গেল।

সুজয় বলে—এইবার ছেড়ে দে রেবা !

রেবা কাঁদিয়া বলে—আমাদের ফেলে কোথায় যাবে দাদা ? ডাক্তারে যে কোনও ভরসা দিচ্ছে না ?

সুজয় ম্লান হাসি হাসিয়া বলে—ডাক্তারেরা আত্ম-প্রশ্রয়ী। যদি সত্যিই পরমায়ুঃ ফুরিয়ে থাকে, সাধ্য কি যে তারা জীবন দান করে ? তারা মনে মনে জানে, তাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের ফাঁকী, তাই কোনও রকমে ভিজিটের টাকাটা আদায় করে নিজেদের অন্ন সংস্থানটা করে নিতে চায়। তারা ভরসা দেবে কি ? আমার শরীরের বিষয় আমি যা বুঝ্ছি, হাজার করে বুঝিয়ে বল্লেও তারা কি তা ঠিক আমার মতন করে বুঝ্তে পার্বে রে ? না, পার্লেও তারা তা'র প্রতিকার কর্তে পার্বে ? ওরা পারে কি তা জানিস্ ? ফোঁড়াটা হ'লে তার অপারেসন্টা করে পুঁজটা বা'র করে দিতে, হাড়্টা ভেঙ্গে গেলে, বার্ বেঁধে সেটাকে জুড়ে দিতে, কেটে গেলে সেটাকে সেলাই করে দিতে। তাও কি সব সময় ওগুলোও ঠিক করে কর্তে পারে ? অনেক সময় ওসব কাজেও ওরা হিতে বিপরীত করে ফেলে। ওদের কথা ছেড়ে দে।

রেবা বলে—তা' বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না ?

সুজয় হাসিয়া বলে—সেটা শুধু মন্ বোঝে না বলে। মহারথী মহারথী ডাক্তারকে দেখেছি—ব্লড্, স্পুটাম্, ষ্টুল্গুলো একজামিন্ করা থেকে, যত রকম উপায় আছে, সবগুলো করেও সামান্য

একটু জ্বর যে, কেন ছাড়ে না, তা তারা ঠিক্ করে উঠ্‌তে পারেনি। বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা বাড়্‌ছে শুধু কতকগুলো লোকের আহার জোটাবার জন্যে। তা' ছাড়া আর কোনও সুবিধে মানুষের তাতে যে হচ্ছে না, বরং অসুবিধাই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এটা কখনও ভুলিস্‌নি রেবা। তুই আমায় ছেড়ে দে, দু'চার জায়গায় ঘুরে দেখি, হয়তো জল্ হাওয়া বদল্ করে কিছু উপকার হ'লেও হ'তে পারে।

রেবা কিন্তু তবু শোনে না। ডাক্তারও ডাকে, ওষুধও খাওয়ায়, উপকারও হয় না; অথচ যাইবার কথা বলিলে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। সুজয় এই অবুঝ ভগ্নীটীর কথা অগ্রাহ্যও করিতে পারে না; অথচ আর আজমীরে থাকিতেও মন চায় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একবার দিল্লী যাইবেই। এ সঙ্কল্প তাহার মনে মনে পূর্ব্ববৎ বলবৎই আছে। কিন্তু রেবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু শেষে একদিন রেবাকে বুঝিতেই হইল। সুজয় তাহাকে যে-কথা অত করিয়াও বুঝাইতে পারিল না, রেবার স্বামী একদিন তাহা রেবাকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিল। দীর্ঘ দুইতিন বৎসর আজমীরে থাকিয়াও সুজয়ের যখন কোন উপকারই হইল না, বরং ক্রমশঃই স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল, তখন জল্‌-হাওয়া পরিবর্ত্তনের কথাটা যে নেহাইৎ অযৌক্তিক নয়, এ কথাটা রেবাকে বুঝাইয়া দিতে তাহার স্বামীর অধিক বিলম্ব হইল না।

সুজয় সাশ্রু নয়নে রেবার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া

মাধবীকে সঙ্গে লইয়া অবশেষে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেশের ঠিকানা খুঁজিয়া লইতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইল না। কারণ তাহার অফিসের নাম সুজয়ের জানা ছিল।

যোগেশ ও নিভা সুজয়কে পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিল। সুজয়ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া যোগেশ হেন ব্যক্তির চক্ষেও জল আসিল। সে শুধু সুজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—এমন্ কেন হ'লরে সুজয় ?

উত্তরে সুজয় শুধু নীরবে একটু হাসিল।

স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া নিভা বলিল—এখানেও তো ভাল ডাক্তার আছে ; দেখাও না।

সুজয় চাহিয়া দেখিল, নিভার সে শ্রী আর নাই ; এই নিভা যে তাহার সেই বৌদি, ইহা আর মনেও হয় না। গত কয় বৎসরে সে বিশেষ স্থূলাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে ; বর্ণটী শ্যাম হইতে কৃষ্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ললাটের দুই পার্শ্বের কয়েকগাছি কেশ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। শুধু সেই পূর্ব্বের চক্ষু দুইটী এখনও নিভাকে তাহার সেই বউদি বলিয়া চিনাইয়া দেয়। কিন্তু তাহাতেও বুদ্ধির সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর নাই ; যেন জগতে যাহা ঘটিয়া যাইতেছে তাহা ঘটাই উচিৎ, এবং ঘটে বলিয়াই ঘটে, তাহাকে প্রশ্ন করিতে নাই, এইরূপ একটা নির্ব্বিকার ভাব তাহার দৃষ্টির সেই পূর্ব্বের উজ্জ্বলতাকে হরণ করিয়া লইয়াছে।

সুজয় যোগেশের নিকট হইতে এই কয় বৎসরের সংবাদাদি লইতে গিয়া জানিতে পারিল যে, করুণা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে

মারা গিয়াছে; নিভার ইতিমধ্যে দুইটী সন্তান হইয়াছিল; তাহারাও আর নাই। তাহাদের কথা বলিতে গিয়া নিভার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া গেল মাত্র, চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু আসিবার সময়টুকু পর্য্যন্তও স্মৃতি তাহার কার্য্য করিল না।

গাড়ী করিয়া মাধবী ও সুজয়কে লইয়া নিভা ও যোগেশ কয়েকদিন সহরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। যোগেশের তত্ত্বাবধানে রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে এসেম্ব্‌লী হাউস্‌, কুতব্‌মিনার, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতিও দেখা চলিতে লাগিল।

একদিন দিল্লীদুর্গ দেখিতে দেখিতে সুজয় ও নিভা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল; মাধবী ও যোগেশ ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সম্মুখের দেওয়ানি আম, শ্বেত প্রস্তরের মসজিদের চূড়া, বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকাসকল অস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

নিভা কহিল—বেরুবার সময় হয়ে এল, উনি আবার গেলেন্‌ কোথায়? বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত একভাব্‌। কোনও বিষয়ে একটু যদি হুঁশ্‌ থাকে!

নিভা যোগেশের সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

—বৌদি!

চমকিত হইয়া নিভা সুজয়ের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—এঁ্যা।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

—কর।

—ঠিক জবাব্ দেবেন্ ?

সুজয়ের কণ্ঠস্বরে নিভার মনযোগ ফিরিয়া আসিল। সে সুজয়ের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

সুজয় বলিল—বলুন্, সত্যি কথা বল্‌তে লজ্জা করবেন্ না।

নিভা বলিল—লজ্জার কি আছে ?

—লজ্জা কর্‌বার মত কথা তো থাকৃতে পারে ?

—আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

রোগ-পাণ্ডুর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করিয়া সুজয় কহিল—ঠিক্ ?

নিভা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—হাঁা গো হাঁা, ঠিক্। কি কথাটা তাই বল না ?

—গড়েরমাঠে একদিন আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন্। মনে পড়ে ?

—পড়ে।

—সেদিন আমার ওপর অতখানি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন্ কেন, আজ আমায় বল্‌তে পারেন্ বৌদি ?

শুনিয়া প্রথমটা নিভা গম্ভীর হইয়া গেল; কিন্তু তৎপরেই সে আপনমনে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

উৎসুক হইয়া সুজয় কহিল—হাস্‌লেন্ যে ?

—শুনে কি হবে ?

—কি হবে তা জানি না। কিন্তু আমাকে আজ সেকথা শুন্‌তেই হবে। আপনি বলুন্।

—একান্তই বল্‌তে হবে ?

—হাঁ।

—তবে শোন। তখনও আমার কলেজে পড়া বুদ্ধিটা যায়নি কি না ? তাই নভেলের ওই প্রেম, ভালবাসাগুলো তখনও বিশ্বাস করতুম্। মনে করতুম্ কি জান ? বিয়ের দিন থেকে তোমাকেই আমি ভালবেসে ফেলেছি ; আর তোমার যত আমার ওপর অমনোযোগ দেখতুম্, তত জ্বলে জ্বলে উঠ্‌তুম্।

বলিয়াই নিভা এবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুজয় কিন্তু হাসিল না ; সে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিল—আর এখন কি মনে হয় ?

নিভা হাসিয়া কহিল—নিছক্ ছেলেমানুষী। কতক্‌গুলো বাজে আইডিয়া নিয়ে মাথা গরম করা আর কি ? আমাদের য়ুনিভার্সিটীর শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর্‌কার ও একটা অদ্ভুত রোগ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওটা কেটে যায়। হাতে থাকে শুধু, স্নেহের সম্বন্ধটা আর বহুদিনের পুরাণো সুবিধা-বোধ্‌টা। ওর সঙ্গে একটু সেক্স্ গ্ল্যামার্ মিশিয়ে বাজারে কতক্‌গুলো চালাক্ লোক নভেল লিখে টাকা রোজগার কর্চ্ছে বৈত নয় !

সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—ঠিক করে বল্‌তে পারেন্, এখন আর আপনার মনে কোনও আঁচড়্ নেই ?

সহাস্যে নিভা বলিল—বুড়ো বয়সে এখনও কি তোমার পাগ্‌লামী সারেনি ঠাকুরপো ? আঁচড়্ আবার কি থাক্‌বে ?

নিভার কথা বলার ভঙ্গীতে সন্দেহ করিবার মত এতটুকুও

অবসর ছিল না। তাহার স্বরে অতি সহজ, সরল, সত্য কথাগুলাই যেন অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুজয় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহা হইলে সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়!……

অথচ, আজ যৌবনের সে বর্ণবৈচিত্র্যের, সে রঙীন্ স্বপ্নের আর কিছুই তো অবশিষ্ট নাই! আশ্চর্য্য! নিভা ও সুজয় বাঁচিয়া মরিয়াছে, না মরিয়া বাঁচিয়াছে?……

মাধবীকে লইয়া যোগেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোগেশকে দেখিয়াই সুজয় বলিয়া উঠিল—যোগেশ, আমি কাল্ চলে যাব।

যোগেশ বিস্মিত হইয়া সুজয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সুজয় বলিল—অমন করে চেয়ে রইলি কেন? সত্যিই যাব।

যোগেশ কহিল—এই শরীরে?

সুজয় হাসিয়া বলিল—নয়তো অন্য শরীর আর কোথায় পাব?

—কোথায় যাবি?

—তা'তো জানিনা ভাই!

যোগেশ সাশ্চর্য্যে কহিল—সেকি?

—তা বৈকি। উপস্থিত দুটো চোখ্ যে ধারে নিয়ে যায়, সেই ধারেই যাব।

—সেতো আর একটা কাজের কথা……

বলিয়া যোগেশ থামিয়া গেল।

সুজয় বলিল—কাজের কথা বৈকি। এইতো দেখ্তে দেখ্তে

দু'চার মাস হয়ে গেল। তোর্ ডাক্তারে কি কিছু সুবিধে কর্‌তে পার্‌লে ? বরং ইদানিং পেটের ব্যথাটাও এসে জুটেছে।

—তবু একটা চিকিৎসা তো চল্‌ছে ? আমি বলিকি, আরও দু'চার মাস না হয়······

স্নেহ-উদ্বেলিত-কণ্ঠে সুজয় বলিল—না ভাই আর দু'চার মাস নয়। আমায় আট্‌কাস্ নে। বরং এই বেলা দু'একটা জায়গা দেখেনি।

—কি দেখ্‌বি ?

—একবার আগ্রায় গিয়ে ইতিহাসে পড়া সেই মহাপুরুষটীর বিপুল প্রেমের জমাট্-বাঁধা বিরাট্ অশ্রু-সৌধটা প্রাণভরে দেখেনি। ওটা তো সত্যিই আর তাঁর ঐশ্বর্য্য-গৌরব দেখাবার মিথ্যে দাম্ভিকতায় গড়ে ওঠে নি! অত বড় একটা জিনিষের ভিত্তি কি মিথ্যে দিয়ে গড়ে তোলা যায় যোগেশ ? তাই বড় ইচ্ছে ওটাকে দেখে নিয়ে, মথুরা বৃন্দাবন্ দিয়ে এবার বাড়ী ফের্‌বার্ চেষ্টাই কর্‌বো। বাইরে তো আর কিছু হ'ল না!

এমন সময় দর্শকদিগের বাহিরে যাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সুজয় ও নিভা উঠিয়া যোগেশ ও মাধবীর সহিত ফটকের দিকে অগ্রসর হইল।

যোগেশ ও নিভার আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরদিন সুজয়ের দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাওয়াই স্থির হইয়া গেল।

নিজের জীবনে যাহা পাইল না, সেই অমূল্য বস্তুটী অন্য যে কেহ পাইয়াছে, সেই সকল ভাগ্যবান্‌দিগের পবিত্র তীর্থগুলি দেখিবার জন্য সুজয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। সেইজন্য সে অতখানি আগ্রহ লইয়া এই ভগ্নদেহেও ছুটিয়াছিল আগ্রায় তাজ দেখিতে। সাজাহানের ঐ মর্ম্মর-গঠিত বিপুল প্রেমের গগনস্পর্শী উচ্ছ্বাস দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল ইহাই ভাবিয়া যে, সে অমন দুরদৃষ্ট কেন? আজ পর্য্যন্ত সেতো কাহাকেও ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ আত্মদান করিতে পারিল না? চঞ্চলের ভালবাসা সে হয়তো পাইয়াছিল; মাধবীর ভালবাসা সে পাইয়াছে; কিন্তু সে তো নিজে কাহাকেও ভালবাসিতে পারিল না? চঞ্চলের রূপে সে আত্মহারা হইয়াছিল, কিন্তু ভাল সে তাহাকে বাসে নাই। মাধবীকে সে প্রাণের সহিত স্নেহ করে, কিন্তু ভাল সে তাহাকেও বাসে নাই। নিভা বলিল সে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু ভালবাসার অস্তিত্ব এখন সে আর স্বীকার করিল না। ভালবাসাটা সত্য হউক্ আর মিথ্যা হউক্, সুজয় কিন্তু তাহার আস্বাদনটা চাহিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সে তাহা পাইল না। সে শুধু গ্রহণ

করিয়াই ক্ষান্ত হইল ; দান করিবার সামর্থ্য সে আজ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে পারিল না। ভালবাসিয়া, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া, সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। সেইজন্যই সে তিলে তিলে নিজের দেহটাকে ক্ষয় করিয়া, দগ্ধ করিয়া, ছুটিয়াছিল আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে। আর কিছু না হউক্, দেহটাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে পারিলেও যদি মনটা আপনার অবাধ, স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করিয়া কোথাও না কোথাও নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া আপনার চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পায়, এই আশায় সে এই স্থূলদেহটাকে সমূলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এতদিন সে শুধু গ্রহণই করিয়া আসিয়াছে, দান করিতে পারে নাই ; তাই শেষে সে এই দেহটার বিনিময়ে, না পাইয়াও দান করিতে পারে কি না, তাহাই দেখিতে গৌভরে ছুটিয়াছিল। দেহ তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িল, যৌবন তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, পরমায়ুঃ তাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তবু অভীষ্ট সিদ্ধি হইল কৈ ?

সুজয় বুকভরা অভিমান ও নিরাশার মর্ম্মান্তিক দুঃখ লইয়া আগ্রা হইতে ছুটিল বৃন্দাবন অভিমুখে। সেই প্রেমের ঠাকুরটীর দেশে। যেখানে একদিন প্রেমের বন্যায় যমুনায় দুইকূল ডুবাইয়া উজান বহিয়া গিয়াছিল ; যেখানকার প্রেমের বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথের মাটীও এখনও রাঙ্গা হইয়া আছে ; যেখানকার গাভীগণও হাম্বারব পরিত্যাগ করিয়া এখনও সেই কালো ঠাকুরটীর আশায় পথ পানে আকুল নয়নে চাহিয়া আছে !

সুজয় আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই বৃন্দাবনে। একটী গোস্বামী-বাটীতে বাসস্থান ঠিক করিয়া, মাধবীকে সেখানে রাখিয়া, একদিন সে গিয়া যমুনার তীরে উপবেশন করিল। অলস চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল পুরাণ, ইতিহাসের দুই একটা মূল্যবান্ স্মৃতি, নষ্ট পরিচয়ের মত :

এই তো সেই যমুনা! যেখানে একদিন প্রেমের বাঁশী চিত্ত মথিত করিয়া বাজিয়া উঠিল; মাতা তাহার শিশুকে স্তন্যপান করাইতে বিস্মৃতা হইয়া, স্ত্রী তাহার স্বামীসেবা পরিত্যাগ করিয়া, বংশীরবে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আসিল, এই তো সেই যমুনা! যেখানকার বংশীধ্বনি আজও জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসের মুখে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে; যেখানকার প্রেম-সঙ্গীতে উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নদীয়ার নিমাই "কই বৃন্দাবন, কাহা বৃন্দাবন" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিয়াছিল, এই তো সেই বৃন্দাবন—এ সেই যমুনার তীর!......

সুজয় যমুনার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, আর অন্তরটা তাহার দারুণ ব্যথায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটী কৃশকায় প্রৌঢ়া রমণী সান্ধ্য-স্নান সমাপন করিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া আসিতেছিল। গৌরাঙ্গী হইলে কি হয়, দেহের মাংস তাহার লোল হইয়া পড়িয়াছে; কেশগুচ্ছ-কর্ত্তিত অর্দ্ধশুভ্র মস্তকে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠন দিয়া রমণীটী সুজয়ের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুজয়বাবু না?

সুজয় প্রথমটা চিনিতেই পারিল না। অপরিচিতা কর্ত্তৃক এইভাবে সম্বোধিত হইয়া, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রৌঢ়ার টানা টানা চক্ষু দুইটীর দিকে চাহিতেই সুজয় কিন্তু চমকিয়া উঠিল—কে? চঞ্চল্?

ঈষৎ হাসিয়া চঞ্চল কহিল—সেকি সুজয়বাবু, আমায় চিন্তে পার্‌লে না?

পরে একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চঞ্চল বলিল—না পার্‌বার্‌ই কথা। কিন্তু তোমার্‌ই বা এমন্ চেহারা হয়ে গেল কেন? কোনও অসুখ্ করেনি ত?

আত্মসম্বরণ করিয়া লইতে সুজয়ের একটু সময় লাগিল; তাহারপর সে কহিল—অসুখ্‌ও করেছে, বয়েস্‌ও হয়েছে।

চঞ্চল বলিল—ইস্! আর চিন্‌তে পার্‌বার্‌ই জো নেই যে!

—তোমাকেও তো আর চেনা যায় না চঞ্চল্?

—কেমন্ করে যাবে? ব্যাপার্‌গুলি তো আমার ওপর দিয়ে কম্ হয়ে গেল না সুজয়বাবু! তা'র ওপর বয়েস্‌টা আমারও কম্ হ'ল না।

—বয়সের কথাটা বোঝা গেল। কিন্তু আমার জানার বাইরে ব্যাপারগুলি যে, কি হয়ে গেছে তা না বল্‌লে কেমন্ করে জান্‌বো?

"সে অনেক কথা" বলিয়া চঞ্চল সুজয়ের অনতিদূরে একটা সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা সমাগমে স্নানার্থিনীগণ একে একে ঘাট ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। দূরে দুই একজন সাধু তখনও বসিয়া মালা

জপ করিতেছে ; চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ ; দিনের আলো নিভিয়া গিয়া গাছপালা, ঘরবাড়ী, দেবালয়, মন্দিরের চূড়াগুলা এক একটা অস্পষ্ট অস্তিত্ব লইয়া মৃতের স্মৃতির মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

চঞ্চলের কথা শুনিয়া সুজয় উৎসুক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ঈষৎ হাসিয়া চঞ্চল বলিল—খুব শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, নয়? যখন্ দেখা হয়ে গেল, তখন্ শোন। হয়তো তোমার শোন্‌বারও দরকার আছে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে কি তোমাকে বাঁচাবার জন্যে, ঠিক্ বল্‌তে পারি না ; তবে একথা ঠিক্ যে, তোমার কাছ্ থেকে যেটুকু পেয়েছিলুম্ সেটুকুকে বাঁচাবার জন্যেই আমি ছুটে পালিয়ে এলুম্ পশ্চিমে। কিছুদিনের মধ্যেই যেন সব কেমন্ এলোমেলো হয়ে গেল। আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌লো, এই পোড়া পেটের ক্ষিধেটা। তেমন কিছু সম্বল নিয়ে তো আসিনি? তাই অর্থের প্রয়োজনটা আমার আর সব ভাবনা, মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসাকে একেবারে তুচ্ছ করে দিলে! একটা সঙ্গীন্ সময় এল, যখন তোমাকে চিঠি লিখ্‌বো, না নিজেই অর্থের সমস্যাটা মিটিয়ে ফেল্‌বো, এ একটা মহা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আর বিলম্বও সইল না ; একটা বিষম মুহূর্ত্ত এসে গলাটাকে এমন্ টীপে ধর্‌লো যে, দেহটাকে পণ্য করে আবার রোজগারের পথেই দাঁড়াতে হ'ল। প্রথম প্রথম মনটাকে বড় ধাক্কা দিত। কিন্তু ক্রমে সেটাও সয়ে গেল ; এমন সয়ে গেল যে, শেষে ওটা যে একটা মনের কোণেও ঠাঁই দেবার মত কথা তা' আর মনেই হ'ল না।

যেন মলমূত্রত্যাগের মত নগণ্য, অথচ অত্যাবশ্যকীয় একটা ব্যাপার। তবে এটাও একটা আশ্চর্য্যের কথা যে, যত দিন যেতে লাগ্‌লো ততই তোমার কথাটা একেবারে ভুলে যেতে লাগ্‌লুম্। যেন একটা অস্ত্রকরা ফোঁড়ার কাটা দাগ্; আর জ্বালাও করে না, টন্ টন্‌ও করে না, ওটা থাক্ আর নাই থাক্, তা'তে যায় আসে না। ক্রমে শরীরের চটক্‌ও গেল, শক্তিও কমে এল। ভাগ্যে হাতে কিছু জমেছিল। তাই নিয়ে চলে এলুম্ বৃন্দাবনে। পুণ্যি হোক্ আর নাই হোক্, বাকী ক'টা দিন তো এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে যা'বে? তাহ'লেই ঢের।

শুনিতে শুনিতে সুজয়ের চক্ষের পাতা দুইটা ভিজিয়া আসিল। এতক্ষণ চঞ্চল যত কথার পর কথা বলিয়া চলিতেছিল, সুজয়েরও মনে হইতেছিল যেন সে নিজের একমাত্র পুত্রকে ধীরে ধীরে স্বহস্তে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিতেছে। চঞ্চল থামিয়া যাইবার পরও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোনও কথা বলিতে পারিল না। চঞ্চলও অনেকক্ষণ যমুনার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিল।

বৃন্দাবনে বসিয়া এইবার কিন্তু সুজয়ের মনে গভীর আক্ষেপের সুরে একটা কথা বারংবার হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল—কই বৃন্দাবন? কাঁহা বৃন্দাবন?……

চঞ্চল অনেকখানি আপনমনেই বলিল—কিন্তু একটা কথা ভাবি সুজয়বাবু। এই শেষ বয়সেও একটা সঙ্গ-লিপ্সা মনের

মধ্যে ঠিক্ বাসা বেঁধে বসে আছে। এটা বোধ হয়, ঐ মানুষের জন্মগত একটা সংস্কারই হবে। কি বল?

সুজয় ওকথার উত্তর না দিয়া হঠাৎ একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা চঞ্চল্, করুণার কথা তো একবারও জিজ্ঞাসা করলে না?

চঞ্চল হাসিয়া বলিল—জিজ্ঞাসার দরকার নেই বলে। অল্পদিনেই তার কথাটা বেশ সহজভাবেই ভুলে গেছি। আর তা হবেই তো! সে যে ছিল একটা উপলক্ষ্যমাত্র! সব কথা কি সব সময়ে নিজের কাছেই ধরা পড়ে? তখন অতখানি ধর্‌তে পারিনি; কিন্তু এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আর একজন্‌কে বাঁধ্‌বার জন্যেই তাকে অত করে বুকের মধ্যে আঁক্‌ড়ে ধরেছিলুম্। প্রথমটা যে তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলুম্, তার মধ্যে ফাঁকী নেই; কিন্তু তা'র পর থেকে সবটাই মেকী; আর সেটা ধরা পড়েছে এতদিন পরে। মানুষের মনটা কি অদ্ভুত বল দেখি?

যে কথাটা সুজয়ের বহুদিন পূর্ব্বেই জানা উচিৎ ছিল, এতগুলা বৎসরের পর আজ সুজয় সেই কথা চঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করিল—চঞ্চল্ তুমি কে?

চঞ্চল বলিল—মিথ্যে পরিচয়টা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

সুজয় বলিল—তবু শুন্‌তে ইচ্ছে হয়।

চঞ্চল বলিল—একজন প্রফেসরের মেয়ে, জন্মাবধি মাতৃহীনা;

ঝি চাকরের কোলেই মানুষ ; বি-এ ক্লাশে পড়্বার সময় একজন সতীর্থ যুবককে ভালবেসেছি মনে করে তার সঙ্গে পালিয়ে গেলুম্। কিন্তু বছর না ঘুর্তেই সেলি, কীট্‌স্ থেকে ধারকরা ভালবাসার, ফাঁকীটা বেশ সহজভাবেই ধরা পড়ে গেল। এমন সময় দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে, একটা মেয়েকে উপলক্ষ্য করে !

বিস্মিতকণ্ঠে সুজয় জিজ্ঞাসা করিল—তারপর ?

—তা'রপর তো সব তুমি জান !

দৃঢ়কণ্ঠে সুজয় বলিল—না কিছু জানিনা। হয়তো আমার সব ভুল হয়ে গেছে। তুমিই বল।

চঞ্চল বলিল—এক কথায় বল্তে গেলে, তোমাকে পেয়ে আমার কলেজের রোমান্স্‌টা যে, কতবড় ফাঁকী তা প্রথম বুঝ্তে পার্লুম্। কিন্তু এখন দেখ্ছি, ওটাও একটা রঙীন্ স্বপ্নের মতই মিথ্যে। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না সত্যি। কিন্তু আমার মত্‌টাকেও শেষ পর্য্যন্ত খাড়া রাখ্তে পারলুম্ না সুজয়বাবু। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে একে একে সবই ঝরে গেল। কি আর রইল বল দেখি ?

চঞ্চলের শেষের কথা কয়টার মধ্য দিয়া যেন একটা সর্ব্বহারার আর্ত্তনাদ বাজিয়া উঠিল। সুজয়ের সর্ব্বদেহের ভিতর যুগ-যুগান্তের রুদ্ধ হুঙ্কার গর্জ্জিয়া উঠিল—না, না চঞ্চল, না। মিথ্যে আমারটাও নয়, তোমারটাও নয়।

চঞ্চল বলিল—কিন্তু আমি তো আজ তাই পেয়েছি !

সুজয় আপনমনেই বলিয়া চলিল—এ সবই সত্যি চঞ্চল্, এ সবই সত্যি! তুমি যেটাকে নিয়ে এগিয়ে এসেছ, আমি ঠিক্‌ সেইটাকে ছেড়েই চলে এলুম্। এতখানি এসে আজ শেষ বয়সে কিন্তু দু'জনেই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছি। এতদিন পরে এই যে তোমাতে আমাতে আজ মিলন হ'ল, এর চাইতে বড় মিলন জগতে আর কোথাও কোনওদিন হয়নি। কিন্তু যে-ব্যবধান্‌টাকে মাঝ্‌খানে রেখে আজ দু'জনে দু'জনকে খুঁজে পেলুম্, এরও কোন্‌খানে ঠিক্‌ তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের ব্যথা ভুলে আরও সত্যিকারের বৃহত্তর মিলন লাভ কর্‌বো তা' বল্‌তে পার?

শুনিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে নির্ব্বাক্ হইয়া চঞ্চল এমনভাবে সুজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল যে, রাত্রির অন্ধকারেও তাহার চক্ষু দুইটা এক অস্বাভাবিক তেজে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল।

* * * *

নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, গভীর রাত্রে গায়ের লেপ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সুজয় উঠিয়া বসিল; এবং মহা ব্যস্ততার সহিত নিজের শয্যা নিজেই রচনা করিতে আরম্ভ করিল। ভয়োদ্বেলিত কণ্ঠে মাধবী বলিয়া উঠিল—ওকি? অত জ্বরে লেপ্‌খানা ফেলে দিয়ে ও কি কর্‌ছো?

সুজয় বলিল—অনেকখানি ছুটে এসেছি। এইবার একটু শোব। আবার তো দৌড়তে হবে? একটু না জিরিয়ে নিলে পারবো কেন, মাধবী?

সুজয়ের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া যাইতে লাগিল। ভয়ার্ত্তস্বরে মাধবী চীৎকার করিয়া উঠিল—ওসব্ কি বল্ছো গো?

অতবড় অট্টালিকাখানিতে আজ আর কেহই ছিল না; গোস্বামী মহাশয় কয়েকদিন হইল সপরিবারে পরিক্রমণে বাহির হইয়াছেন; সুজয়ের ভৃত্যটাও আজ অপরাহ্নে রামলীলা শুনিতে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। মাধবীর আর্ত্তকণ্ঠের অসহায় চীৎকার জনশূন্য অট্টালিকাখানিকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

শান্তকণ্ঠে সুজয় বলিল—এতদিনের সন্ধানে, আজ কিসের সন্ধান্ পেয়েছি জান মাধবী?

মাধবী কিছু না বুঝিয়াই ভয়ে ভয়ে বলিল—কি?

—মানুষের এই জীবনটায় সন্ধানের শেষ নেই। এর পরেও তার শেষ আছে কি না, এইবার আমার সেইটা দেখ্বার পালা!

বলিয়া সুজয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে তাহার মুখচোখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল।

মাধবী আকুলকণ্ঠে কহিল—ওগো থামো। তোমার পায়ে পড়ি থামো—

সুজয় থামিল না। তাহার হাসির বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, সে হাসিতেছে, কি একটা দুঃসহ, তীব্র যন্ত্রণায় বুক্‌ফাটা ক্রন্দন করিতেছে, তাহা আর বোঝা গেল না।

হঠাৎ সুজয়ের অবসন্ন, হিমশীতল দেহ শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল। শশব্যস্তে মাধবী তাহাকে ধরিতে গিয়াই মধ্যপথে থামিয়া গেল।

ভয়ে তখন তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সমাপ্ত

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৮ বি দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
এবং শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্ড্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

বিশ্বনাথ বাবুর

নবতম উপন্যাস

দিক্ নির্ণয়

(যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থকারের 'চিন্তাধারা' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, পি-এইচ্-ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

জীবনের তত্ত্বকথাগুলি দর্শনের পরিভাষা বাদ দিয়া প্রাণন্তরের ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের অতি সুন্দর আছে। এ দেশে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারের আবশ্যকতা আছে—সাধারণ লোকের নিকট ইহা পরিবেশন করিবে আনন্দ ও চিন্তা—অথচ চিন্তা করিতে যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে না—মানুষের সব চিন্তাই জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ভরে' থাকে—যে গ্রন্থকার সেই গ্রন্থিগুলিকে উন্মোচন করিতে পারেন, তিনি মানুষের তর্কবুদ্ধির অগোচরে তর্কপ্রতিষ্ঠিত সত্যগুলিকে উপস্থিত করেন। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এই ক্ষমতা পূর্ণরূপে আছে দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধ বহুল প্রচার থাকিলেও, এরূপ প্রচেষ্টা <u>এই প্রথম</u>। দর্শনের তত্ত্বগুলি যখন এইরূপ ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাহার সত্যগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে—দর্শনের ও কবিত্বের ভিতর আছে যে একটা চিরন্তন ভেদ তাহার লোপ হইয়া যায়।

*　　*　　*

এড্‌ভান্স্‌ বলেন :—

In this book of philosophical reflection, neither the theory of Cosmic Evolution nor the abstruse Vedantic discussion shall blur the vision of the

reader. The author has tried to approach that eternal truth in a very simple manner without introducing philosophical technicalities. In this treatise he confesses his inability to absorb in him that eternal beatitude. Art is progressing, Science is branching out, the cultural history of mankind is increasing in size and bulk, but helpless man is standing where he stood centuries ago. Nature—cruel and pathetic, sad and solemn, bright and beautiful, grave and sombre has effectively guarded the gate of the storehouse of mysticism. It is at this gate that the poetic philosopher is waiting and imploring to have the door opened, so that the real peace, truth in its real form and beatitude in its real aspect may be the heritage of mankind. The author is to be congratulated on producing such an enjoyable work.

* * *

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

বইখানি নানান দিক দিয়া একটু স্বতন্ত্র ধরণের। * * প্রাত্যহিক জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সুখ-দুঃখে, উৎসাহ-নৈরাশ্যে প্রতিহত অথবা উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি সচেতন ও স্পর্শকাতর, উদার ও অন্তর্মুখী মন কি ভাবে এই প্রতিঘাত বা উদ্বোধনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে এই পুস্তকে তাহার একটী সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যাইবে। * * *

লেখকের ভাষাটী আমার কাছে অতি সুন্দর লাগিয়াছে। এমন রুচিস্মিত ক্ষিপ্রগতি প্রাঞ্জল সাধুভাষা বহুকাল বাঙ্গালায় পড়ি নাই। * * * বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ধরণের, ইহাতে যেন একটা নূতন সুর বাজিতেছে, এবং যাহারা নিভৃত ভাবে সচ্চিন্তায় বা মানসিক অবলোকনে অভ্যস্ত, তাঁহারা মানসিক রসায়ন ইহা হইতে কিছু না কিছু পাইবেনই।

* * *

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :—

Since the dawn of civilization philosophers and poets have been endeavouring to penetrate into the sanctuary of Nature, but Nature resolutely shuts her doors to man. The author of the present book has a philosophical outlook on life and is seized with an intense yearning to grasp the truth lying behind the outward phenomena of nature. He feels that one can not find real happiness except by merging one's own identity in that of Nature. It is a remarkable feature of the book that it is entirely free from philosophical technicalities which very often stand in the way of the proper enjoyment of a book of this nature. The author is thoughtful and seems to have an intelligent grasp of the realities of life. We welcome him in the field of Bengali literature and feel confident he will really enrich our literature by such contributions.

* * *

প্রবর্ত্তক বলেন ঃ—

পাশ্চাত্য মনীষী সোপেনহাওয়ার, হেগেল, কাণ্ট প্রভৃতির চিন্তাধারার মধ্যে যে অজ্ঞাত জগতের সন্ধানের প্রেরণা দেখা যায় আলোচ্য পুস্তকেও অনুরূপ ভাবধারার অবতারণা আছে।...... ভাষার মাধুর্য্য এবং প্রাঞ্জলতা পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিবে......।

প্রবর্ত্তকও বোধ করিতেছেন যে, বাঙালায় এই ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম।

* * *

শনিবারের চিঠি বলেন ঃ—

চিন্তাধারা পাবকরা চিন্তা নয়। এ ধরণের musings বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই। পড়িতে পড়িতে আত্মবিস্মৃত হইতে হয়......।

* * *

গ্রন্থকারের 'মূর্ত্তপ্রশ্ন' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন ঃ—

Mr. Bhattacharya is already familiar to the Bengali literature through his philosophical work 'Chintadhara'..... His new work 'Murtaprasna' is a venture in the field of fiction, but here, too, he has been eminently successful. He deals with some very important social problems and in doing so, he has exposed the follies and vices of modern Bengali society. His pen grasps unerringly at the

truth underlying many things and he is not afraid to recall his vision. The characters he has introduced in the novel are faithful to life and nature and the plot is woven with considerable still. His style is as a rule simple and direct.......forcible and eloquent in the expression of feelings.

* * *

প্রবাসী বলেন :—

যে কয়েকটী সমস্যা সমাজদেহ কলঙ্কিত করিতেছে, নারীহরণ এবং নারীহরণ জনিত সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। মূর্ত্তপ্রশ্নের লেখক প্রধানতঃ এই সমস্যাটাকে একটী রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ সমস্যা সমস্যারূপে লোকের মনে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিলে তাহা সমাধানের জন্যও লোক তৎপর হইয়া উঠিতে পারে,.........গ্রন্থে চিন্তা করিবার মত অনেক বিষয় আছে এবং ইহার প্রচার সাধারণ গ্রন্থের অপেক্ষা অধিকতর স্বার্থকতা লাভ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস।

* * *

এড্‌ভ্যান্স্ বলেন :—

In this book the author has set before his reader a bold problem, one which calls for serious attention....

The problem, it will be seen, is a serious one and......calls out for a social remedy. . ...The author has shown commendable mastery over style and narrative.

* * *

দেশ বলেন ঃ—

'মূর্ত্তপ্রশ্ন' বাংলাদেশের ধর্ষিতা অভাগিনীদের সমস্যা লইয়া লেখা।.........সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজের কদর্য্যতার দিক্‌টা লেখক নিপুণভাবেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। 'মূর্ত্তপ্রশ্ন' পড়িয়া পাঠককে ভাবিতে হইবে।

* * *

নবশক্তি বলেন ঃ—

.........সুখের বিষয় বিশ্বনাথবাবু সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি এবং খানিকটা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিতে। বাঙ্গালীর জীবনে এই নারীহরণ ও তার আনুসঙ্গিক পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ট্রাজেডি একপ্রকার দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সামাজিক জীবনের এই গ্লানি ও কলঙ্ক অপনয়নের বহুবিধ চেষ্টা হচ্ছে নারীরক্ষা সমিতি, ধর্ষিতা নারীদের জন্য আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু গোড়ায় যে ভুল নিয়ে আমরা এই সব কাজে এগিয়ে যাচ্ছি বিশ্বনাথবাবু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

* * *

রোচনা বলেন ঃ—

সমস্যামূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে বইখানিতে একটী সম্পূর্ণ নূতন সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করা হইয়াছে।.........গ্রন্থকারের বর্ত্তমান পুস্তকে চরিত্রগুলির মনস্তত্ব বিশ্লেষণ ও লিপি চাতুর্য্যে

আমরা মুগ্ধ হয়েছি। মূর্ত্ত যে সমস্যা আজ তিনি 'মূর্ত্ত প্রশ্নে' তুলে ধরেছেন, তা' নিয়ে বাঙালী জাতির বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর যথেষ্ট ভাববার আছে।......

* * *

খেয়ালী বলেন ঃ—

বিশ্বনাথবাবু বইখানিতে প্রকৃতপক্ষেই একটী মূর্ত্তপ্রশ্ন পাঠকদের সম্মুখে ধরিয়াছেন......বিশেষতঃ গ্রন্থকারের তারিণী চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে অভিনব।